হেনরি ফোর্ড

লুইস নাইহার্ট

অনুবাদ করেছেন

জয়ন্ত চৌধুরি

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র, ১৩৬৯
অগস্ট, ১৯৬২

প্রকাশ করেছেন
অমিয়কুমার চক্রবর্তী
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলকাতা-১২

ছেপেছেন
রতিকান্ত ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৭।১, বিন্দু পালিত লেন,
কলকাতা-৬

হেনরি ফোর্ড

যন্ত্রের জাদুকর হেনরি ফোর্ডের এই
জীবন কাহিনী পড়ে বাংলার কিশোর
কিশোরীরা উদ্বুদ্ধ হবে—সেই
আশায় এই অপূর্ব কাহিনী
তাদের হাতে তুলে
দেওয়া হল।

এক

খোলা উনুনের আলোতে মেরি ফোর্ডের তকতকে রান্নাঘরখানি ঝকমক করছে। লম্বা আংটা থেকে ঝোলানো হাঁড়িতে রাত্রের খাবার রান্না হচ্ছে, আর স্টুর চমৎকার গন্ধে চারিদিক ভুরভুর করছে। ফোর্ডগিন্নি দুধ থেকে মাখন তুলছেন, তারই কুড়-কুড় আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। বড় মেয়ে মার্গারেট গুন্-গুন্ করতে করতে বাড়ির সবাইকার মোজা রিপু করছে আবার সেইসঙ্গে পা দিয়ে ঠেলে বাচ্চা উইলিয়মের দোলনাটায় দোল দিচ্ছে। জন আর জেন শনের তৈরি একটা বল মেঝেতে গড়িয়ে গড়িয়ে খেলা করছে।

হেনরি ম্যাকগাফি রীডার থেকে তার ক্লাসের পড়া তৈরি করছিল; পড়ে সে পঞ্চম মানে। সে পড়লে: 'ফলন্ত গাছে যেমন অজস্র ফল ধরে, জুয়া খেলা থেকে তেমনি যত কিছু পাপের জন্ম'। আংটায় চায়ের কেটলিতে সোঁ-সোঁ শব্দ উঠছে, বই থেকে তার চোখ গেল সেইদিকে। সে ভাবছিল ম্যাকগাফির বইটাতে দশ বছরের ছেলেরা যা ভালবাসে সেইসব থাকলে ভাল হত,—আবিষ্কার, কেমন করে টুকরো জুড়ে জুড়ে কাজের জিনিস তৈরি করা যায়, কামারশালার গল্প, কিম্বা বড়-বড় চাকাওলা বিরাট রেলগাড়ির কথা, কেমন ঝক-ঝক করে চলে—এইসব।

কেটলির নল থেকে ধোঁয়া বেরিয়েই চলেছে। একদৃষ্টে সেই-দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হেনরি পড়ার কথা ভুলে যায়। বাষ্পের জোরেই যে চাকা ঘোরে এটা তার জানা ছিল, কিন্তু কেন যে

ঘোরে, তা জানা নেই। ১০০ বছর আগে জেমস্ ওয়াট বাষ্পীয় ইঞ্জিনের মূল তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন; তাঁরই মত হেনরির ইচ্ছে করে কেটলির ঢাকনাটা একবার খোলে, আবার লাগায়; তারপর সেই বাষ্পের ওপর একটা কাপ ধরে রেখে সে লক্ষ্য করবে নল থেকে পাক খেয়ে খেয়ে বাষ্প উঠে জমে কেমন গরম গরম জলের ফোঁটা হয়ে যায়। হেনরি বিড়-বিড় করে বলে, 'ও বাষ্পমশাই, কেবলই পালাও কেন তুমি? তোমাকে যদি আটকে রাখা হত, বেরোতে না পারতে, তাহলে কী করতে?'

কিন্তু বাষ্পমশাই তার সোঁ-সোঁ মিষ্টি সুরে গান গেয়েই যেতে লাগল। হেনরি মার দিকে ফিরে বললে, 'আচ্ছা মা, যদি কেটলিতে নল না থাকত, আর যদি মেঘের মত এত বাষ্প তৈরি হতে না পারত, তাহলে কী হত?'

'বা, তাহলে আমি জানতুম কী করে যে চায়ের জল ফুটে উঠেছে, আর উইলিয়মের গলা ব্যথা হলে করতুমই বা কি, সেঁকই বা দিতুম কী করে?'

হেনরি তবু নাছোড়বান্দা, 'আহা ধরই না মা, যদি তাই হত?'

'ওসব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে পড়া কর দিকিনি! মিঃ ফোর্ডের বড় ছেলেটা একটা আকাট মুখ্যু, এ কথা যেন কেউ না বলতে পারে।'

এমন সময় দরজা খুলল, মিঃ ফোর্ড গোলাবাড়ি থেকে ঘরে এসে ঢুকলেন। নাক টেনে গন্ধ শুঁকে বললেন, 'হুম্‌ম্, আইরিশ স্টু! রান্নায় আমার গিন্নির সঙ্গে এ দেশের কোনও মেয়ে পাল্লা দিতে পারে না!'

ফোর্ডগিন্নি খুশি হয়ে একটু হাসলেন। বরাবরই স্বামীর কাছ থেকে রান্নার সুখ্যাতি শুনলে তিনি খুশি হন। জেন আর জন বাবার কাছে দৌড়ে গিয়ে তাঁর পা আঁকড়ে ধরল। জন বললে, 'আজ আমি বাবার জুতো খুলে দেব!' জেনও ছাড়ে না, 'না, বাবা, আমাকে দাও, আমাকে। আর আজকে তুমি বেঁটে খোক্কসদের আর-একটা গল্প বলবে তো?'

'সেকি ? আয়ারল্যাণ্ডের স্যায়না বামনের আরও গল্প শুনতে চাও নাকি ?'

বড় চেয়ারটায় পা ছড়িয়ে বসে মিঃ ফোর্ড বললেন, 'নাও, এক একটা জুতো এক একজনে খোল। খাবার পর গল্প হবে।'

হেনরি বাপের কাছ ঘেঁষে এসে বললে, 'বাবা, কেটলি থেকে যদি বাষ্প বেরোতে না পারে, তাহলে কী হয় ?'

'তোমার বইয়ে কী বলে ?'

'বইয়ে বাষ্পের কথা কিছু নেই।'

'তবে পড়ার সময় ওসব নিয়ে মাথা ঘামানো কেন ? বইয়ে যা আছে তাই আগে শেখ। বইয়ের পড়া সব শেখা হয়ে যাবার পরেও যদি আরও কিছু শেখবার ইচ্ছে থাকে, তখন বরং হিসেব করে দেখা যাবে আসছে বছর এক একর জমি থেকে কতখানি ওট পাওয়া যেতে পারে।

বইয়ের পাতায় মুখ গুঁজে হেনরি অস্থিরভাবে অপেক্ষা করে, কখন খাবার দেওয়া হবে।

পরদিন বিকেলে রান্নাঘরে হেনরি একা, তাকের ওপরে ঘড়ির টক-টক আওয়াজটা ক্রমশই যেন জোরালো হয়ে উঠতে থাকে। টক-টক করে ঘড়িটা যেন চেঁচিয়ে বলে, 'জানো, জানো, জেনে নাও।' আর হেনরির বুকের মধ্যে ধুপ্, ধুপ্, করতে থাকে।



বাসনের আলমারির তাকের ওপর উঠে হেনরি একটা পুরোনো চিনেমাটির টি-পট খুঁজে বার করল। ছাপাছাপি জল ঢাললে তাতে, ঢাকনাটা তার দিয়ে জড়িয়ে বেঁধে দিলে, আর বাচ্চা উইলিয়মের উলের একটা মোজা দিয়ে টি-পটের নলটা বেশ শক্ত করে এঁটে দিলে।

তারপর একগাদা-বাঁধন-দেওয়া টি-পটটাকে আগুনের ওপর আংটায় টাঙিয়ে হেনরি তড়পাতে লাগল, 'কেমন, এইবার বেরোও তো দেখি?'

হেনরি মাটিতে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু গুড়-গুড় আওয়াজ, তারপর ঘড়-ঘড়, আর তারপরেই— দুম্! দুম্! দুম! টি-পটের টুকরো ছত্রাকার চারিদিকে। একটা টুকরো লেগে জানলার কাঁচ ভাঙল আর একটায় ভাঙল টেবিলের ওপরের ফলের ডিস, আর একটায় হেনরির মাথা কেটে গেল।

আওয়াজ শুনে বাগান থেকে ছুটে এলেন হেনরির মা। 'হেনরি, তোমার ফোস্কা পড়ছে, রক্ত পড়ছে; ব্যাপার কী?'

বেশ তৃপ্তির সুরে হেনরি বললে, 'কেটলি থেকে বাষ্প বেরুতে না পারলে কী হয়, জেনে ফেলেছি।'

'তা যে তুমি জানবে এটা আমার আগেই আন্দাজ করা উচিত ছিল। ভীষণ একটা কাণ্ড হতে পারত! তোমার বাবা এসে পড়ার আগে এখন শার্সিটা সরিয়ে ফেল দিকিনি,—তোমার এই জানবার হুজ্জুত বরদাস্ত করার মত তাঁর ধৈর্য নেই।'

হেনরি তখন কিন্তু মোটেই বাবার কথা ভাবছিল না। সবিস্ময়ে সে বললে, 'জান মা, যতটা ভেবেছিলুম, বাষ্পের জোর তার চেয়ে ঢের বেশি!'

তার কাটা জায়গাটা বেঁধে দিতে দিতে ফোর্ডগিন্নি বললেন, 'দেখো, কথাটা যেন মনে থাকে।'

হেনরি আর মায়ে মিলে চিনেমাটি আর কাঁচের টুকরোগুলো

তুলছে, এমন সময় মার্গারেট বাড়িতে ঢুকে উত্তেজিতভাবে চেঁচাতে লাগল, 'মা, বাবা তোমার জন্যে কী একটা আশ্চর্য জিনিস নিয়ে এইমাত্র গাড়ি চালিয়ে উঠোনে এসে ঢুকলেন! কী, তা কিছুতেই বলছেন না। হেনরি, শিগগির, ওটা বয়ে আনবার জন্যে বাবা তোমাকে ডাকছেন।' হেনরির মাথায় ব্যাণ্ডেজ দেখে হঠাৎ সে থেমে গেল। অবাক হয়ে বললে, 'হেনরি, তোমার লেগেছে!'

ফোর্ডগিন্নি ঠিক করলেন ব্যাপারটাকে হাল্কাভাবে নেওয়াই ভাল, আর এ নিয়ে কথা বাড়াবার দরকার নেই। খুব শক্ত গলায় তিনি বললেন, 'সামান্য একটু কেটে গেছে। ও নিয়ে কিন্তু আর কথা তুলো না। এস দেখি, কী আনলেন তোমাদের বাবা!'

জন আর জেন ইতিমধ্যেই বাবার কাছাকাছি ঘুর-ঘুর করে বিরাট রহস্যময় কাঠের বাক্সটাকে খতিয়ে দেখবার চেষ্টা করছিল। ভেবে ভেবে ফোর্ডগিন্নি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হতে পারে?'

চোখ মটকে মিঃ হেনরি বললেন, 'একশো বছরেও আন্দাজ করতে পারবে না। পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের একটি। হেনরি, হাত লাগাও।'

মার্গারেট, হেনরি, জেন আর জন পাখি-পড়ার মত বললে, 'পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের একটি!'

ঠিক এই সময় মিঃ ফোর্ডের চোখ পড়ল হেনরির মাথার দিকে। 'আরে, তোমার……'

তাকে থামিয়ে ফোর্ডগিন্নি বললেন, 'শোনো উইলিয়ম, ও কিছু নয়। ঐ টি-পটটা আর-কি! হেনরি ঠিক আছে। ভাববার মত কিচ্ছু নয়।' তারপর বললেন, 'না, এই উপহারের ব্যাপারটা সত্যিই আমায় ভাবিয়ে তুললে!' তাই শুনে মিঃ ফোর্ডের মুখে আবার হাসি দেখা দিল।

হেনরি হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। আঃ, মার মত কেউ হয় না! বাবা চটে গেলে কেমন দিব্যি আস্তে আস্তে মা তাঁকে ঠাণ্ডা করে দেন।

বাবার মন এখন আবার বাক্সের দিকে ফিরে গেছে, আর বেশি কিছু জবাবদিহি না করেই টি-পট ভাঙার ব্যাপার থেকে রেহাই পাওয়া গেল।

বাক্সটাতে একটা হেঁচকা টান দিয়ে হেনরি বললে, 'ওরে ব্বাবা, এ যে সিসের চেয়ে ভারি গো মা !'

মিঃ ফোর্ড সাবধান করে বললেন, 'দেখো বাবা, তোমার দিকটা পড়ে না যায় ! অনেকগুলো পয়সা খরচ হয়েছে এর পেছনে !'

বাক্সটাকে রান্নাঘরের মেঝের ওপর সাবধানে রাখা হল, তারপর একটি একটি করে কাঠের পাটা সরিয়ে সরিয়ে খোলা হল।

কালো-রঙ-করা লোহার টুকরো আর পালিশ-করা খানিকটা কাঠ বেরিয়ে পড়তেই একদৃষ্টে চেয়ে লক্ষ্য করতে লাগল। তারপর দেখা গেল একটা বড় চাকা।

ফোর্ডগিন্নি হার মেনে বললেন, 'এটা যে কী কিছুই আন্দাজ করতে পারছি না। হেনরি, তুমি বল তো ; এসব বিষয়ে তুমি তো ওস্তাদ।'

হেনরি এর মধ্যেই আন্দাজ করার চেষ্টা করেছে। রুদ্ধ নিশ্বাসে বললে, 'একটা কল মা, সেলাই-কল !' মিঃ ফোর্ড তখন ব্যাপারটা ভেঙে বললেন, হাতে করে না ঘুরিয়ে পায়ের চাপে চাকা ঘোরাবার নতুন ধরনের বন্দোবস্ত রয়েছে এই কলে। এখন থেকে বাড়ির সবাইকার জামা কাপড় সেলাই করতে ফোর্ডগিন্নির আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় লাগবে না।

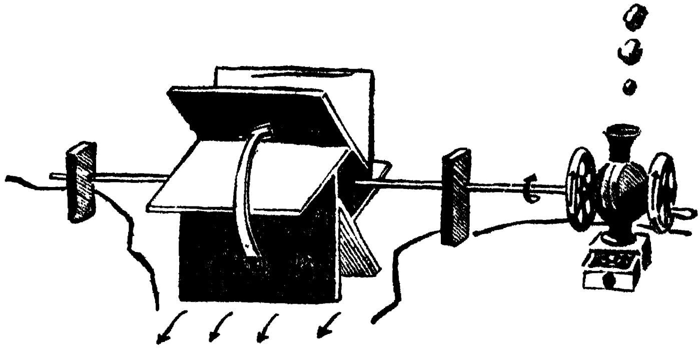
হতাশার সুরে ফোর্ডগিন্নি বললেন, 'কিন্তু চালাতে হলে যে ওস্তাদ লোক চাই !'

মিঃ ফোর্ড মাথা চুলকে বললেন, 'সত্যি বলছি, এব্‌ রীকার যখন চালিয়ে দেখালো, তখন এত সহজ মনে হল ! হাতে সেলাই করতে যা বেশ ক-ঘণ্টা লাগে, এ কলে সেটা খুব কম সময়েই হয়ে যায়। কিন্তু যা-চ্চলে ! কী করে যে করেছিল, তা মনেই পড়ছে না !'

হেনরি আগ্রহভরে বলে উঠল, 'আমাকে শুধু একবার দেখতে দাও।' ছুঁচ আর সুতো লাগাবার ববিনটা কোথায় আছে সে

দেখে নিলে। সাদা সুতোর একটা কাটিম নিয়ে ববিনের মধ্যে বসিয়ে দিলে, তারপর কলের গায়ে লাগানো ঝকঝকে কয়েকটা গোল গোল মুণ্ডি, আর ফাঁসের মধ্য দিয়ে সুতো জড়িয়ে নিলে। এক টুকরো কাপড়ও জোগাড় করলে। ডানদিকের চাকতিটা একবার ঘোরালে। লোহার পা-দানির ওপর পা দুটো নড়ে উঠল। চাকার ওপাশে ছুঁচটা লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠানামা করতে শুরু করল।

ফোর্ডগিন্নি অবাক হয়ে বললেন, 'সেলাই পড়ছে! আশ্চর্য কাণ্ড!'



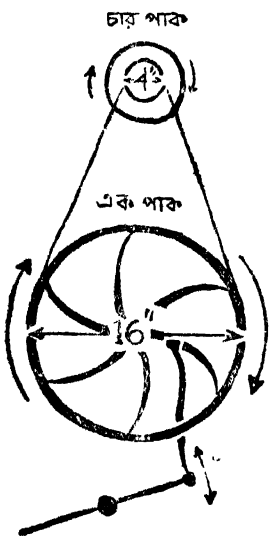
বিস্ময়ে বড় বড় চোখ করে মার্গারেট জেন আর জন প্রতিধ্বনি করে উঠল, 'সেলাই পড়ছে!'

মিঃ ফোর্ড বিজয়গর্বে বলে উঠলেন, 'বলিনি, দেখে তাক লেগে যাবে!'

হেনরির সেলাইয়ের ফোঁড়গুলো এঁকেবেঁকে পড়ছিল। এবার ফোর্ডগিন্নি হাত লাগালেন। তাঁর সেলাইগুলোও ঠিকমত না হওয়ায় সাফাই গেয়ে বললেন, 'একটু অভ্যাসের দরকার। এখনও ভয়টা ঠিক কাটেনি। এখন হাতে সেলাই করার অনেক সময় বাঁচবে। মার্গারেট, এই নতুন সেলাই-কল চালাবার মত যথেষ্ট বয়েস হয়েছে তোমার। আর হেনরি এটার যত্ন করবে। কোথায় কোথায় তেল দিতে হবে, ও ঠিক বুঝে নেবে। কিন্তু আর কেউ যেন এতে হাত না দেয়।'

কাঠের চকচকে ঢাকাটা সন্তর্পণে কলের ওপর চাপা দিয়ে হুকুমের সুরে ফোর্ডগিন্নি তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন।

মেশিন ঢাকবার পর, যে বড় চাকা আর ছোট্ট চাকতিটার ওপর দিয়ে বেল্ট পরানো আছে, হেনরি সেইগুলোর কথা কেবলই ভাবতে লাগল। এমন সব কথা তার মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে লাগল, তার বয়সী আর পাঁচটা সাধারণ ছেলেপুলের যা মাথাতেই আসবে না। বড় চাকা আর ঐ ছোট্ট চাকতি, এই দুটোর আড়াআড়ি মাপটা জানতে পারলেই, বড় চাকাটার এক পাকে ছোট্ট চাকতিটা ক-বার ঘোরে, এটা সে হিসেব করে বার করতে পারবে। তারপর সাবধানে চাকতিটা পুরো একপাক ঘুরিয়ে সে বুঝতে পারবে কটা সেলাই পড়ছে, অর্থাৎ আসল কাজের কাজ হচ্ছে কতটা।



দুই

ইস্কুলে, পাশের ছেলে এডসেল রাডিম্যানকে কনুয়ের খোঁচা মেরে হেনরি ফিসফিস করে বললে, ‘ছুটির পর দলের সবাইকে জড়ো হতে বলিস। বেশ বড়-রকম আর খুব মজার একটা মতলব আছে।’ মাস্টারমশাইএর পেছন ফেরার জন্যে অপেক্ষা করলে এডসেল। তারপর কথাটা চালান করলে উইল বেনেট, জন হ্যাগার্টি, রেনি ফীল্ড আর জন রাডিম্যানের কানে।

হেনরি যখন তার মজার মতলব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, মাস্টার মশাই মিঃ ব্রাশ তখন ক্লাশে ম্যাপের ওপর কলম্বাসের আমেরিকা অভিযানের রাস্তা দেখাচ্ছিলেন। হঠাৎ থামলেন তিনি: 'হেনরি, কী সব সময় ঝুন-ঝুন কর! তোমাকে কি রোজ একবার করে বলতে হবে, যে তোমার পকেটের আবোল-তাবোল জিনিস-পত্তর সব হয় আমার ডেস্কের ওপর জমা রাখবে, আর না হয় বাড়িতে রেখে আসবে! আর আমার ধৈর্য থাকছে না।'

হেনরি মিঃ ব্রাশের ডেস্কের কাছে উঠে গিয়ে ছোট ছুরিটা বাদে বাকি সব বার করে দিলে পকেট থেকে। হুড়হুড় করে বেরোল বল্টু, নাট, পেরেক, ওয়াশার, আরো কত সব নানা অদ্ভুত ধরনের কল কব্জার টুকরো—হেনরির যত ধনরত্ন। হেনরি তার জায়গায় ফিরে গিয়ে ম্যাপের ওপর দৃষ্টি রাখবার চেষ্টা করলে। কিন্তু বারে বারেই চোখদুটো সরে গিয়ে পড়তে লাগল ঘড়ির কাঁটার দিকে; আর সে ছুরি দিয়ে ডেস্কের ওপর তার নাম খোদাই করতে লাগল।

ছুটির পর ছেলেরা জড়ো হল রাস্তার ধারে বুড়ো ওক গাছটার নিচে।

রেনি জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার গোপন রহস্যটা কী হেনরি?'

'ব্যাপারটা রউলো ক্রীকে।'

উইল বেনেট বললে, 'বাজি ফেলে বলতে পারি, হয় মরা ব্যাঙ, না-হয় ঐ রকম একটা কিছু।'

জন রাডিম্যান বললে,'রেখে দে, তার চেয়ে আয়-রে আমরা খেলি।'

এডসেল বললে, 'কিন্তু জান তো, হেনরির মাথায় এমন সব মতলব আসে, যা আমরা আর কেউ কখনও ভাবতেই পারি না,—যেমন ধর, এমন সব জিনিস বানানো, যা নড়ে চড়ে। যদি মজা থেকে বাদ না পড়তে চাও, তো আমাদের সঙ্গে থাকাই কিন্তু ভাল।'

রুজ নদীতে এসে পড়েছে যে ছোট্ট খাল, দল বেঁধে সবাই তারা সেইদিকে এগোল।

হেনরি ছেলেদের বললে একটা শক্তগোছের বাঁধ তৈরি করতে। বললে, 'এটা হবে একেবারে সত্যিকারের বাঁধ, যা থেকে একটা কল চালাবার মত শক্তি পাওয়া যাবে।'

হেনরি ঝোপের ভেতর থেকে টেনে বার করলে একটা র‍্যাক-এর হাতল, একটা বাতিল-করা কফি গুঁড়োবার যন্ত্র আর তার নিজের হাতে তৈরি একটা কাঠের চাকা। উৎসুক হয়ে ছেলেরা দেখতে লাগল।

হেনরি বললে, 'এই কফি পেষাইএর যন্ত্রটা দেখছ, এটাই হবে আমাদের জাঁতাকল। ঐ বাঁধ থেকে জলের যে তোড় হবে তারই জোরে ঘুরবে।'

অবাক হয়ে এডসেল বললে, 'আমরা হাতল না ঘোরালেও কলটা চলবে বলতে চাও?'

নিজের পরিকল্পনায় হেনরির অগাধ আস্থা। সে বললে, 'আলবৎ! আমি সব ছকে রেখেছি। এডসেল, তুমি, রেনি আর উইল যত পার বড়-বড় পাথর জোগাড় কর, আর বাকি দুজন বালি আর মাটি তৈরি রাখ।' ছেলেরা কাদা আর বালির তাগাড় করে মাটির চাংড়া দিয়ে জল আটকাবার মত পাথরের বাঁধ তৈরি করতে লাগল, আর হেনরি সেই অবসরে চাকা, রেকএর হাতল আর কফি গুঁড়োবার যন্ত্র সব একসঙ্গে জোড়া লাগিয়ে খাড়া করে তুললে।

দেখতে দেখতে জল বাড়তে লাগল, আর ছেলেরা একাগ্র হয়ে লক্ষ্য করতে লাগল যন্ত্র গড়ার কায়দা-কানুন। বাঁধের ওপর কাঠের চাকা; রেকএর হাতলটা ডাঁটির মত, তাই থেকে বরাবর চলে এসেছে কফি গুঁড়োবার কল পর্যন্ত। জাঁতাকলটা চলতে হলে আগে চাকাটা ঘোরা দরকার। কিন্তু চাকাটা নড়ে না। ছেলেরা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে এ-ওর দিকে তাকায়, কী যে করতে হবে হেনরি নিজেই বোধহয় ঠিক জানে না। হেনরির মুখে কথা নেই। ছক-মত পর-পর যা যা সে করছে, প্রত্যেকটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখলে। কেন যে চাকাটা ঘুরছে না, ভেবেই পেল না।

হঠাৎ যেন মন্ত্রবলে চাকাটা একটু নড়ে উঠল। দু-জোড়া চোখ যেন আঠার মত আটকে রইল চাকাটার দিকে। চারিদিক নিস্তব্ধ, শুধু জলের কল-কল আওয়াজ। চাকাটা আর-একটু নড়ল, ধীরে, থমকে-থমকে; তারপর পুরো একপাক ঘুরে গেল। ক্রমশ তাড়াতাড়ি ঘুরতে লাগল আর শেষ পর্যন্ত সত্যিসত্যিই সড়-সড় করে পাক খেতে আরম্ভ করল।

কফি গুঁড়োবার কলে হেনরি শক্ত মাটির চাঙড়া ভরতে লাগল। হুড়-হুড় করে আলগা মিহি ধুলো বেরোতে লাগল। ছেলেরা পালা করে জাঁতাকলে মাটি ঢাললে। জন রাডিম্যান পর্যন্ত তখন মানলে, যে খেলার চেয়ে এটা অনেক বেশি মজার।

ততক্ষণে হেনরি জাঁতাকলটাকে আরও নিখুঁত আর বড় করে গড়ার কথা ভাবছে। সে বললে, 'জানিস, আমার মনে হচ্ছে, যে-কোনও জিনিস পেষাই করার মত আরও বড় মাপের জাঁতাকল আর চাকা লাগাতে পারলে, সত্যিই একটা কাজের জিনিস হয়।'

উইল সাগ্রহে জিগেস করলে, 'কতদিন লাগবে তৈরি করতে?'

'আজ রাত থেকেই কাজে হাত লাগাতে পারি। তবে, এখন বাবা কী কাজ চাপান তার ওপর সব নির্ভর করছে।'

নতুন পেষাই-কলের পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে ছেলেরা খাল থেকে ফিরে এল।

সবই ভাল হত, যদি পাড়ার তিরিক্ষি মেজাজের এক ভদ্রলোক, জন মিলার, পরদিন সকালে রেগে চতুর্ভুজ হয়ে ইস্কুলে নালিশ জানাতে না আসতেন। মিঃ ব্রাশের ডেস্কে ঘুসি মেরে বাজের মত ফেটে পড়লেন তিনি, 'আপনার ছাত্ররা সব কাল রউলোর খালে বাঁধ দিয়েছে, জল উঠে আমার মাটির নিচের গুদামঘর ভেসে গেছে, সেখানে আমার আলু থাকে।'

পালের গোদাটি যে কে, মিঃ ব্রাশের তা বেশ জানা ছিল: 'হেনরি, এটা কী হল?'

হেনরির সত্যি কথা বা সাফল্য কোন কিছুতেই মিঃ মিলারের মন পাওয়া গেল না। তাঁকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে ওজস্বিনী ভাষায় মিঃ ব্রাশ সাধারণের অধিকার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন, আর ছেলেদের বললেন এক্ষুনি বাঁধটা ভেঙে ফেলতে।

হেনরি অনুনয় করে বললে, 'কিন্তু মিঃ ব্রাশ, চাকাটায় সত্যিই কাজ হয়েছে, আর আমরা দেখছিলুম যে আরও বড় জাঁতাকল চালাবার জন্যে ওখানে যথেষ্ট জল হয় কি না। গতরে খেটে যেসব কাজ করতে হয়, জলের জোরে তার অনেক সাশ্রয় হতে পারে। নালা কেটে দিলে জল উপছে পড়বে না।'

হেনরির দিকে আঙুল নেড়ে রেগে চেঁচিয়ে মিঃ মিলার বললেন, 'এ ছেলেটির কপালে অনেক দুঃখু আছে! মাথা ভরা কেবল বদবুদ্ধি!'

ইস্কুলের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মিঃ মিলারের বেশ খাতির ছিল, তাকে খুশি করা আর হেনরির প্রতি সহানুভূতি দেখানো একসঙ্গে হয় না; কাজেই মনভরা অস্বস্তি নিয়ে মিঃ ব্রাশ বললেন, 'বাঁধ দেওয়া আর চলবে না।'

হতাশায় হেনরির চোয়াল ঝুলে পড়ল। তাচ্ছিল্যভরে নিজের মনে বললে, 'যখন বড় হব, তখন কোন্ মিলার আমাকে চালায় দেখব!' তার পরিকল্পনা ভেস্তে গেল।

মিঃ মিলারের মাটির গুদামঘরের জন্যে তার দুঃখ হয়েছিল বটে, কিন্তু আবার এও মনে হয়েছিল, জলটাকে বাগে আনবার যাতে চেষ্টা করতে পারে, তেমন একটা সুযোগ তাকে দেওয়া উচিত। মিঃ ব্রাশের কাছে থেকেও সে এটা আশা করেনি। তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে জলস্রোতের বেগ আছে আর সেই গতিবেগকে কাজে লাগিয়ে কি করে জিনিস চালানো যায়; এবং সে সব আমাদের জানা দরকার।

তিন

হেনরির বাবা ছিলেন স্বভাবগত জন্ম-কৃষক। কলকব্জার দিকে বিশেষ মন না থাকলেও চাষবাসের যন্ত্রপাতিতে মানুষের সময়, খাটুনি আর টাকা বাঁচে, এটা তিনি জানতেন। তাঁর এলাকায় তিনিই প্রথম শস্য কাটা আর ফসল তোলার যন্ত্র ব্যবহার করেন। এই নতুন যন্ত্রগুলো সম্বন্ধে হেনরি ভীষণ উৎসাহিত হয়ে উঠল, আর চট করে তাদের নাড়ি-নক্ষত্র জেনে ফেললে। শুধু তার বাবার যন্ত্রগুলো সম্বন্ধে হেনরি ভীষণ উৎসাহিত হয়ে উঠল, আর চট করে তাদের নাড়ি-নক্ষত্র জেনে ফেললে। শুধু তার বাবার যন্ত্রগুলোই নয়, ওদের অঞ্চলে আরও যত যন্ত্র পেল সবগুলোই খুঁটে জেনে নিলে।

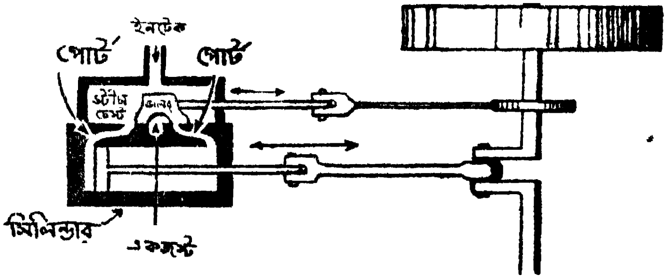
সেই টি-পটের ব্যাপারের পর দু-বছর কেটে গেছে, বাষ্পকে কী করে কাজে লাগানো যায়, আর কী করেই বা তাকে বাগ মানানো যায়, সে সব বিষয়ে আরও অনেক কিছু হেনরির জানবার ইচ্ছা। ওদের খামারের খানিক দূরেই একটা বাতিল-করা করাত-কল ছিল, যতবার তার পাশ দিয়ে যেত, ততবারই মনে তার কৌতূহল জেগে উঠত। বাষ্পকে আয়ত্তে এনে করাত-কল দিয়ে কী করে মানুষের মত কাজ করিয়ে নেওয়া যায়, তাই দেখবার জন্যে একদিন বিকেলে হেনরি কয়েকটা যন্ত্রপাতি বগলে নিয়ে পুরোনো কারখানার দিকে বেরিয়ে পড়ল।

কাঠের গুঁড়োর মধ্যে কলটা মাটিতে পড়ে আছে। ইঞ্জিনের সিলিণ্ডার থেকে মাথাটা কেউ খুলে নিয়ে গেছে, সেইভাবেই পড়ে রয়েছে। জামার আস্তিন গুটিয়ে হেনরি সিলিণ্ডারের বাষ্প যাতায়াতের পথটা খুঁজে বার করে, স্লাইড ভাল্‌ভ্‌টা নড়াচড়ায় কী করে বাষ্প নিয়ন্ত্রিত হয়, সেইটা জানবার জন্যে ইঞ্জিনের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলে। ভেতরে একটা ফাঁক বা লেভারের জন্যে হাতড়াচ্ছে, এমন সময় কাঠের গুঁড়ো গেল ধ্বসে আর ভারি সিলিণ্ডারটা গড়িয়ে

তার গায়ের ওপর এসে পড়ল, যেন ফাঁদে পড়ল সে। সিলিণ্ডারটাকে উল্টে ফেলতে না পারলে হাতটাকে ছাড়াবার উপায় নেই, অথচ কারো সাহায্য ছাড়া সিলিণ্ডারটা নড়ানোও তার ক্ষমতার বাইরে। চুপ করে পড়ে থেকে মতলব ভাঁজতে লাগল, কী উপায়ে ছাড়া পাওয়া যায়।

সিলিণ্ডারটা তোলা যায় না, কিন্তু চালের মুখে গড়িয়ে দেওয়া যায়। সে বাঁ হাতটা বাড়িয়ে সিলেণ্ডারটার উল্টো দিকে কাঠের গুঁড়োগুলো খুবলে খুবলে সরাতে লাগল। তাতে জায়গা খোদল হয়ে সিলিণ্ডারটা গড়িয়ে পড়ল, হাতটাও ছাড়া পেল। খুব সন্তর্পণে হাতটাকে ভাল করে দেখলে। ভাগ্য ভাল, ভাঙে নি, এমনকি মচকায় নি পর্যন্ত।

সঙ্গে সঙ্গে আবার শুরু হল তার অনুসন্ধানের পালা। স্টীমচেস্ট-এর মধ্যে ভাল্‌ভ্‌টার সন্ধান পাওয়া গেল, আর দেখা গেল, ভাল্‌ভ্‌ গীয়ার-এর জোরে ওটা নড়া-চড়া করে। একটা ফাঁকের মুখে এই



ভাল্‌ভ্‌টা নড়া-চড়া করার ফলে বাষ্প যাবার পথটা একবার বন্ধ হয় আর খোলে, আর তাইতে একবার করে পিস্টনের কাছে বাষ্প আসে আর আবার ছাড়া পায়। যন্ত্রের এই নড়া-চড়া করা কলটা থেকে হেনরির মাথায় একটা বুদ্ধি এল।

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে কারখানা-ঘরে গিয়ে ঢুকল সে, সেখানে তার সব যন্ত্রপতি জমা করে রেখেছিল। ডিয়ারবর্ন-এর কামারশালায় যেমন ছিল, তেমনি ছাঁদের একটা আগুনের ভাঁটি আর হাপর, একটা

নেহাই,—যার ওপর গরম ধাতু পেটাই করে খুশিমত গড়ে নিতে পারে, একটা সাঁড়াশি আর ধনুকের মত কাঠিতে বাঁধা দড়ির পাকে ঘোরে, এমন একটা লেদ। টুকরো বাতিল জিনিস জমিয়েছিল এক-গাদা। ধাতুর ছাঁট, চাষের যন্ত্রের ভাঙা টুকরো, নাট-বল্টু, আর টুকরো কাঠ। এই চালাঘরে হেনরি ভাঙা যন্ত্রপাতি আর চাষের কল-কব্জা সারাতো। কাজের জিনিস কিছু তৈরি করা, বা কোন কিছু সারিয়ে সুরিয়ে আবার সেটাকে চালু করে তোলাতেই ছিল তার সবচেয়ে আনন্দ।

গাড়ি থেকে না নেমে কী করে খামারের উঠোনের দরজাটা খোলা বা বন্ধ করা যেতে পারে, এমনি একটা কল বানাবার জন্যে সেদিন সকালবেলা সে কাজ করছিল। একটা কপিকল এক জায়গায় আটকে রেখে পরীক্ষা করে দেখেছে, কাজ হয়নি। স্লাইড ভাল্‌ভ্‌-এর ব্যাপার থেকে হেনরির মাথায় এল, সম্ভবত এ কাজে এমন একটা কপিকলের দরকার যেটা আটকে না থেকে নড়াচড়া করতে পারে। আটকানো কপিকলে টানের গতিমুখ বদল করা যায়, কিন্তু আলগা কপিকলে টানের জোর বাড়ানো যেতে পারে; আর এই রকম আলগা কপিকল যত লাগানো যাবে তত সহজে ভারি জিনিস নড়ানো যাবে।

কারখানা থেকে কতকগুলো তক্তা এনে দরজার সঙ্গে খাড়াইভাবে লাগালে। গোটাকতক পাটা ঐ খাড়াই কাঠের ওপর আড়ভাবে এমন করে আটকে দিলে, যাতে ওগুলো গেট-এর দুদিকে খানিকটা করে বেরিয়ে থাকে, ঠিক গাড়ির বসবার জায়গার সমান সমান। গেটের ছিটকিনিটা দড়ি আর কপিকল দিয়ে উঁচুতে আড়াআড়িভাবে কাঠের পাটার সঙ্গে জোড়া হল। শোয়ানো পাটা থেকে যে দড়ির মুখ ঝুলছে, সেটা ধরে শুধু টানলেই হল, গেট আপনি খুলে যাবে।

হেনরি যখন এই নতুন আবিষ্কারটি পরীক্ষা করে দেখছে,

গাড়িতে জোতা একপাল ঘোড়া নিয়ে তার বাবা এসে হাজির। তিনি হাঁকলেন, 'দরজাটা খুলে দাও হেনরি।'

হেনরি বললে, 'দরজা অবধি গাড়ি নিয়ে যাও বাবা, দড়িটা ধরে টান দাও, দেখ কী হয়।'

অধৈর্য হয়ে মিঃ ফোর্ড বললেন, 'এ আবার কী পাগলামি হচ্ছে ?' বলতে বলতে কৌতূহলের বশে দড়িতে টান লাগালেন। আশ্চর্য, দরজা খুলে গেল। মিঃ ফোর্ড মুচকি হেসে বললেন, 'যাক শেষ পর্যন্ত একটা অন্তত কাজের জিনিস তৈরি করলে মনে হচ্ছে।'

'গেট পার হয়ে যাও বাবা। তারপর ওদিকের দড়িটা ধরে টানো, গেট বন্ধ হয়ে যাবে।'

হতবুদ্ধির মত মাথা নেড়ে মিঃ ফোর্ড বললেন, 'এসব ব্যাপারে তোমার যদি এতই মাথা, আমি তো বাপু আপ্রাণ চেষ্টাতেও বুঝতে পারি না—ইস্কুলের বইয়ে তোমার আরও একটু মন যায় না কেন। যাই হোক, যদি শহরে যাবে তো গাড়িতে উঠে পড়।'

চট্ করে হেনরি গাড়িতে উঠে বসে। শহরে মানেই কামারশালায় যাওয়া। কামারশালার কথা ভাবতেই যেন গরম ধাতুর গন্ধ এসে লাগে তার নাকে। চামড়ার অ্যাপ্রন-পরা কামার হেনরিকে বিরাট হাপর চালাতে দেবে,—চালালেই হাওয়া লেগে ভাঁটির আগুন সাদা হয়ে উঠবে। লাল করে তাতানো ধাতুর টুকরো আগুনে ধরে থাকা, তারপর নেহাইয়ের ওপর রেখে সেটাকে পিটিয়ে নতুন আকারে গড়তে কী মজা!

হঠাৎ মোড় বেঁকতেই একটা প্রকাণ্ড কালো লোহার গাড়ির একেবারে সামনাসামনি পড়ল তারা। গাড়িটা নিজের থেকেই চলছে। চোঙ থেকে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী বেরোচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন একটা লোহার দানব হাঁস-ফাঁস করতে করতে চাকায় ভর দিয়ে ঘড়-ঘড় করে চলেছে। পেছনের চাকাদুটো অনেকটা সাইকেলের মত, শেকলের টানে ঘোরে।

'বাবা, দাঁড়াও!' গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে উঠে হেনরি চেঁচিয়ে ওঠে, 'এই তো স্টীম ইঞ্জিন! টানবার জন্যে ঘোড়ার দরকার করে না, এমনি একটা স্টীম-ইঞ্জিন দেখবার আমার বরাবরের শখ!' হেনরি গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে রাস্তা দিয়ে ছুটে চলল।

ইঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়ে হেনরি চিৎকার করে উঠল—'ও মশাই, শুনুন, আপনার ঐ যন্ত্রটা একটু দেখব!'

লোকটি থামল।

হেনরি সাগ্রহে এক নিশ্বাসে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে, 'কিসে চলে এটা? কিভাবে কাজ হয়? কী কাজ হয় এতে?'

গাড়ি চালাচ্ছিল যে, সে হেসে বললে, 'দাঁড়াও হে ছোকরা, একটা-একটা প্রশ্ন কর।' বিরাট যন্ত্রটার চারপাশে ঘুরে ঘুরে নিবিষ্ট মনে খুঁটিনাটি সব দেখছিল হেনরি, বললে, 'এটা নিয়ে কী করবেন?'

লোকটি উত্তরে বললে, 'আমরা এটা ডিয়ারবর্ন-এ এনেছি—মাড়াই-কল, করাত-কল এইরকম সব যন্ত্রপাতি চালাবার জন্যে।' তারপর বয়লারের পেছনে পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে কেমন করে সে কয়লা তোলে, গাড়ির স্টিয়ারিং ঘোরায়, আর এদিকে আপনা-আপনি কেমন করে যন্ত্রটা নড়-বড় করে চলতে থাকে, সেইসব হেনরিকে দেখালে। যে-শেকলের টানে ইঞ্জিন ঘোরে, সেটা খুলে নিয়ে তার জায়গায় একটা বেল্ট লাগিয়ে অন্য কোনও যন্ত্র কিভাবে চালানো যায়, সে-সবও সে হেনরিকে বুঝিয়ে দিলে। হেনরিকে দেখালো, কিভাবে শেকলটাকে সরিয়ে দিলে গাড়ি থেমে যায়, অথচ ইঞ্জিনটা চলতেই থাকে।

ওদিকে বাবা হাঁক পাড়েন, 'হেনরি, চলে এস, যেতে হবে।'

হেনরি বলে, 'দোহাই বাবা, আর এক মিনিট। কী করে বাষ্প তৈরি হয় এখনও আমার দেখা হয়নি!'

'এমন তো কখনও শুনিনি! তোমার মত ছোট্ট ছেলে বাষ্প

কেমন করে তৈরি হয় তা নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে, ভাবতেই পারি নি। বাব্বাঃ, সেয়ানা ছেলে বটে। বেশির ভাগ ছেলেই শুধু ঘুরন্ত চাকা দেখেই খুশি। আচ্ছা, দেখ। এতে দুটো ভাগ আছে, আসল ইঞ্জিন আর বয়লার। এখন, এই যে ইঞ্জিন, এর মধ্যে একটা সিলিণ্ডার রয়েছে। বয়লারের বাষ্পের জোরে ওর মধ্যে একটা পিস্টন ওঠা-নামা করে। সিলিণ্ডারের মধ্যে বাষ্প আসে, এই যে এই স্টীম পাইপ দিয়ে। এটা হচ্ছে একটা 'ভাল্‌ভ্'—'থ্রটল ভাল্‌ভ্'। সিলিণ্ডারে কতটা বাষ্প যাবে, এইটাকে ঘুরিয়ে আমি তার পরিমাণ ঠিক করি।'

হেনরি পিড়াপিড়ি করে, 'পোর্ট আর স্লাইড-ভাল্‌ভ্ কী করে কাজ করে, দেখব।'

'লাও ঠ্যালা—বয়সের অনুপাতে তুমি একটু বেশি তোখড় দেখছি! এই যে, এইখানে দেখ, ঠিক সিলিণ্ডারের শেষ মাথায়।'

হেনরি জিজ্ঞাসা করে, 'ইঞ্জিনটা কত জোরে চলতে পারে?'

'মিনিটে প্রায় ২০০ পাক। ওই থ্রটল ভাল্‌ভ্ দিয়ে আমি ওটা কমাই, বাড়াই। মৌচাকে যত মৌমাছি, তোমার মগজে যদি তার চেয়ে বেশি প্রশ্ন না থাকে তো কী বলেছি! একদিন তোমার এইরকম ইঞ্জিন চালাবার ইচ্ছে আছে, এ আমি ঠিক জানি; তাই না?'

হেনরি কিন্তু জবাব দেবার সময় পেল না; তার বাবা ততক্ষণে গাড়ি চালিয়ে দিয়েছেন, দৌড়ে গিয়ে তাঁর নাগাল ধরতে হল।

হেনরি গাড়িতে চড়বার পর বিরক্ত হয়ে বাবা বললেন, 'তোমার সময়-জ্ঞান একদম নেই হেনরি! দেখ তো সূর্য কোথায় ঢলে পড়েছে!'

'কামারশালায় যাবার কি সময় পাব না বাবা?'

'আজ নয়, খাবার দেরি হয়ে যাবে।'

সেদিন রাত্রে হেনরি রাস্তার সেই ইঞ্জিনের একটা মডেল তৈরি করবার চেষ্টা করলে। কিন্তু বেশ ভাল চলে, এমন ইঞ্জিন তৈরি করতে আরও অনেক বছর লেগেছিল। তার জানা ছিল, জল যখন বাষ্পে

রূপান্তরিত হয় তখন জায়গা নেয় বেশি, তাই জন্যেই তার শক্তি। খামারের হাওয়া-কল বা উইণ্ডমিল সারিয়ে আর লক্ষ্য করে দেখে জানতে পারলে, বায়ু-প্রবাহেরও শক্তি আছে। হেনরি বিচার করে দেখলে, এইসব প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে অনেক কিছু করা যায়, যা মানুষের দৈহিক শক্তিতে সম্ভব নয়।

চার

রবিবারের এক সকালে বাড়ির সবাই একসঙ্গে বসে সকালের জলখাবার খাচ্ছিল। খোলা উনুনে রান্নার ব্যবস্থা পালটে গেছে, তার বদলে এসেছে স্টোভ আর বদ্ধ চুল্লি। তাতে চটপট রান্নাবান্না সারা হয়। মার্গারেট এখন কিশোরী, বয়স তের, লম্বা হয়েছে। বাবা, হেনরি, জন, জেন আর দু-জন মাইনে-করা কাজের লোক খেতে বসেছিল, মার্গারেট তাদের কেক পরিবেশন করলে। উঁচু চেয়ারে বসে উইলিয়ম চামচ করে মুখময় খাবার মাখাচ্ছে। নতুন বাচ্চা রবার্ট দোলনায় শুয়ে।

হেনরির মন খারাপ, আজ তাকে ফিটফাট হয়ে গির্জায় যেতে হবে।

কাজকর্ম সারা হলে হেনরি পায়ে চাপালে মোজা আর শক্ত জুতো, ঘাড়ে চাপালে শক্ত সাদা কলার। পায়ের আঙুল নাড়াতে পারে না। মেহগনি কাঠে বাঁধানো আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে ফোর্ডগিন্নি একবার দেখে নিলেন, যে তাঁর কালো চুলগুলো টুপির তলায় বেশ পরিপাটি আর তাঁর নীল পোশাকের ওপর সাদা কলারটা নিদাগ আছে কি না। তাড়াতাড়ি হাঁক পাড়লেন, 'সবাই তৈরি?'

ওপরে-ঝালর-দেওয়া নতুন গাড়ির সামনের দিকে চড়লেন মিঃ

ফোর্ড আর ফোর্ডগিন্নি; হেনরি, জন, জেন আর মার্গারেট বসলে পেছন দিকে। যতক্ষণ ওরা উপাসনার জন্যে গির্জায় থাকবে, মাইনে-করা লোক 'ডক' উইলিয়ম আর বাচ্চাকে দেখবে।

আপত্তির সুরে হেনরি হঠাৎ সাফ জিজ্ঞাসা করে বসল, 'প্রত্যেক রবিবার আমাদের গির্জেয় যেতেই হয় কেন?'

তীক্ষ্নস্বরে ফোর্ডগিন্নি বললেন, 'তোমার লজ্জা করে না হেনরি? পাদরি যখন চেঁচিয়ে উপদেশ দেন, সে-সব শুনলে আত্মার কল্যাণ হয়।'

গির্জায় পৌঁছে হেনরি যখন খুঁটির সঙ্গে ঘোড়া বাঁধছে, বেনেটরা এসে হাজির।

উইল বেনেট ডেকে বললে, 'হেনরি, হেনরি, একটা জিনিস আছে, তোকে দেখাবো!' যাঁরা সকালের উপাসনায় যোগ দিতে এসেছেন তাঁরা বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শিষ্টালাপ করছেন, হেনরি আর উইলি একপাশে সরে গেল।

একটা ঝকঝকে ঘড়ি বাড়িয়ে ধরে উইলি বললে, 'আমার ঘড়ি, দাদু দিয়েছেন!' তখনকার ঘড়ি বলতে আজকালকার মত ছোট্ট ফিনফিনে জিনিস নয়, বড়, প্রায় দেয়াল-ঘড়ির মত ব্যাপার, চাবি লাগিয়ে দম দিতে হত।

ঘড়িটাব দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে হেনরি সবিস্ময়ে বললে 'আরে বাপ্! আমায় একবার হাতে করতে দে; সত্যি করে বলছি, ফিরিয়ে দেব!'

খুব সন্তর্পণে উইলি ঘড়িটা হেনরির হাতে দিলে।

ঘড়িটা কানের কাছে লাগিয়ে, দম দেবার চেষ্টা করে হেনরি টের পেলে, 'এটা চলছে না যে!'

উইলি চাল মারার ভঙ্গিতে বললে, 'যাই হোক, না-ও যদি চলে, ঘড়ি তো বটে। একদম না থাকার চেয়ে তো ভাল!'

এই হেনরির মস্ত বড় একটা সুযোগ। অনেকদিন থেকেই ঘড়ির

ভেতরটা দেখার জন্যে সে অস্থির। আগ্রহভরে হেনরি জানায়, 'জানিস উইলি, কোথায় কী গণ্ডগোল হয়েছে, ধরে ফেলে আমি হয়ত ঘড়িটাকে চালিয়ে দিতে পারি।'

উইল সাবধান হয়ে বললে, 'না না, এই বেশ আছে।'

'কিন্তু তোর ঘড়ি দেখে যদি সত্যি-সত্যি সময় বলা যায়, আমাদের সবাইয়ের কাছে তোর কত খাতির হবে ভেবে ছাখ তো!'

খাতির পাওয়ার কথাটা উইলির মনে ধরল, আর মনে পড়ল খালের জলে হেনরির চাকা ঘোরানো আর খামারের যন্ত্রপাতি সারানোর কথা।

গির্জার ভাবনা রইল তোলা, দুই ছেলে ধাঁ করে গিয়ে উঠল বেদেটদের গোলাবাড়ির কারখানাঘরে।

প্রথমেই হেনরি কলার আর আঁট জুতো খুলে ফেললে। ঘড়ির সূক্ষ্ম কাজ করবার মত তেমন কোনও মিহি যন্ত্রপাতি সেখানে ছিল না। কিন্তু ছোট্ট একটা পেরেক নিয়ে ঠিক মাপ আর গড়ন-মাফিক ঘসে হেনরি ছোট্ট একটা স্ক্রু ড্রাইভার বানিয়ে ফেললে। উইলি বসে রইল হেনরির পাশে, তার অমূল্য ঘড়ির দিক থেকে একবারও চোখ ফেরালে না।

ঘড়ির টুকরো টুকরো অংশগুলো হেনরি টেবিলের ওপর সাবধানে সাজিয়ে রাখলে। দেখে শুনে হেনরির মনে পড়ল তার মার জল নিঙড়োবার যন্ত্রের কথা। দাঁতওয়ালা দুটো চাকা খাঁজে খাঁজে লাগানো, একটা ঘুরলেই আর-একটা ঘুরে যায়। হাতল ঘোরালে যন্তরটা চলে। ঘড়িতে চাকা ঘোরাবার শক্তি আসে বড় মেন স্প্রিং থেকে, আর ঘোরার বেগটা যাতে সমান থাকে, তার জন্যে থাকে ব্যালান্স হুইল। মেন স্প্রিং-এর ঠেলায় ব্যালান্স-হুইলটা চলতে থাকে, থামতে পারে না। হেনরির কাছে এ একটা চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার।

ইতিমধ্যে ফোর্ডগিন্নির খেয়াল হয়েছে, হেনরি নেই। আর

উপাসনা শেষ হবার পরেও যখন হেনরির দেখা পাওয়া গেল না, তখন মনে হল, ভাবনার কারণ আছে।

বেনেট আর ফোর্ড পরিবারের সকলে ছেলেদের সব জায়গায় খুঁজে বেড়ালেন। যখন তাদের কারখানার সেই চালাঘরে খুঁজে পাওয়া গেল, মিঃ ফোর্ডের তখন দুশ্চিন্তার বদলে হল রাগ। কিন্তু কোনও শাস্তিতেই এই অভিজ্ঞতার পুলক হেনরির মন থেকে মুছে যাবার নয়।

সবাইকে দেখিয়ে ঘড়িটা তুলে ধরে উজ্জ্বল মুখে হেনরি বললে, 'ঘড়িটা চলছে, আমি ঠিক করেছি! শুধু একটু সাফাই-এর দরকার ছিল। খোলাও যেমন সোজা, লাগানোও তেমনি সহজ লাগল।' হেনরির কথার মধ্যে বিজয়-গর্ব।

হেনরিদের সারা এলাকায় দেখতে দেখতে রটে গেল যে, পনের বছরের ছোকরা হেনরি ঘড়ির সময় ঠিক করতে আর মেরামতিতে একটি ওস্তাদ। সূক্ষ্ম আর মিহি কাজে তার হাতও যেমন খোলে, সে আনন্দও পায় তেমনি।

প্রথমে তার যন্ত্র হল,—একটা পেরেক, নিজের তৈরি একটা সন্না আর একজোড়া বোনার কাঁটা। কিছুদিনের মধ্যেই নিজের ঘরে একটা লেদ বসিয়ে নিয়ে সেইখানে ঘড়ি মেরামতির কাজ করতে লাগল। পা দুটোকে একটু তাতিয়ে নেবার জন্যে মেঝেতে একটা কেরোসিনের লণ্ঠন রেখে ঘাড় গুঁজে হেনরি কাজ করে। ব্যালান্স-হুইলে খোঁচাখুঁচি করে, আর ঘড়িতে প্রাণ ফিরে আসে, গতি ফিরে আসে। ঘড়ি মেরামত করা হেনরির কাছে মজার খেলা, কাজ বলে মনে হয় না। প্রত্যেকটি ঘড়ি সারাবার আগে নতুন করে রোমাঞ্চ লাগে।

ঘরের দেওয়ালে কাঠের বোর্ডের গায়ে ঘড়ি ঝোলানো থাকে, একের পর এক মেরামত হয়। যারা ঘড়ি সারাতে দেয়, হেনরির কাজে তাদের খুব উৎসাহ, কারণ হেনরি কাজের দাম নেয় না।

হেনরিরর মন যে গভীর আগ্রহে ঘড়ির ব্যাপারে আকৃষ্ট হয়ে রইল, সেটা ভালই হল ওর পক্ষে, কারণ ফোর্ড পরিবারের তখন দুঃসময় চলেছে। ফোর্ডগিন্নি মারা গেলেন। হেনরি আর তাঁর মধ্যে ভারি একটা মনের মিল ছিল, তার ঐ সব সারাই-ঝালাই-এর কাজে মার সেই সহানুভূতির অভাবটি তার বড় বাজল। মা নেই, বাড়ি যেন স্প্রিং-ছাড়া ঘড়ি।

মিসেস ফ্ল্যাহার্টি বলে ওদের এক আত্মীয়া ওদের সঙ্গে থেকে বাচ্চাদের দেখাশুনো করতে এলেন। মার্গারেটের যতদিন না ঘরকন্নার দায়িত্ব নেবার মত বয়স হয়, ততদিন এই ব্যবস্থাই বহাল রইল।

মায়ের অনুপস্থিতিতে বাড়ির আর সবাইয়ের সঙ্গে জোট বেঁধে বসতে হেনরির ভাল লাগত না, তাই রাত্রে নিজের ঘরটিতে গিয়ে ঢুকতে পারলে যেন বাঁচত সে। মা অর্গ্যান বাজাতেন, বাড়ির সবাই তাঁর চারধারে জমায়েত হত, গান গাইত—সেইসব মনোরম সন্ধ্যাগুলো এখন স্বপ্নের মত মনে হয়।

স্কুলের পর, খামারের কাজ সারা হলে, থাকত ঘড়ির কাজ। অনেক সময় ঘোড়া জুতে কয়েক মাইল গিয়ে মেরামতির কাজ করতে হত।

একদিন হেনরি বেরোবার পর ঝড়বৃষ্টি শুরু হল। নদীনালায় জল বেড়ে উঠল, সন্ধ্যার দিকে একটা ছোট সাঁকো গেল ভেসে। ফেরবার সময়, সাঁকোটা যে নেই তা দেখতে না পেয়ে বাবার সবচেয়ে ভাল ঘোড়াটাকে নিয়ে হেনরি জলের মধ্যে গিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ অন্ধকারে জলের মধ্যে হাবুডুবু খেলে। ভাগ্য ভাল, সপসপে হয়ে ভিজে যাওয়া ছাড়া আর কোন ক্ষতি হল না।

গোলাবাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে মিঃ ফোর্ড হেনরির জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। সমস্ত ব্যাপার শুনে রেগে লাল হয়ে উঠলেন তিনি। ফেটে পড়ে বললেন, 'এটা হাসিঠাট্টার ব্যাপার নয়; নিজের প্রাণটি তো খুইয়েই বসেছিলে, তার ওপর আমার সেরা ঘোড়াটিকেও সঙ্গে

জুটিয়েছ! ধর যদি ওর একটা ঠ্যাঙ-ই ভাঙত, কী হত বল তো? গুলি করে মেরে ফেলতে হত।'

'কিছু তো হয় নি, লাগেও নি।'

কড়া গলায় মিঃ ফোর্ড বললেন, 'তোমার কপাল ভাল। দেখ হেনরি, তুমি যে কাজ কর, তার মজুরি পাওয়া উচিত। মাগনা কাজ আর করবে না, বারণ করে দিলুম। তোমার এখন বাড়ন্ত বয়েস, বিশ্রাম দরকার। আর একটা কথা, গোলাবাড়ির ঘোড়া আর তুমি নেবে না।'

বাবার কথার কোনও মানে খুঁজে পায় না হেনরি। খামারের কাজকর্ম যখন সে ভালই করে, তখন অবসর সময়টায় নিজের খুশি অনুযায়ী পছন্দমত কোনও কাজ কেন সে করতে পারবে না, এটা বুঝতে পারে না।

নিজের ঘরে গিয়ে সে ভাবতে বসল। যতদিন বাবা তার খেয়াল-গুলোকে বোকামি বলে মনে করবেন, ততদিন সর্বদাই মতের বিরোধ বাধবে। সে জানে, বাবার ইচ্ছার কাছে মাথা নুইয়ে তাঁর মত খেতখামারের কাজ নিয়ে সে থাকতে পারবে না। ইঞ্জিন আর কলকব্জা তার এত ভাল লাগে, মনের ভেতরটায় তোলপাড় করে ওঠে; এই অবস্থায় অসংখ্য খুচরো এটা-ওটা আর খেতখামারের কাজ করে সন্তুষ্ট থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

বুঝতে পারলে, একটাই রাস্তা তার খোলা আছে। কাল থেকে সে নিজের পথ নিজে বেছে নেবে।

পাঁচ

অন্ধকার থাকতে বিছানা ছেড়ে উঠে হেনরি কয়েকটা জামা-কাপড়ের পুঁটলি বাঁধলে। বাড়ির কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই,

সব নিস্পন্দ। হেনরি নিঃশব্দে চলাফেরা করলে। বাবার ঘরের দরজা পার হবার সময় তাঁর তালে তালে নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলে। সিঁড়ির যে-সব ধাপে কঁ্যাচ-কঁ্যাচ শব্দ হয়, সেগুলো সাবধানে এড়িয়ে নিচে এসে নামল।

ভাঁড়ার ঘর থেকে হেনরি কফি কেক-এর একটা বড় চাঙড়া হাতিয়ে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে নামল। দিগন্তে তখন সকালের প্রথম আলোর আভাস সবে উঁকি দিচ্ছে। বাড়ির কাছের বড় উইলো গাছটার চারধারে কিচকিচ করে ব্ল্যাকবার্ড-এর দল পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে,—আকাশের গায়ে যেন কালো ছিটে-ছিটে দাগ।

ঢ্যাঙা রোগা পাতলা ছেলেটা ছাড়া পাওয়ার আনন্দে যেন শিউরে উঠতে লাগল। অনেক দিন থেকেই সে টের পেয়েছে, জীবনে সব-চেয়ে যা সে চায়, তা হল ইঞ্জিনের বিষয়ে যা কিছু জানবার আছে সব শিখে নেওয়া। মনে পড়ল মা তার পিঠ চাপড়ে বলতেন, 'হেনরি, তুই কারিগর হয়েই জন্মেছিস!' খামারে থাকতে কলকব্জার বিষয়ে একটু আধটু যা শিখেছিল, তাতে জানবার আগ্রহ আরও প্রবল হয়ে উঠেছে। সে ভেবে দেখলে, খাটবার ইচ্ছে থাকলে ষোল বছরের কোনও ছেলের পক্ষে ডেট্রয়েট-এর মত কোনও বড় শহরে খাওয়া থাকার অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। আর, সে তো খাটতে খুবই রাজি। কিছু তৈরি করা, জিনিসপত্র দিয়ে এমন কিছু বানানো যা চলে, কিম্বা এমন কল তৈরি করা যা দিয়ে অন্য কিছু বানানো যায়,—মনের এই অদম্য ইচ্ছা পূর্ণ করতেই হবে। এ-সব ব্যাপারে জ্ঞান বাড়াতে হলে, শহরেই তা সম্ভব।

হেনরি তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল। লতায়, গাছে, ঝোপেঝাড়ে পাতা ঝরার আগের লালচে আর সোনালি রঙ ধরেছে, সকালের শিশিরে সব ভিজে।

ডেট্রয়েট-এর সারা রাস্তাটা হেনরির চিন্তায় মিশিয়ে রইল দুটি

জিনিস,—নতুন যন্ত্রপাতির আকর্ষণ, আর রুজ নদীর ধারে আনন্দমুখর মুহূর্তগুলির সুখ-স্মৃতি। অন্তরের অন্তস্থল থেকে হেনরি চায় তার বাবা যেন বোঝেন, বহু বছর আগে আয়র্ল্যাণ্ড থেকে এসে ছোট-বেলায় এ-দেশ তিনি যেমন দেখেছিলেন, এখন আর তেমন নেই। কলকারখানায় মালপত্র তৈরির কাজ এখন চাষবাসের মতই দরকারি হয়ে উঠেছে। দেশের পক্ষে, ভাল চাষীর মত ভাল যন্ত্রবিদ-এরও সমান প্রয়োজন। ক্রমশ বেশি বেশি লোক শহরে বাস করতে আসছে। মনে পড়ল তার মাস্টারমশাই বলেছিলেন, ১৮১০ সালে ডেট্রয়েট-এর লোকসংখ্যা ছিল ১,৬৫০। এখন, ১৮৯০ সালে ডেট্রয়েট-এ ১১০,০০০ লোক বাস করে।

ডেট্রয়েট শহরটা হেনরির বিরাট একটা কামারশালা বলে মনে হল। গাড়ি, স্টোভ, মেয়েদের ঘাগরার ফ্রেম, অর্গ্যান আর মোমবাতি তৈরির সব কারখানা। বড় রাস্তাগুলো সেডার গাছের তক্তা দিয়ে মোড়া, আর ছোট-ছোট গলিগুলো হয় ধুলো না হয় কাদায় ভর্তি,—যে-সময় যেমন। তেজি তেজি ঘোড়ায়-টানা গাড়ি, পথচারিদের যাতে বিপদ না হয় তাই রাস্তা থেকে উঁচু কাঠের তৈরি হাঁটা-পথ রয়েছে। সৌখিন ভাড়াটে ঘোড়া, ঘোড়ার গাড়ি—তাতে ঠং ঠং, জোরে জোরে ঘণ্টা দুলছে—সাইকেল আর গাড়ি-টানা ঘোড়ার পাল—এইসবে রাস্তা একেবারে ভরা। চারতলা বাড়িগুলো মনে হয় যেন আকাশ-ছোঁয়া!

একটু ছোট একটা বাড়ির গায়ে সাইনবোর্ডে লেখা: জেম্স্ ফ্লাওয়ার অ্যাণ্ড কম্পানি, জেনারেল মেশিনিস্ট। হেনরি শুনেছিল কারখানাটা ভাল জাতের; এখানে শুধু যন্ত্রপাতির কাজই হয় না, স্টীম ইঞ্জিনও তৈরি হয়। বুঝতে পারলে, যন্ত্রপাতির কাজে এইখানেই তার হাতেখড়ি হতে পারে।

মনে জোর এনে সে দরজা খুললে। কারখানায় যে তার মত কমবয়সী ছেলের দরকার নাও থাকতে পারে, বা এমন অনভিজ্ঞ

লোক তারা না চাইতেও পারে, এ কথা হেনরির একবারও মনে হল না। তার শেখবার ইচ্ছে কতখানি, আর কতটা ভাল করে সে কাজ করবে, এই তার একমাত্র চিন্তা। ভেতরে নানান রকমের শব্দ, তেল, ক্রেন, ঘুরন্ত বেল্ট, খুলে-ফেলা ইঞ্জিন,—যে-সবের মধ্যে সে একেবারে ডুবে থাকতে চায়।

ঘরের এক কোণে ডেস্কের সামনে বসে একজন কাজ করছিলেন। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর তিনি চোখ তুলে তাকাতেই হেনরি স্পষ্ট ভাষায় বললে, 'আমি এখানে কাজ করতে এসেছি।'

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী কাজ জান তুমি?'

'কলকব্জার সবকিছু শিখতে এসেছি।'

এবার প্রশ্ন হল, 'আগে কী করেছ?'

'চাষ-আবাদের কল মেরামত করেছি, যন্তরও চালাতে জানি। ঘড়ি সারিয়েছি, আর স্টীম ইঞ্জিনে কিভাবে কাজ হয় তাও শিখেছি।'

'আর এখন তুমি কাজ চাও?'

হেনরি জবাব দিলে, 'শুধু চাই নয়, কাজ করতে আমার ভাল লাগে।'

ভদ্রলোক দেখলেন, ছেলেটার অটল সাহস আর মনের জোর আছে—সবচেয়ে বড় কথা, নিজের ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস আছে। বললেন, 'কাল সকাল সাতটার সময়ে এখানে এস। তোমার মজুরি হবে সপ্তাহে আড়াই ডলার।'

কারখানা থেকে বেরিয়ে হেনরির মনে হল, পৃথিবীটা বেশ জায়গা। এক্ষুনি কাজে লাগতে ইচ্ছে করে, কালকের অনেক দেরি।

এখন কাজ হল, একটা মাথা গোঁজবার জায়গা ঠিক করা। ভাবলে, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন পাওয়া যেতে পারে। রাস্তায় যেতে যেতে শুনতে পেলে কাগজওয়ালার হাঁক,—'ফ্রি প্রেস, ফ্রি প্রেস, ফ্রি প্রেস,—প্রেসিডেন্ট হেস-এর বক্তৃতার খবর পড়ুন।'

একটা কাগজ কিনে হেনরি পড়লে, অবস্থার উন্নতির জন্যে হেস নানারকমের শাসন-সংস্কার চাইছেন।

পাতা ওলটাতে ওলটাতে চোখে পড়ল, শেষ পাতায় কয়েকটা বাসাবাড়ির ফর্দ রয়েছে। সপ্তাহে আড়াই ডলারে একটা ঘর আর খাওয়া কোথায় পাওয়া যায়, ক্লান্ত পায়ে হেনরি বাড়ি বাড়ি তার খোঁজ করে বেড়ালে। কিন্তু সব ঘরই ঘুপসি আর নোঙরা, তার মা তাকে যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে শিখিয়েছেন, তার ধারে-কাছেও নয়।

একটা কাজ করা যায়, সেটা হল, আরও কিছু বেশি দিয়ে পরিষ্কার একটা বাসা নেওয়া, আর রোজগার বাড়াবার জন্যে আরও একটা কাজ জোগাড় করা। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় তার কাছে পাঁচ ডলারও পুরো ছিল না। একটা মনোমত পরিষ্কার ঘরের জন্যে খরচ হল সাড়ে তিন ডলার। এখন তার সপ্তাহে আরও এক ডলার রোজগার করা দরকার।

মনে পড়ল ব্যবসা-পাড়ায় একটা ঘড়ি মেরামতির দোকান দেখেছে, তক্ষুনি ফিরে গেল সেখানে। সন্ধ্যা সাতটায় দোকানে এসে রাত এগারটা পর্যন্ত কাজ করতে পারলে দোকানের মালিক সপ্তাহে দু-ডলার দিতে রাজি হলেন। কারখানায় যেখানে এগারো ঘণ্টা কাজ করে আড়াই ডলার রোজগার, সেখানে চার ঘণ্টায় দু-ডলার রোজগারের যুগ্যি মজুরির প্রলোভন নিয়ে হেনরির কোনও মাথাব্যথা নেই। একটা যন্ত্রের প্রতিটি ধাপে রোমাঞ্চ; সেই সমস্ত সে জানতে চায়, বিশারদ হয়ে উঠতে চায়।

এদিকে রাত্রে খাবার সময়েও যখন হেনরির দেখা পাওয়া গেল না, মার্গারেট ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠল। মনে হল, নিশ্চয়ই কোনও সাঙ্ঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। মিঃ ফোর্ড আর খেতমজুররা ঘোড়া জুতে হেনরির খোঁজে নানান দিকে বেরিয়ে পড়ল।

জানা গেল, সেদিন সে স্কুলেও যায় নি। কে একজন তাকে ডেট্রয়েট-এর দিকে যেতে দেখেছে। তাই শুনে মিঃ ফোর্ড বললেন, 'ও ছেলে নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নিতে পারে। ভাবনার কিছু নেই। নিজের ভুল বুঝতে পারলেই সুড়-সুড় করে ফিরে আসবে।'

কিন্তু দু-দিন পরেও যখন হেনরির কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, মিঃ ফোর্ড আর থাকতে পারলেন না। ঘোড়া নিয়ে ডেট্রয়েট-এ গেলেন হেনরির খোঁজে। কারখানায় খোঁজ করাই বুদ্ধিমানের কাজ, কাজেই সন্ধান পেতে দেরি হল না। ফ্লাওয়ার কম্পানিতে যখন হেনরির খোঁজ পেলেন, সেখানকার ফোরম্যানকে জিগেস করলেন, হেনরি বাইরে এসে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারে কি না।

হেনরি বাইরে আসতে মিঃ ফোর্ড কড়া গলায় বললেন, 'হেনরি, তোমার এখন স্কুলে পড়বার সময়।'

'আমি স্কুলে ফিরে যেতে পারব না, বাবা। কী লাভ সেই পুরোনো স্কুলে গিয়ে সেই—পড়া আর লেখা আর অঙ্ক! আমি ইঞ্জিনের বিষয়ে শিখতে চাই। ওঃ, কী করে তোমায় বোঝাই, আমার মনের মধ্যে ক্ষিধে পাওয়ার মত কী একটা ভয়ঙ্কর অনুভূতি!'

'আরে দুর দুর, হেনরি, এই ইঞ্জিন-ফিঞ্জিন হল একটা বাজে খেয়াল! ক-বছর বাদেই লোকে ভুলে মেরে দেবে। কিন্তু চাষ-আবাদের ওপর সব সময়ে নির্ভর করা চলে। চাষ-আবাদ বরাবর থাকবে।'

হেনরি তর্ক করে, 'দিন পালটাচ্ছে, বাবা। কলে ক্রমশই কত বেশি বেশি জিনিস তৈরি হচ্ছে, আর কত ভালও হচ্ছে!'

'এসব বাজে কথায় খবর্দার ভুলো না, হেনরি। আজ বিশ বছর ধরে বুড়ো সাই হেনরিক্‌স্ যে ঘোড়ার সাজ তৈরি করে আসছে, তার চেয়ে ভাল কী করে কলে তৈরি হতে পারে বল তো? আর জেড মার্টিন-এর কথা ধর; তার মত একজোড়া চমৎকার জুতো তৈরি হয়, এমন কল হতেই পারে না। ওসব কল ওরা কিছুদিন চালাতে পারে,

তবে বেশিদিন নয়, কারণ ও সব বিগড়ে যাবে। কলকব্জার ওপর ভরসা রাখা যায় না।'

হেনরি ঘাড় নেড়ে হেসে জবাব দিলে, 'কলকব্জা কী করে মেরামত করতে হয়, আর আরও ভাল কলকব্জা কী করে তৈরি করা যেতে পারে, তাই শিখতে হবে।'

পকেটের মধ্যে পয়সাগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে মিঃ ফোর্ড ভাবতে লাগলেন, এই একরোখা ছেলেটাকে নিয়ে কী করা যায়। ইচ্ছে করছিল কানটি মলে দিয়ে হিড়-হিড় করে টানতে টানতে বাড়ি নিয়ে যান; কিন্তু হেনরি যা একগুঁয়ে, ওতে কোনও ফল হবে না। জোর করে বাড়ি আনলে আবার পালাবে। শেষ অবধি বললেন, 'ঠিক আছে, কলকব্জার পাগলামিটা মাথা থেকে যাক, তারপর খামারে ফিরে এসো।' হেনরির সঙ্গে করমর্দন করে তিনি বাড়ির দিকে ফিরলেন।

প্রত্যেক দিন ভোরবেলা হেনরি কারখানায় হাজিরা দেয়। লোকজন কাজ করতে আসে, যন্ত্র চালানো হয়, তা ছাড়া ওখানকার কর্মীরা কত কাজ জানে—সবেতেই তার আগ্রহ।

এই নতুন জীবনযাত্রায় তার পাখির মত ফূর্তি। 'জিগ-স' পাজল-এর টুকরো জুড়ে জুড়ে যেমন গোটা একটা ছবি হয়, ওর দিনের চব্বিশটা ঘণ্টা তেমনি নানান কাজ দিয়ে জোড়া। সকাল ছটায় ওঠা, সাতটা থেকে সন্ধে ছটা পর্যন্ত কারখানায়, তারপর সাতটা থেকে রাত এগারটা পর্যন্ত চোখে আতস কাঁচের টুলি লাগিয়ে ঘড়ির কাজ। তারপর তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে বাড়তি পয়সা দিয়ে কেনা কলকব্জা বিষয়ের পত্রিকা পড়া, সর্বশেষে বিছানায় পড়ে কয়েক ঘণ্টা ঘুম। অত খাটুনিতেও ক্লান্তি নেই; যখন ঘুম থেকে ওঠে, নতুন দিনটার জন্যে উৎসাহ যেন উপচে পড়ে।

এক-একটা যন্ত্র যেন হেনরির প্রাণের বন্ধু। তাই নিয়ে পড়ে থাকে, পরিষ্কার করে, পালিশ করে; আর যখন যন্ত্রগুলো স্বচ্ছন্দে ঘুর-ঘুর

করে চলতে থাকে, তখন খুশিতে ঝলমল করে ওঠে। মন-ভরা তৃপ্তি নিয়ে সে কারখানা থেকে বাড়ি ফেরে,—এক দিনের মজুরি অর্জন করেছে বলে নয়, অনেক শিখেছে, আর কাজটা ভাল লেগেছে বলে।

যতক্ষণ পাকাভাবে না শেখা হচ্ছে, ততক্ষণ প্রত্যেকটি নতুন কাজে তার রোখ চেপে থাকে, আমোদ লাগে। খামারে থাকার সময় সেখানকার কাজকর্ম নিয়ে মাথা ঘামাতো, ভাবত কী করে ওগুলোকে আরও সহজ করে তোলা যায় ; এখন কারখানার কাজেও সেই একই চিন্তা।

কিছুদিনের মধ্যে কারখানা ব্যবস্থায় অনেক খুঁত ধরা পড়ল হেনরির কাছে। কোনও জিনিসই দুটো এক রকমের হয় না। সময় নষ্ট, মাল নষ্ট। সিলিণ্ডারে ঠিকভাবে বসে না বলে নতুন করে পিস্টন তৈরি করতে হয়। যন্ত্রের একটা অংশের সঙ্গে অন্য অংশ খাপ খাওয়াতে হলে একবার ঢালাই করে আবার তাকে ঢালাই করতে হয়, চাঁচা-ছোলা করতে হয়। অব্যবস্থার দরুন ফরমায়েসি কাজ সময়ে শেষ হয় না, হেনরিকে বার-বার এক কাজ থেকে সরিয়ে অন্য কাজে লাগানো হয়। এইরকম এলোমেলো ব্যবস্থা হেনরির বড় বিরক্তিকর লাগে। কিন্তু সে জানে, ওখানে সে আছে কাজ করবার জন্যে, শেখবার জন্যে—রদবদল করবার জন্যে নয়।

হেনরির কাজকর্ম এত ভাল, যে তার মজুরি বাড়িয়ে সপ্তাহে তিন ডলার করা হল, তবু কারখানার সবকিছু শেখা হয়ে গেলে পর হেনরির মন চঞ্চল হয়ে উঠল। ন-মাস বাদে চাকরি ছেড়ে পঞ্চাশ সেণ্ট কম মাইনেতে সে ড্রাই ডক ইঞ্জিন কম্পানিতে গিয়ে কাজ নিলে।

দি ড্রাই ডক ইঞ্জিন কম্পানি ডেট্রয়েট-এর সবচেয়ে বড় কারখানা, শুধু জাহাজি ইঞ্জিন তৈরি হয়। এই ধরনের ইঞ্জিন প্রায় ১৮৬০ থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত সব কাজেই ব্যবহার হত, এখনও মাঝারি গতির জাহাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

নতুন কারখানায় প্রাণবন্ত একদল ছোকরা ছিল, গোড়া থেকেই হেনরিকে তারা দলে টেনে নিলে। বেশ আমোদ আহ্লাদে তাদের সময় কাটত। নানারকম মজা করে এ ওকে ঠকাত, কুস্তি হত, মুষ্টিযুদ্ধ হত। তেলের-বাতি-জ্বালা চওড়া-চওড়া রাস্তায় বেড়িয়ে বেড়াত, আর দেখত ঘোড়ায়-টানা গাড়িগুলো কেমন হুস-হুস করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ ফুর্তির আড্ডায় গিয়ে জুটত, কিন্তু হেনরি তাদের সঙ্গে যেত না। সে ভাবত, যাতে ক্ষতি ছাড়া উপকার নেই, তার জন্যে পয়সা খরচ করা বোকামি।

ওরাও হেনরির মতই খাটত, তবে, ওদের কাছে সেটা শুধু পয়সা রোজগারের উপায়—যাতে ফুর্তি করে বেঁচে থাকা যায়। শিক্ষানবিশির সময় পার হলে ওরা পুরোপুরি মিস্ত্রি হবে আর বেশি মাইনে পাবে, বিয়ে করবে, সংসার করবে। ইঞ্জিনের যে কিছু উন্নতি করা যায়, এ ওদের মাথায় আসে না; যেমন আছে তাতেই ওরা সন্তুষ্ট।

ডেট্রয়েট-এ বাস করার একটা উত্তেজনা আছে। ইংল্যাণ্ডের যুবরাজ শহরে এলেন, 'রাসেল হাউস'-এ রইলেন। পটোম্যাক-এর সেনা-সমাবেশে যোগ দিতে একদিন এলেন বিখ্যাত জেনারেল গ্র্যাণ্ট। তিন বছর আগে আলেকজাণ্ডার বেল শহরে নিজে তাঁর যন্ত্র দেখিয়ে গেছেন, এখন লোকে 'টেলিফোন' বলে এক অদ্ভুত যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে কথা-চালাচালি করে। এখানে এখন মূল এক্সচেঞ্জ বা সংযোগের কেন্দ্র একটা, বাইশ-গাছা তার, আর তিনশো আধা-ব্যক্তিগত ফোন।

ঘড়ির দোকানের রাত্রের কাজটা হেনরি ছেড়ে দিলে। মজুরি বেড়ে এখন সপ্তাহে পাঁচ ডলার হয়েছে, কাজেই অত খাটুনির আর দরকার নেই। দোকান ছাড়বার আগে সে তিন ডলারের একটা ঘড়ি কিনলে।

ঘরে গিয়ে সে ঘড়িটা সব খুলে ফেললে। টুকরোগুলো টেবিলের

ওপর সাজিয়ে রেখে দেখলে, অত্যন্ত সাদাসিধে, অতি খেলো ধাতু দিয়ে তৈরি। ঘড়ির এত দাম হয় কেন ভেবে পেলে না। হেনরি সিদ্ধান্ত করলে, যারা ঘড়ি তৈরি করে, হয় তারা একগাদা লাভ করছে আর না হয় তৈরির সময় বাজে খরচ হচ্ছে খুব বেশি।

একদিন সন্ধ্যাবেলা ড্রাই ডক কম্পানির ছেলেরা সব তার ঘরে জমায়েত হয়েছে, হেনরি ঘড়িটা দেখালে। তারপর টুকরো অংশগুলো সব খুলে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখলে।

একজন জিজ্ঞাসা করলে, 'ব্যাপার কী, ভাল ঘড়িটা নষ্ট করার মানে? এ তো তোমায় ছাইগাদায় ফেলে দিতে হবে।'

হেনরি হেসে বললে, 'দিলেই হল কিনা! এগুলো আবার জোড়া লাগানো খুব সোজা।' তারপর গম্ভীর হয়ে বললে, 'আমার মনে হয়, আমরা একটা ঘড়ি তৈরির কারখানা খুললে পারি।'

ছেলেরা অবাক হয়ে বললে, 'ঘড়ি তৈরির কারখানা খোলা। এ-মতলব এল কোত্থেকে?'

হেনরি বললে, 'তিন ডলার এই ঘড়িটার দাম দিতে গিয়ে। আরে, আমরা যদি একদম এক রকমের ঘড়ি হাজারে হাজারে তৈরি করতে পারি, আর মাল বাজে নষ্ট না করে বা কর্মীদের ক্ষমতা বাজে নষ্ট হতে না দিয়ে একেবারে নিখুঁত ছাঁচে যদি প্রত্যেকটি অংশ কাটতে পারি, তাহলে পঞ্চাশ সেন্ট-এ ঐ রকম ঘড়ি তৈরি করা যায়। প্রত্যেকে ঘড়ি রাখতে পারে, প্রত্যেকেরই ঘড়ির দরকার।'

যাচাই করবার জন্যে খেলো ধাতুর টুকরোগুলো হেনরি ছেলেদের দিকে এগিয়ে দিলে।

লালচুলওয়ালা একটি ছেলে বললে, 'কর্মীদের ক্ষমতা বাজে নষ্ট হতে না দেওয়া বলতে কী বোঝাতে চাও?'

হেনরি বুঝিয়ে বললে, 'কাজের উপযোগী এমন ভাল যন্ত্র জোগাড় করে এনে বসাতে হবে, যাতে তার চলন বা কাজের কোনও কিছুই অযথা নষ্ট না হয়। আরে, আমাদের কারখানার লোকগুলোর তো

ঠিক যন্তরটি খুঁজতে গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করেই অর্ধেকটা সময় কেটে যায়।'

ছেলেরা স্বীকার করলে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা সত্যি।' আরও ভালভাবে যে কাজকর্ম করা যায়, তারা আগে কখনও ভাবেও নি।

হেনরি কাগজ পেন্সিল বার করে হিসেব করতে বসল। ছেলেরা সাগ্রহে লক্ষ্য করতে লাগল।

হেনরি হিসেব দিলে, 'সাঁইত্রিশ সেণ্ট-এ আমরা ভাল ঘড়ি তৈরি করতে পারি, আর বিক্রি করতে পারি পঞ্চাশ সেণ্ট-এ। দিনে দু-হাজার ঘড়ি তৈরি করতে পারি আমরা। দৈনিক দুশো ষাট ডলার লাভ।'

ছেলেদের ব্যাপারটা খুব ভালই লাগল,—শুধু সেই লাল-চুল ছাড়া। সে বললে, 'ও-ঘড়ি পঞ্চাশ সেণ্ট-এ বিক্রি করা বোকামি। দু-ডলার দাম ধরে বেশ মোটা লাভ করলেই তো হয়!'

হেনরির মুখ লাল হয়ে উঠল। রেগে উত্তর দিলে, 'আমাদের দেশে ও ধরনের ব্যবসার কোনও দরকার নেই! মানুষের উপকারের আগে টাকার চিন্তা—এমন কারবারের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। আমি যদি ব্যবসা চালাই, তাহলে এমন কিছু তৈরি করব, যা লোকের দরকারে লাগবে। ভাল জাতের মালমশলা ব্যবহার করব, আর তৈরি করব যত কম খরচে পারি, যত বেশি পরিমাণে পারি,—বিক্রি করব যত শস্তায় পারি; ব্যবসা চালানো বলতে আমি এই বুঝি। এতে যে টাকা আসে, সেটা হকের টাকা।'

বেশি টাকা উপায়ের সম্ভাবনা আছে দেখে অন্য ছেলেরাও সেই লাল-চুলের পক্ষ নিলে। হেনরি যুক্তি দেখালে, কম দামে বিক্রি বাড়ে, আর চড়া দামে বিক্রি কমে যায়।

জন বলে একটি ছেলে জোর গলায় বললে, 'নিজেদের কাজ নিয়ে ছেলেখেলা করাটা নেহাত বোকামি। রেড-এর কথামত চললে, তোমার এই পরিকল্পনায় প্রচুর টাকা করা যায়।'

হেনরি দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'কিছুতেই না, লোভ নিয়ে ব্যবসায় সফল হওয়া যায় না,—অন্তত কোনও স্থায়ী ব্যবসায়ে নয়।'

জন জবাব দিলে, 'তুমি একটি আস্ত পাগল। যতক্ষণ টাকার পর টাকা জমে উঠছে, ততক্ষণ উপকারের জন্যে কিসের মাথা-ব্যথা? একটা ঘড়ির দাম দু ডলার তো শস্তা!

ঘড়ির অংশগুলো একসঙ্গে জুড়তে জুড়তে হেনরি বিরক্ত হয়ে ঘাড় নেড়ে বললে, 'খদ্দের টাকার উপযুক্ত জিনিস পাচ্ছে না, আর আমি তাদের ঠকাচ্ছি—এ-কথা মনে করলে দিনের পর দিন রাত্তিরে আমার ঘুম হবে না।'

জন হেসে বললে, 'ওটা তোমার বাই, আর কিছু না। তোমার মত নীতিবোধ নিয়ে কেউ কোনও দিন বড়লোক হতে পারে নি।'

হেনরি একটু হাসল। ওরা তাকে যাই বলুক, তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু ব্যবসায় চালানোর ব্যাপারে তার মতামত ওরা কিছুতেই বদলাতে পারবে না। হেনরি বললে, 'হাসতে ইচ্ছে হয়, হাসো; কিন্তু একদিন আমি কারখানা বসাবোই, আর জিনিস তৈরি করব হাজারে হাজারে; কারণ আমার বিশ্বাস, মাঝারি আয়ের লোকেদের জন্যে কিছু তৈরি করতে হলে, বেশি সংখ্যায় উৎপাদন করতে হবে, তবে তারা কিনতে পারবে।'

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে হেনরি ঘড়ির টুকরোগুলো জুড়ে যাচ্ছিল।

জন ঘড়িটা তুলে নিয়ে তার টিক-টিক শুনলে, বললে, 'হেনরি, তোমার মাথা আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, পুরোপুরি ছিটগ্রস্ত।'

ছেলেরা সব চলে গেলে হেনরি ঘড়ির কারখানার কথা ভাবতে লাগল। মনে হল, কারখানা খোলবার মত পয়সা হাতে থাকলে বেশ হত। সে ঠিক জানে, হাজারে হাজারে ঘড়ি তৈরি করে শস্তা দামে বেচেও কী করে পয়সা করা যায়; তার কয়েকটা কায়দা সে কারখানা-ওয়ালাদের দেখিয়ে দিতে পারে।

সাত

একদিন, তখন বেশ রাত, হেনরি ঘরে গিয়ে দেখলে, টেবিলের ওপর একটা চিঠি পড়ে রয়েছে। লম্বা চিঠি। বার বার পড়লে। তারপর বিছানায় বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগল।

যন্ত্রপাতির কাজ শেখার ব্যাপারে হেনরি খুব তাড়তাড়ি এগিয়ে গেছে। সাধারণত যা তিন বছর লাগে, তার অনেক আগে সে শিক্ষা-নবিশির পালা শেষ করেছে। এখন সে ওয়েস্টিং হাউস-এর হাল্কা স্টীম ইঞ্জিনের রাস্তা-সংক্রান্ত ব্যাপারের বিশেষজ্ঞ। এই চাকরিতে তার শিক্ষার হাতে-কলমের দিকটা জানা হল। ইঞ্জিন বসায়, সারায়, আর অন্যকে শেখায় কী করে স্টীম ইঞ্জিন চালাতে হয়। ইঞ্জিন বিগড়োলে হেনরি খুব খুশি—নিমেষের মধ্যে ঠিক করে ফেলে আর ইঞ্জিনটা বেড়াল-বাচ্চার মত মৃদু ঘড়-ঘড় শব্দ করে চলে। যতবার ইঞ্জিন সারায়, ততবারই নতুন কিছু শেখা হয়।

চিঠিটা মার্গারেটের কাছ থেকে এসেছে। খামারে কাজকর্ম ভাল চলছে না, তাই তাকে বাড়ি ফেরবার জন্যে কাতর অনুরোধ জানিয়েছে। ভাইয়ের অসুখ আর বাবার কি-একটা দুর্ঘটনা হয়েছে। তদারকের অভাবে মাইনে-করা মজুররা কাজকর্ম কিছুই করছে না।

হেনরি বুঝতে পারলে তার এখন খামারে যাওয়া খুব দরকার, কিন্তু প্রাণান্তেও তার ডেট্রয়েট ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না।

তার মার কথা মনে পড়ল, আর অপরের উপকার করার ব্যাপারে তাঁর মতমতের কথা। খামারে ফিরে গেলে একটা ভাল হবে: কারখানা-ঘরে ইঞ্জিন তৈরির পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় পাবে।

খামারেই সে ফিরে গেল। হেনরিকে আবার সেই পুরোনো অবস্থায় দেখে হেনরির বাবা আর পাড়াপড়শিরা ভাবলে, হয়ত তার শহরের আর ইঞ্জিনের শখ মিটে গেছে।

হেনরির কিন্তু এ কথা একবারও মনে হয় নি। খামারে স্থায়ী হয়ে বসবার তার আদৌ ইচ্ছে ছিল না।

বসন্তকালে ডিয়ারবর্ন চমৎকার। নানান জাতের পাখি এসে ভিড় করে। সবুজ মাঠ, মুকুল-ভরা গাছ, ফুল, পাখি,—ডেট্রয়েট-এর অভাব এইসব দিয়ে পূরণ হত।

তার পুরোনো কারখানা-ঘরে উঁকি দিয়ে দেখে হেনরি মুচকি হাসলে। বাচ্চাদের খেলনার সঙ্গে তার পুরোনো যন্ত্রপাতিগুলোর খুব বেশি তফাত নেই। এখন ওগুলোর বদলে এখনকার তার শিক্ষা আর কর্মকুশলতার যোগ্য সত্যিকার যন্ত্রপাতি আনা যায়।

লেদ, সাঁড়াশি, আগুনের ভাঁটি, নেহাই, এগুলো একসময়ে ভালই কাজ দিয়েছে, তার বদলে এল আরো ভাল ভাঁটি, পায়ে-চালানো লেদ, ছ্যাদা করার ড্রিল আর আরও সব ভাল ভাল যন্ত্রপাতি। অসাধারণ চালাক যে ছেলেটি একদিন সহজাত প্রবৃত্তির বশে অনায়াসে যন্ত্রপাতি চালাত, এখন সে কুড়ি বছরের ; দক্ষ যন্ত্রবিদ ; কারখানাঘরের সর্বেসর্বা।

হেনরি ভাবলে, যদি চাষের জন্যে কলে-চালানো একটা গাড়ি তৈরি করতে পারি তো ঘোড়াগুলোকে বাতিল করা যায়,—ওগুলো বীজ রুইবার সময়ে আর ফসল তোলবার সময়ে কেবল কাজ করে, আর সারা বছরটা শুধু বসে বসে খায়। কোনও চাষী হেনরিকে কখনও বলেও নি যে মাটি চষবার জন্যে শুধু একটা লাঙল আর ঘোড়া যথেষ্ট নয়, তবু অনেক কম সময়ে আর অল্প চেষ্টায় যে কাজ করা যায়, তার জন্যে অত সময় নষ্ট করাটা তার বোকামি মনে হল।

খামারে সারাদিনের কাজের পর হেনরি কারখানা-ঘরে চাষের জন্যে কলের গাড়ি তৈরি করতে যায়,—এমন কল, সময় ছাড়া যাকে কোনও রকমের খাবার দিতে হবে না। পুরোনো একটা ফসল-কাটা কলের ঢালাই লোহার চাকাগুলো কাজে লাগালে, নক্সা তৈরি করে

কল চালাবার ইঞ্জিনের জন্যে সিলিণ্ডার ঢালাই করলে। ইঞ্জিনের একটাই সিলিণ্ডার, ফাঁদলের মাপ তিন ইঞ্চি, আর পৌনে চার ইঞ্চি আসা যাওয়ার জায়গা। সিলিণ্ডারের মধ্যে একটা পিস্টন লাগালে, দাঁড় করানো বয়লারে বাষ্প তৈরি হয়ে তারই ধাক্কায় সেটা ওঠা-নামা করবে। আগুন হল কাঠের।

কলের গাড়িটা চালিয়ে পরীক্ষা করে দেখার দিন উত্তেজনার আর অন্ত নেই। খামারে যারা কাজ করে, মার্গারেট, তার বাবা, সবাই দেখবার জন্যে মাঠে এলেন।

হেনরির নিশ্চিত ধারণা, তার চাষের কলে অল্প সময়ে একটা গোটা খেত চষে ফেলা যাবে। বয়লারে গনগনে আগুন দিলে। জল ফুটতে লাগল আর পিস্টন ওঠা-নামা করতে লাগল—ঘচাঘং, ঘচাঘং। তারপর বড় চাকাটা খুব আস্তে ঘুরতে আরম্ভ করল।

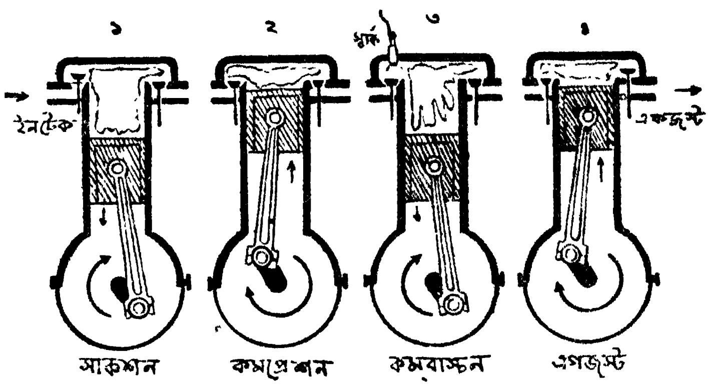
সবাই একদৃষ্টে চেয়ে রইল। কলের গাড়ি সত্যি-সত্যি চলল। চারিদিক উত্তেজনায় ভরপুর। প্রায় চল্লিশ ফুট চলল, তারপর সেটা থেমে গেল। হতাশ দর্শকদের হেনরি বললে, 'ইঞ্জিনটাকে চালু রাখবার মত তাড়াতাড়ি যথেষ্ট বাষ্প তৈরি হয় নি।'

মিঃ ফোর্ড অধৈর্যে মাথা নেড়ে বললেন, 'খুব খারাপ, কিছু হয়নি। মাত্তর চল্লিশ ফুট চলল!'

হেনরি গভীর আস্থা নিয়ে বললে, 'কিন্তু চল্লিশ ফুট তো চলল, বাবা! তার মানেই কাজ এগিয়েছে!' তার কল্পনা বিফল হয়েছে, এক লহমার জন্যেও সে এ কথা মানলে না। তার ধারণা, চাষের কলটা চল্লিশ ফুট যে চলেছে, তাইতে প্রমাণ হল যে যতক্ষণ ইচ্ছে চালাবার মত কলও তৈরি করা যায়।

বোঝা গেল, ইঞ্জিন তৈরির অনেক কিছুই তার এখনও শিখতে বাকি। হাল্কা যন্ত্রে ভারি বয়লার বাগ মানে না। ছোটবেলাকার

সেই চায়ের পট-এর অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ল। বাষ্পের জন্যে হাল্কা বয়লার ব্যবহারে বিপদ আছে। বাষ্পেরও কিছু অসুবিধে আছে। ফ্লাওয়ার কম্পানিতে কাজ করবার সময়ে কোনও পত্রিকায় একটা লেখা পড়েছিল, সেইটার কথা মনে পড়ল। কারখানার এক-জন ইংল্যাণ্ড থেকে পত্রিকাটা এনে ওকে পড়তে দেয়। সেটাতে অটো বলে একজন জার্মানের কথা বলা হয়েছে, তিনি চার পাকের একরকম গ্যাস ইঞ্জিন বার করেছেন। তার একটা সিলিণ্ডার, পেট্রলে ওঠানামা করে। এতে বিস্ফোরণ হবার আগে সিলিণ্ডারের মাথার দিকের গ্যাস চেপে সঙ্কুচিত হবার সময় পায়। এক-একবারের বিস্ফোরণে পিস্টনটা দু-বার ওঠে, দু-বার নামে; এক-এক ধাক্কায় মোট চারবার। হেনরি মনে মনে বলে, 'একটা অটো-ইঞ্জিন সারাবার মওকা পেলে বড় ভাল হত। ব্যাপারটা আমার ভালই ঠেকছে।'



আট

এক রবিবার সকালে গির্জে থেকে ফিরে মার্গারেট রাগ করে বললে, 'হেনরি ফোর্ড, তোমাকে নিয়ে সত্যি আর পারি না আমি!'

'আবার কী করলুম?'

'বাড়ি ফিরে আসবার পর প্রথম যে রবিবার তুমি গির্জেয়

গিয়েছিলে, সেই থেকে আমার এই ফুটফুটে শহর-ফেরতা ভাইটির জন্যে মেয়েদের মহলে সাড়া পড়ে গেছে, আর,—আর তুমি কিনা তাদের কারো দিকে ফিরেও তাকাও না!'

মিঃ ফোর্ড দোলন-চেয়ারে বসে তাদের কথাবার্তা শুনছিলেন,—চোখে তাঁর কৌতুক।

কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে মার্গারেট বললে, 'তুমি যখন বাড়ি এলে, তখন চারিদিকে গণ্ডগোল, বাবা ভাবনায় পড়েছেন। কিন্তু এখন গরুর দুধ হচ্ছে বেশি, ভুট্টার চাষ হচ্ছে, খেতের ছিরি ফিরেছে, চাষের যন্তরপাতিগুলো আবার চালু হয়েছে। এমনকি মাইনে-করা লোকগুলো পর্যন্ত গাধার মতন খাটছে। প্রত্যেক সন্ধেয় কারখানা-ঘরে নাক জুবড়ে বসে থেকে আমাদের মত অল্পবয়সীদের সঙ্গে একটু আমোদ-আহ্লাদ না করার কোনও মানে হয় না।'

দম ফেলবার জন্যে মার্গারেট একটু থামতে হেনরি হাসতে হাসতে বললে, 'আর কিছু আছে?''

'হ্যাঁ, আছে, আমি ফসল-কাটা উপলক্ষে একটা পার্টি দেব, তোমাকে আদর আপ্যায়নের ভার নিতে হবে। দোহাই, হেনরি, মেয়েদের সকলের সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার কোরো।'

হেনরি কথা বললে না, হতাশ ভাবে বাবার দিতে তাকালে।

পার্টির দিন লম্বা টেবিলে খেতে বসে বিশেষ একটি মেয়ের দিকে হেনরির চোখ পড়ল, তার নরম বাদামি চুল, আর করুণা ভরা স্নিগ্ধ দুটি চোখ। তার নাম ক্লারা ব্রায়াণ্ট। এক সম্পন্ন চাষীর মেয়ে, মাইল আষ্টেক দূরে থাকে।

পার্টির দিনে, আর তার পরেও হেনরি সাহস করে ক্লারার সঙ্গে মেলামেশা করবার চেষ্টা করে, কিন্তু ক্লারার বন্ধুবান্ধব এত, যে কাছে বিশেষ ঘেঁসতে পায় না।

তারপর বরফ পড়ার সময় রঙচঙে স্লেজগাড়ি তৈরি দেখায়,

দল বেঁধে স্কেটিং করবার সময় তার স্কেটিং হয় সকলের চেয়ে ভাল, —ক্লারার এখন হেনরিকে ভালই লাগে।

তারপর একদিন ক্লারার কাছে হেনরির দাম সত্যি-সত্যি বেড়ে গেল। ছুটো ডায়াল আর ছু-জোড়া কাঁটা দিয়ে সে একটা ঘড়ি বানালে। একটা নতুন ধরনের সময় চালু করা হচ্ছিল,—রেলের সময়,—সূর্যের উদয় অস্ত অনুযায়ী সময়ের সঙ্গে তার তফাত থাকবে। একটা ঘড়িতে ছু-রকমের সময় জানা যায় দেখে ক্লারার খুব মনে ধরল।

সেদিন রাত্রে বাড়ি ফিরে ক্লারা তার বাবা মাকে জানালে, যে হেনরিকে তার পছন্দ হয়। বললে, 'আমি যেসব ছেলেদের জানি, ও তাদের থেকে আলাদা। খুব বোঝদার, স্বভাবে একটা গম্ভীর দিকও আছে।—একদিন না একদিন ও পৃথিবীতে নাম রাখতে পারবে।'

একদিন বাবাকে সোফার ওপর আড় হয়ে থাকতে দেখে হেনরি বললে, 'কী, একটু গড়িয়ে নিচ্ছ নাকি?'

'ঐ একটু তন্দ্রা কাটানো আর-কি! আর দরকার হবে না, এখন বেশ ঝরঝরে লাগছে।'

মার্গারেট কোণের আলমারিটা গোছাচ্ছিল। চিনেমাটির আর কাঁচের বাসন সযত্নে ধুয়ে মুছে তুলে রাখছিল।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত হেনরি বলে বসল, 'আমি ডেট্রয়েট-এ ফিরে যাব না।'

মার্গারেটের হাত থেকে অমন সুন্দর নীল একটা ডিশ পড়তে পড়তে বেঁচে গেল, মিঃ ফোর্ড কোচের ওপর খাড়া হয়ে উঠে বসলেন।

খুশি হয়ে বললেন, 'জানি, আমার পথে তোমাকে আসতেই হবে। চাষবাসের সঙ্গে শহরের কাজ কোনও দিনই পাল্লা দিতে পারে না।'

'তা নয়, বাবা, আমি বিয়ের কথা ভাবছি।'

মার্গারেট উচ্ছ্বসিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওঃ, হেনরি! ক্লারা সুন্দর বউ হবে!'

মিঃ ফোর্ডও সায় দিলেন, 'ওকে বেশ ভাল ভদ্র মেয়ে বলে মনে হয়। তোমাকে দক্ষিণের ঐ জমিটা দিয়ে দেব। ঘরদোর তৈরি করবার কাঠের জন্যে যথেষ্ট গাছের গুঁড়ি পাবে।'

একেবারে সেইদিন থেকেই হেনরি কাঠ চিরতে শুরু করল। সারা শীতকালটা গাছ কেটে কাঠ বানালে। একটা চাকতি করাতের কল, আর সেটা চালাবার জন্যে বারো অশ্বশক্তির একটা ইঞ্জিন কিনলে। কুড়ুলের প্রবল ঘায়ে শক্ত শক্ত ওক, মেপ্‌ল্ আর বীচ গাছ শুয়ে পড়তে লাগল। তারপর করাত-কলে তা থেকে তক্তা হল। বসন্তের সময় একজন লোক রাখলে, আর দু-জনে মিলে ক্লারার জন্যে চওড়া গাড়িবারান্দাওলা একটি বাড়ি তৈরি করলে। পৃথিবীর সেরা মেয়েটির জন্যে একটা চমৎকার বাড়ি হেনরির দরকার।

নয়

বিয়ের পর ডেট্রয়েট-এ 'হানিমুন' বা মধুচন্দ্রিমা সেরে ফিরে নতুন বাড়িতে এসে ওঠবার পর ক্লারা হেনরিকে বললে, 'যা কিছু আমি চাই, এই তো সবই রয়েছে।' মনের আনন্দে সে তার নিজের হাতে তৈরি নানারঙের টুকরো কাপড় জুড়ে জুড়ে বানানো লেপ আর ক্রুশের কাজ-করা খঞ্চেপোশগুলো দেখায়। পুরুষ মানুষ কখনই এসব লক্ষ্য করে দেখে না, অথচ ওগুলো থাকলে ঘরের সাজ-সজ্জা কেমন কেতাদুরস্ত হয়ে ওঠে। মিশনে তৈরি বার্নিশ-করা আসবাব, ফুল-তোলা ব্রুসেল্‌সের গালচে, আর লেস-এর পর্দাগুলো তার ভারি ভাল লাগল। রান্নাঘরে সুন্দর একটা কাঠে-জ্বলা উনুন, এমনকি বাসন ধোবার জায়গায় একটা পাম্পকল

পর্যন্ত হেনরি লাগিয়ে রেখেছে যাতে কুয়ো থেকে জল বয়ে না আনতে হয়।

বাবার খামারের চেয়ে হেনরি নিজের খামার আরও অনেক ভালভাবে চলতে লাগল। তার স্বভাবটা ছিল সুশৃঙ্খল, তাই কাজকর্মও এমনভাবে গুছিয়ে নিলে, যে মাইনে-করা লোকটিকে বাড়তি না খাটিয়েও সুষ্ঠুভাবে কাজ চলতে লাগল, আবার ওদিকে পরিশ্রম আর সময় দুই-ই বাঁচল।

ক্লারার ব্যবস্থাও সুন্দর। আলপিনের মত ঝকঝকে তকতকে তার ঘরদোর। মাটির নিচের ভাঁড়ার ঘরের তাকে সারি-সারি সাজানো টিনে ভরা ফল, জ্যাম-জেলি, তরিতরকারি আর ওপরের ভাঁড়ার ঘরটি সব সময় ভরা থাকত টুকিটাকি মিষ্টি, কেক, পাই— এইসবে। দু-জনেরই বয়স কম, সবে সংসার করা শুরু করেছে, সেদিক থেকে সবকিছুই খুব ভালভাবে চলছে। সে বছর ভাল ফসল হল, লাভও হল বেশ।

রোজ রাত্রে খাবার পর ক্লারা যখন বাসনপত্র তুলত, হেনরি যন্ত্রপাতি বিষয়ের পত্রিকাগুলো সব বার করে তার প্রতিটি কথা যেন গিলে খেত। বাসনপত্র ধোয়া হলে, বড় কেরোসিন টেব্‌ল্ ল্যাম্প-এর ওধারে দোলন-চেয়ারে আরাম করে দোল খেতে খেতে ক্লারা রিফু বা ক্রুশের কাজ করত।

ঠিক এইরকম এক সন্ধ্যাবেলা হেনরি হাতের পত্রিকাটা হাঁটুর ওপর আছড়ে খাড়া হয়ে বসে বললে, 'ক্লারা, ওরা ঠিক পথটি ধরেছে!'

শান্তভাবে ক্লারা জিজ্ঞাসা করে, 'কিসের পথ?'

'বিনা-ঘোড়ার গাড়ি। একজন ফরাসী বিনা-ঘোড়ার একরকম গাড়ি বার করেছে। আচ্ছা ক্লারা, মনে কর আমি যদি ঐরকম গাড়ি তৈরি করতে পারতুম?'—বলতে বলতে হেনরির স্বচ্ছ নীল চোখদুটো উৎসাহে চিক-চিক করে ওঠে।

ক্লারা রিফুর কাজ নামিয়ে রাখে। সে জানে হেনরির কথার মধ্যে কতখানি গুরুত্ব রয়েছে। 'মন দিলে তুমি তা পারো হেনরি, তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন? আমাদের তো অভাব কিছু নেই।'

হেনরি বুঝিয়ে বলে, 'আমাদের জন্যেই নয়, ক্লারা। সমস্ত মানুষের জীবনযাত্রার ধারাই এতে পাল্টে যাবে।—তাহলে আমাদের ডেট্রয়েট-এ যেতে হয়।' এই বলে হেনরি উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে, ক্লারার তরফ থেকে এর কী জবাব আসে।

ডেট্রয়েট-এ যেতে হবে! এ চিন্তাই যে তার কাছে অসহ্য! এমন সুন্দর নতুন সংসার ছেড়ে, চাষবাসের এমন লাভ ছেড়ে, তার বদলে শহরে গিয়ে কায়ক্লেশে সামান্য অস্তিত্বটুকু বজায় রাখতে হবে, আর তার স্বামী এমন একটা পরিকল্পনা নিয়ে গবেষণা চালাবে যা শুনলে সবাই হেসে উড়িয়ে দেবে? আরও অনেক কিছু চকিতে মনে পড়ল ক্লারার। সুন্দর ক্যালিকো প্রিন্ট-এর কাপড় কেনবার মত টাকা থাকবে না, তাকে স্কেটিং করতে বা নাচের আসরে নিয়ে যাবার সময়ও থাকবে না হেনরির।

ক্লারা জানত, হেনরির এ খেয়াল, এ সামান্য জ্বরজারি নয়, যে সামান্য দু-এক ফোঁটা টোটকা ওষুধেই রেহাই পাওয়া যাবে। শেষ অবধি সে বললে, 'হেনরি, কোনও ব্যাপারে একবার তুমি মন ঠিক করে ফেললে তার আর নড়চড় নেই। যে-ইচ্ছে তোমার জেগেছে, সেইমত কাজ করতে না পারলে এক মুহূর্তও সুখ পাবে না ঘুম, শান্তি পাবে না—বইয়ের পাতার মত তোমার অস্থির স্বভাব আমি বুঝতে পারি। তুমি যদি চাও, বেশ, যাব আমরা ডেট্রয়েট-এ—তুমি তোমার বিনা-ঘোড়ার গাড়ি তৈরি করবে। তোমার ওপর আমি বিশ্বাস রাখি।'—অন্তর থেকে বললে ক্লারা!

যা জানবার, হেনরির চোখ দেখেই তা ক্লারার জানা হয়ে যায়।

তার স্ত্রী এত বোঝে, এই ভেবে হেনরি খুশি হয়েছে। স্ত্রীর এই আস্থাটুকুই তার দরকার।

গ্রীষ্মের বাকি কটা দিন হেনরি চারা রুইলে, মাটি চষলে, গরু-ভেড়াদের দেখাশোনা করলে, কিন্তু তার মনপ্রাণ পড়ে রইল গ্যাসোলিন ইঞ্জিনের দিকে। শীতের আগে, গাছের পাতা খসা শুরু হতেই তার খেত খামার ভাইয়ের কাছে জমা দিয়ে দিলে। আসবাবপত্র সব মালগাড়িতে বোঝাই হবার পর ফাঁকা ঘর দোরের দিকে তাকিয়ে ক্লারার মন কেমন করে উঠল, জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার গ্যাসোলিন ইঞ্জিন তৈরি করা হয়ে গেলে আবার আমরা আমাদের এই বাড়িতে ফিরে আসব তো?'

তার কাঁধে চাপড় মেরে আশ্বাস দিয়ে হেনরি বললে, 'নিশ্চয়ই আসব।'

তাদের বিদায় জানাবার জন্যে পড়শিরা সব জুটল এসে। ক্লারা মনে মনে ভাবে, হেনরি কি জানে, যে ওরা ওকে মাথা-পাগলা ঠাউরেছে; নইলে ভগবান জানেন কিসের আশায় এমন একটা লাভের খাবার ছেড়ে কেউ যায়!—বড়জোর হবে হয়ত একটা তেলচটে পুরোনো যন্ত্রপাতির কারখানা। হেনরি না-হয় সত্যিই এমন একটা উদ্ভট যন্ত্র তৈরি করতে পারল, যেটা চলে; তা হলেই বা কী? তা নিয়ে সে করবেই বা কী? আর যতদিন দিব্যি নিরাপদে আর শস্তায় যাতায়াত করবার মত ভাল ভাল ঘোড়া রয়েছে, কেউ নিতেই বা চাইবে কেন ও যন্ত্র?

ডেট্রয়েট-এর অনেক উন্নতি হয়েছে। ডেট্রয়েট নদীর কোল ঘেঁসে তিরিশ বর্গ-মাইল তার বিস্তার। ইঞ্জিন সম্বন্ধে শেখবার জন্যে দশ বছর আগে হেনরি যখন প্রথম হেঁটে এসেছিল এখানে, তার পর এখানকার লোকসংখ্যা বেড়ে হয়েছে প্রায় দ্বিগুণ। অনেক নতুন নতুন কারখানা হয়েছে। বিদ্যুতের আদর বাড়ছে ক্রমশ। শহরে এখন এডিসন ইলেকট্রিক কম্পানির তিনটি সাব-স্টেশন।

হেনরির মনে হল, শক্তির এই যে নতুন আধার, বিদ্যুৎ, এ বিষয়ে কিছু শিখে রাখা ভাল। বাষ্পীয় ইঞ্জিন সম্বন্ধে তার যা জানা ছিল, তারই দৌলতে একটা সাব্‌ স্টেশনে কাজ পেয়ে গেল সে। এখানে বিদ্যুৎ তৈরি হত বাষ্পের সাহায্যে, আর এইসব ইঞ্জিনের যেখানে যা কিছুই বিগড়ে যাক না কেন, সে সমস্ত ঠিকঠাক করতে ওস্তাদ ছিল ঐ হেনরি ছোকরা।

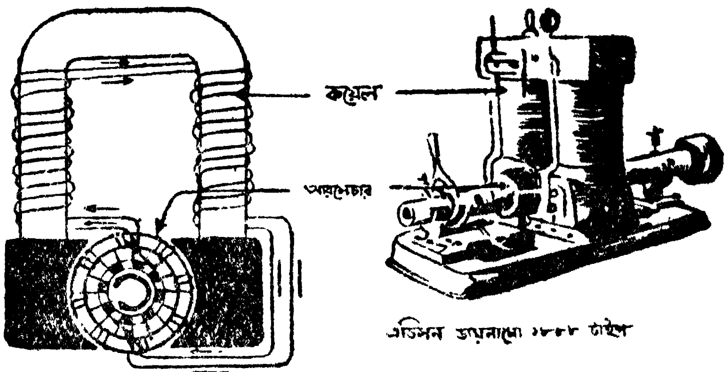
হেনরিরা যে-বাড়িতে এসে উঠল সেটা ব্যাগলি অ্যাভেন্যুর ওপর। পেছন দিকে ইটের তৈরি একটা চালা ঘর, একেবারে ঠিক হেনরির কারখানা-ঘর হবার উপযুক্ত। কারখানার জন্যে সে ভাল-ভাল সব যন্ত্রপাতি কিনে নিলে : একটা ছোট ড্রিলপ্রেস, একটা বড় ড্রিলপ্রেস, ধাতব জিনিসের জন্যে দুটো লেদ, কাঠ খোদাই করবার লেদ একটা, একটা ছোট চুল্লি, একটা নেহাই। এই যন্ত্রপাতি চালাবার জন্যে একটা ইলেকট্রিক মোটর বসালে। হাতে-চালানো ছোটখাট যন্ত্রপাতি রাখবার জন্যে চারিদিকের দেয়ালে তাক তৈরি করে নিলে। সবকিছুই ঝকঝকে, আর ব্যবহারের জন্যে একেবারে তৈরি।

ডেট্রয়েট-এ ফিরে এসে হেনরি খুশি। নাগালের কাছে মেলা ইঞ্জিন। বাড়ির পেছনে তার কারখানা, সেখানে বিনা-ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে সে কাজ করতে পারে। এডিসন ইলেকট্রিক কম্পানিতে চাকরি পাওয়ায় আগুনের ফুলকি বা স্পার্ক তৈরির একটা উপায় বার করার সুযোগও পাওয়া গেল। গ্যাসোলিনকে জ্বালাবার মত কোন ইঞ্জিন যদি তাকে তৈরি করতে হয়, তাহলে সেই ইঞ্জিনের কোনও একটা অংশ থেকে নিয়মিতভাবে স্পার্ক সৃষ্টি করা দরকার, যাতে গ্যাসোলিন-এ বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তা থেকে শক্তি পাওয়া যায়।

ডায়নামো মোটরের খুঁটিনাটি জানতে ভারি কৌতূহল জাগে। ওপরের দিকটা হল বড় ঘোড়ার খুরের মত, বা উল্টোনো ইংরেজি 'U'।

অক্ষরের মত একটা বৈদ্যুতিক চুম্বক। এই চুম্বকের দুই প্রান্তে রয়েছে অনেকবার-পাক-খাওয়া একটা তারের কয়েল বা কুণ্ডলী, যাকে বলা হয় আর্মেচার। আর্মেচারটা ঘোরবার সময় তারের এক-একটা পাক চুম্বক পার হয়ে যায়, আর তার মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ আর্মেচারের মধ্যে দিয়ে কুম্যুটেটর আর ব্রাশ-এর মধ্যে এসে পৌছতেই সেটা হয় ডিরেক্ট, তখন তাকে কাজে লাগানো চলে।

সন্ধ্যাবেলা হেনরি মাইকেল ফ্যারাডের পরীক্ষা নিরীক্ষার কথা পড়ত। একটা ঘোরানো তার চুম্বকের কাছাকাছি নাড়া-চাড়া করলে তারের মধ্যে যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়, একজন ছোকরা বিজ্ঞানীর কাছে কেমন করে তা ধরা পড়ল, তারই চিত্তাকর্ষক



এডিসন ডায়নামো ১৮৮৮ টাইপ

কাহিনী। তারপর হেনরি টমাস এডিসনের কথা পড়লে। এডিসন জানতেন যে বাল্ব জ্বালাবার-মত বিদ্যুৎ তৈরি করার যন্ত্র উদ্ভাবন করতে না পারলে তাঁর ইলেকট্রিক বাল্ব বিশেষ কোনও কাজে আসবে না।

ফ্যারাডের প্রথম ডায়নামো তৈরির পর অনেকেই ডায়নামো তৈরি করেছেন, কিন্তু সবকটাতেই বিদ্যুৎ শক্তির অপচয় হত। যতটা শক্তি তৈরি হত, তার অর্ধেকেরও বেশি রূপান্তরিত হত উত্তাপে, আর তার ফলে ডায়নামোগুলো এত গরম আর ব্যয়-

বহুল হয়ে পড়ত, যে ভাল কাজ চলত না। এডিসন তাঁর ডায়নামোর সংস্কার করে এমন অবস্থায় আনলেন, যাতে শক্তির অপচয় দাঁড়াল দশ ভাগেরও কম।

এডিসন ইলেকট্রিক কম্পানির ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা বুঝলেন, একটি ভাল লোক পাওয়া গেছে। হেনরিকে যন্ত্রপাতি বিভাগের ম্যানেজার করে দেওয়া হল। যারা তার তাঁবে কাজ করত, ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতে গিয়ে হেনরি তাদের সম্বন্ধে অনেক কথা ভাবত। বার ঘণ্টার কাজের মেয়াদ সম্বন্ধে তার মনে প্রশ্ন জাগল। কর্তারা মনে করতেন, যন্ত্রপাতির মত কর্মীদেরও ক্ষমতার একেবারে শেষ সীমা পর্যন্ত খাটিয়ে নেওয়া উচিত। নিয়মিত কর্মী ছিল চল্লিশ জন আর বদলি হিসেবে পাঁচ জন। এই বদলিদের সব সময়েই কাজে লাগাতে হত, কারণ রোজই কেউ-না-কেউ অসুস্থ বা ক্লান্ত হয়ে পড়ত।

হেনরির মনে হল, এইসব লোকজনদের আরও একটু যত্ন নিলে ফল ভাল হবে। তার বিশ্বাস, এদের ভাল মাইনে দেওয়া আর কাজকর্মের সুব্যবস্থা করাটা নেহাতই ব্যবহারিক সাধারণ বুদ্ধির ব্যাপার; আর এ-কথাটা যত শিগগির বুঝবে সবাই, তত শিগগির দুনিয়াটা সুন্দর হয়ে উঠবে সবাইকার কাছে।

এক কর্মকর্তাকে হেনরি একদিন বললে, 'যা দেখছি, লোকজনদের মত যন্ত্রপাতিগুলোও যদি অমনি ঘন-ঘন অকেজো হয়ে পড়ত, আপনারা তো সব ভিরমি যেতেন!'

'ফোর্ড, তুমি মানুষটি ভাল, কিন্তু তোমার ধারণাগুলোর নাগাল পাওয়া ভার। শুনতে ভালই লাগে, তবে, কাজে লাগানো চলে না। তোমাকে এক্তিয়ার দিলে তুমি তো দেখছি সব ওলট-পালট করে দিয়ে ব্যবসাটাকে পথে বসাবে!'

হেনরি ওপরওয়ালাদের কিছুতেই বোঝাতে পারলে না যে কম সময় কাজ করালে ওদের কাছ থেকে ভাল কাজ পাওয়া যাবে, কাজেই

তার এই ব্যবস্থার পরিকল্পনা মনের মধ্যে চেপে রেখে সে এডিসন কারখানায় কাজ চালাতে লাগল সকাল ছ-টা থেকে সন্ধ্যা ছ-টা।

কাজের পর তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসে গরম গরম খাওয়া, আর তারপর রান্নাঘরে, বাসন ধোবার জায়গার ওপর বসানো এক সিলিণ্ডারের একটা ইঞ্জিন নিয়ে কাজকর্ম। সিলিণ্ডারটা হল পুরোনো বয়লারের টিউব। গ্যাসোলিন ইঞ্জিনে কেমন করে স্পার্ক সৃষ্টি করা যেতে পারে, এই পরীক্ষা থেকেই হেনরি তা আবিষ্কার করলে। রোজ রাতে ক্লারা তার পাশে দাঁড়িয়ে, যে তেল যাবার জায়গা কার্বুরেটর-এ গিয়ে পৌঁছয় সেই লুব্রিকেটর-এ চামচ থেকে ফোঁটা-ফোঁটা করে গ্যাসোলিন ঢালত। নিয়মিত বিস্ফোরণের জন্যে উদগ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করত সে। হেনরির মুখে যখন তৃপ্তির হাসি ফুটত, সেই হত তার পুরস্কার।

দশ

এক রবিবার বিকেলে গাড়িটা রূপ নিল।

ক্লারা আর হেনরি বসবার ঘরে বসে কোথায় কি হচ্ছে কি না হচ্ছে সেই গল্প করছে, গাড়ির চেহারাটা হেনরির মাথায় এল। হঠাৎ একটুকরো কাগজ টেনে নিয়ে একটা খসড়া এঁকে ফেললে। তারপর বললে, 'এ কাগজটা ছোট হচ্ছে, ক্লারা ; হাতের কাছে একটা বড় কাগজ আছে ?'

ক্লারা একপিঠ-সাদা একটা স্বরলিপি লেখবার কাগজ তুলে নিয়ে হেনরিকে দিলে। সেই সাদা পিঠে হেনরি তার খুদে মোটরগাড়ির নক্সা আঁকলে। গাড়ির মধ্যেই শক্তি তৈরি করবার ব্যবস্থা থাকবে, আর দু-জন সওয়ারিও নেওয়া যাবে।

আমেরিকায় এবং তার বাইরেও অনেকে এই ঘোড়াবিহীন গাড়ি নিয়ে চেষ্টাচরিত্র করছিলেন, কিন্তু তাঁরা কী করছেন না করছেন তার

খোঁজ পাবার উপায় হেনরির ছিল না। তার কাজে সে একা— সবকিছুই আর নিজের মাথা ঘামিয়ে করতে হয়।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় লেনওয়ার নামে এক ফরাসী ইঞ্জিনে একটা স্পার্ক প্লাগ ব্যবহার করেছিল, সেটা থেকে অনবরত আগুন ছিটকোত আর এত তেতে উঠত যে কাজ চলে নি। তারপর জার্মান উদ্ভাবক অটো তাঁর চার পাকের গ্যাস ইঞ্জিন বাজারে ছাড়লেন। ঈগল আয়রন ওয়ার্কস-এ হেনরিকে এইরকম একটা ইঞ্জিন সারাতে হয়েছিল, তখন খুব মনে ধরেছিল। সিলিণ্ডারের মধ্যে পিস্টনটা নিচে নামলে গ্যাস এসে পড়ে, পিস্টন ওপরে ওঠার ধাক্কায় গ্যাস চেপে সঙ্কুচিত হয়; দহনের ফলে গ্যাস প্রসারিত হলে, তারই ঠেলায় পিস্টনটা নিচে নেমে যায়, পিস্টন আবার ওপর দিকে উঠে বাড়তি গ্যাস বার করে দেয়।

ঘোড়াবিহীন গাড়ির জন্যে অনেকে আবার বিদ্যুতের শক্তি নিয়েও কাজ করছিলেন। কিন্তু সেদিক দিয়ে অনেক রকম অসুবিধে। যে ব্যাটারিগুলো সঙ্গে সঙ্গে রাখতে হয় সেগুলো ভারি, আর বার-বার সেগুলোকে নতুন করে বিদ্যুৎ-উৎপাদন-ক্ষমতা-সম্পন্ন করে তুলতে হয়।

রোজ রাত্রে, প্রায় ভোর পর্যন্ত হেনরি তার খুদে মোটরগাড়ি নিয়ে কাজ করত। গুছিয়ে কাজ করত, নক্সা এঁকে তাতে খুঁটিনাটি সবকিছু বিশদভাবে ছকে তবে গড়বার কাজে হাত দিত।

আগুনের ফুলকি তৈরি করা আবার বন্ধ করা, ইঞ্জিনের ওজন কমানো, আর ঠিকমত মালমশলা জোগাড় করা বেশ গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। কোনও একটা অংশের দরকার পড়লে নিজেই তৈরি করে নিতে হয়, আর অনেক সময়ে তার জন্যে মালমশলা জোগাড় করাও শক্ত।

শেষ পর্যন্ত ইঞ্জিন তৈরি হল, কিন্তু হাতলের গড়নের স্টিয়ারিং গিয়ারটা গোলমাল বাধালে। ইঞ্জিনের টান কাটিয়ে সামনের চাকা-দুটো ঘোরাবার জন্যে যে ব্যবস্থা রাখতে হবে, সেটা মজবুতও হওয়া দরকার, আবার, যাতে টপ্‌ করে একটুখানির মধ্যে মোড় ঘোরানো যায় তার জন্যে দেখতে হবে, যেন বেশ সহজে নাড়া-চাড়া করা যায়।

একদিন রাত্রে আলো ধরে ক্লারা হেনরির যন্ত্রপাতি এগিয়ে দিচ্ছিল, বললে 'জান, আজ সকালে কাপড় শুকোতে দেবার সময় পাশের বাড়ির ঐ বাক্সটারগিন্নি আমার মেজাজটি একেবারে বিগড়ে দিয়েছিল ;—বড্ড পরের ব্যাপারে নাক গলায়।'

হেনরি তন্ময় হয়ে যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ জুড়ছিল, অন্যমনস্কভাবে বললে, 'বাক্সটারগিন্নির আবার কী হল ?'

পাড়ার লোকেরা তোমার যন্ত্রপাতির আওয়াজ আর ইঞ্জিনের ঘটাং ঘটাং শব্দ শুনতে পায়, সারা রাত কারখানা-ঘরে আলো দেখতে পায়,—এই আর-কি। আজকাল অনেকে বলে, তোমার নাকি মাথা খারাপ।'

হেনরি হেসে উঠল, বললে, 'ও-সব ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে নিশ্চয়ই মন খারাপ করনি ?'

'হেনরি, কী করে তুমি এসব কথা ঠাট্টা করে উড়িয়ে দাও বুঝি না! শুধু এইসব গাঁজাখুরি কথায় কান দিয়েছেন বলেই আমি বাক্সটারগিন্নিকে আমার মনে যা এসেছে তাই বলেছি। তোমার গাড়ি তৈরি শেষ হলে বাঁচি, আর পাঁচজনের মত হয়ে থাকতে পারি।' বলতে বলতে ক্লারা চোখের জল মোছে।

কাজ নামিয়ে রেখে হেনরি ক্লারাকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'আরে, এই দেখ ; আজ তোমার মন ভাল নেই। গাড়ি তো প্রায় তৈরিই। এ কিন্তু তোমার সাজে না। খোকা হলে, তখন তো তুমি বাক্সটারগিন্নির কথা শোনবার সময়ই পাবে না।'

ক্লারা ফুঁপিয়ে বললে, 'চল আমরা ডিয়ারবর্ন-এ ফিরে যাই।'

হেনরি সান্ত্বনার সুরে বললে, 'না না, অতটা খারাপ কিছু নয়। চল ঘরে যাই, গিয়ে তোমাকে এক পেয়ালা গরম চা করে দিই। কারখানার কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলি এস।'

চা খাবার পরে ক্লারার মুখে আবার যখন হাসি ফুটে উঠল, হেনরি কারখানাঘরে গেল রাতের মত তালা লাগাতে। অনেক কথা তার মনে আনাগোনা করছিল। ঘোড়াবিহীন গাড়ি নিয়ে তার কাজ চালাতে ক্লারাকে অনেক কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। হয়ত ক্লারার জন্যে ডিয়ারবর্ন-এ ফিরে যাওয়াই উচিত। কিন্তু অনেক বাধা-বিঘ্নের পর গাড়িটা প্রায় চলবার মত হয়ে এসেছে। কী যে করা উচিত, বোঝা যাচ্ছে না।

দরজায় তালা দিলে, আবার খুললে। স্টিয়ারিং হুইলের কলকব্জা নিয়ে আর মিনিট কয়েক সময় দিতে পারলেই হয়ত গাড়িটা পরীক্ষার জন্যে তৈরি হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত উৎসাহ আর চিন্তা ভাবনা গিয়ে পড়ল স্টিয়ারিং লেভারের ওপর।

কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল। কে যেন আস্তে আস্তে তার বাহুতে চাপড় মারলে : 'হেনরি, আমরা এখানেই থাকব, গাড়িটা আমাদের শেষ করতেই হবে। ডিয়ারবর্ন-এ ফিরে যাবার কথা বলেছিলাম না? ও কিছু নয়, আমার খেয়াল।'

কিন্তু ক্লারার কথা হেনরির কানেই গেল না। উত্তেজনায় অস্ফুট স্বরে বললে, 'ঠিক বাগিয়ে এনেছি ক্লারা! হয়ে গেছে, একেবারে চালিয়ে দেখবার জন্যে তৈরি!'

ক্লারা বললে, 'কিন্তু এখন রাত তিনটে বাজে, আর জোর বৃষ্টি হচ্ছে। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলে ভাল হত না?'

এক ঝটকায় দরজাটা খুলে ফেলে হেনরি বললে, 'ওতে কিছু এসে যাবে না। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে আমার দম ফেটে যাবে!'

ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রি, বৃষ্টির জলে বরফ গলে নরম হয়ে যাচ্ছে। গাড়ির সামনে একটা লণ্ঠন ঝুলিয়ে দিয়ে হেনরি বসবার জায়গাটায়

চাপল। প্রথমে ফুট্ ফুট্ ফট্ ফট্ করে আওয়াজ হল। ক্লারা নিশ্বাস আটকে রইল, তারপর লম্ফ-ঝম্প বন্ধ হয়ে আস্তে আস্তে যখন আওয়াজটা একসমান ঝক্-ঝক্ করে হতে লাগল, তখন সহজ ভাবে নিশ্বাস নিতে পারলে।

তারপর যেন মন্ত্রবলে মোটর গাড়িটা সত্যি-সত্যি চলতে লাগল। শক্ত করে স্টিয়ারিং হুইলটা চেপে ধরে হেনরি বাক্সটারগিন্নির বেড়াটা বাঁচালে। অদ্ভুত গড়নের গাড়িটা এঁকে বেঁকে ঘোড়ার গাড়ির রাস্তা ধরে নড়-বড় করে চলতে লাগল।

পশমের শাল মুড়ি দিয়ে ক্লারা গাড়ির সঙ্গে পাল্লা রেখে পাশে-পাশে কাঠের রাস্তা ধরে ছুটতে লাগল। আশপাশের বাড়ির ওপর-তলার জানলায় আলো জ্বলে উঠল, আর তার মধ্যে যাদের কৌতূহল আর সাহস একটু বেশি তারা কেউ কেউ দেখতে বেরোলো, গোলমালটা কিসের।

মোড় পর্যন্ত এসে হেনরি গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল, তারপর গাড়িটাকে তুলে ঘুরিয়ে নিয়ে চালিয়ে বাড়ি ফিরল, গাড়িটাকে ঠেলে তুলে দিলে কারখানার চালাঘরে।

বিজয় গর্বে চেঁচিয়ে উঠল, 'চলেছে! এবার ওটাকে আরো ভাল আর কাজের করে তুলতে হবে। কাদার ওপর দিয়ে, খানা-খোন্দল পার হয়ে, খাড়াই পাহাড়ে রাস্তায় চালাতে হবে। পেছন দিকেও চালানো দরকার।'

হেনরি বুঝতে পারলে, তার ঐ সাইকেলের-টায়ার-লাগানো চারচাকার গাড়িতে অনেক ভুলচুক আর খুঁত আছে। কিন্তু আড়াই ইঞ্চি মাপের ফাঁদলওলা দুটো সিলিণ্ডার দিয়ে আর পেছনের চাকার ডাণ্ডার এক-এক ধাক্কায় ছ-ইঞ্চির পাক খাইয়ে একটা তো তৈরি করেছে। এতে চার অশ্বশক্তির দু-রকমের গতিবেগ তৈরি করা যায়, —বেশির দিকে ঘণ্টায় কুড়ি মাইল, আর কমের দিকে দশ মাইল। চালাবার জায়গার সামনে একটা ক্লাচ আছে, তাই দিয়ে গতিবেগ

নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বসবার জায়গার নিচে ট্যাঙ্ক আছে, তাতে তিন গ্যালন পেট্রল ধরে। একটা ছোট নল আর ভাল্‌ভ্‌-এর মধ্য দিয়ে তেলটা মোটরে গিয়ে পৌঁছয়।

হেনরি আর ক্লারার কাছে ১৮৯৩ সালটা মনে রাখবার মত। ঘোড়াবিহীন গাড়ি প্রথম চালিয়ে দেখা হল, আর তাদের একটি ছেলে হল।—হেনরির ইস্কুলের বন্ধুর নামে খোকার নাম দেওয়া হল এডসেল ব্রায়াণ্ট ফোর্ড।

চারিদিকে রটে গেল যে একটা অদ্ভুত লোক ডেট্রয়েট-এর রাস্তায় একটা কিম্ভূত জিনিস চালিয়ে বেড়াচ্ছে, সবাই তাতে বিরক্ত। বিচ্ছিরি শব্দ হয়, আর ঘোড়াগুলো আঁৎকে ওঠে। আর সবচেয়ে বড় অসুবিধে হল, গাড়ি-ঘোড়ার পথ আটক করে। দেখবার জন্যে সব সময়ে লোকের ভিড়। বেশিক্ষণের জন্যে হেনরি গাড়িটা কোথাও রেখে গেলে, কৌতূহলী হয়ে কেউ-কেউ সেটা চালাবারও চেষ্টা করত। শেষ অবধি একটা শেকল সঙ্গে নিতে হত, আর গাড়ি রেখে গেলেই ল্যাম্প-পোস্টের সঙ্গে শেকল দিয়ে বাঁধতে হত।

সাইকেলের চেয়ে সামান্য একটু বড় এই ফোঁস-ফোঁস কলের গাড়ি তৈরি করতে হেনরির চার বছর লেগেছিল। তারপর দ্বিতীয় বার পেট্রল-চলা গাড়ি তৈরি করবার আগে দু-বছর ভাবতে সময় নিলে।

ইতিমধ্যে খুব চড়া দামের কয়েকটা গাড়ি তৈরি হয়েছে, আর পয়সাওলা লোকেদের কাছে বিক্রি হয়েছে। এ-সব গাড়ির ইঞ্জিন বিরাট আর জটিল, তাইজন্যে গাড়ির আকারও প্রকাণ্ড। উইনটন, হেন্স আর ডুরিয়া, এদের গাড়ি যখন বাজারে এল, প্রায় সবাই ভাবলে হেনরি ছোকরা এবার পিছিয়ে পড়ল।

১৮৯৬ সালে, হেনরির বয়স যখন তেত্রিশ, তার জীবনে একটা বড় ব্যাপার ঘটল।

কাজ সেরে ঝড়ের মত বাড়িতে ঢুকে ডেকে বললে, 'একটা সুখবর আছে!'

ক্লারা তখন এডসেলকে বিছানায় চাপাচুপি দিয়ে শোয়াচ্ছে। পা টিপে-টিপে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে, আস্তে করে দরজা ভেজিয়ে দিলে। তারপর উৎসুক গলায় ফিস-ফিস করে জিগেস করলে, 'কী ব্যাপার?'

'ন্যু-ইয়র্কের ম্যানহাটন বীচ-এ অ্যাসোসিয়েশন অব্ এডিসন ইলিউমিনেটিং কম্পানিজ-এর যে বার্ষিক সম্মেলন হবে, সেই সম্মেলনে যাবার জন্যে ডেট্রয়েট কম্পানি থেকে চারজন লোক বাছাই করা হয়েছে ;—তার মধ্যে আমি একজন।'

ক্লারা খুশিতে ঝলমল করে বললে, 'এ তো ভীষণ সম্মানের কথা!'

হেনরি বললে, 'টমাস এডিসন ওখানে থাকবেন, দেখা হবে আশা করি।'

কয়েকদিন বাদে ম্যানহাটন বীচ-এ ওরিয়েন্টাল হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে উনপঞ্চাশ বছরের এডিসন হেনরি ফোর্ডের সঙ্গে করমর্দন করলেন।

সন্ধ্যার সময় বৈদ্যুতিক গাড়ি নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল। একজন কর্তাব্যক্তি এডিসনকে ডেকে হেনরিকে দেখিয়ে বললেন, 'এই ছোকরাটি একটা পেট্রলে-চলা গাড়ি তৈরি করেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে এডিসনের আগ্রহ হল, জিজ্ঞাসা করলেন, 'কীভাবে সেটা চলে?'

হেনরি বুঝিয়ে বললে।

মিঃ এডিসন বললেন, 'কাছে এগিয়ে এস তো ছোকরা, যাতে ভাল করে শুনতে পাই!'

মিঃ এডিসনের ডান পাশের লোকটির সঙ্গে হেনরি জায়গা বদল করলে।

টেবিলের সবাইকার দিকে তাকিয়ে মিঃ এডিসন বললেন, 'স্বয়ংসম্পূর্ণ হাল্কা কোনও ইঞ্জিন, যাতে বেশি শক্তি উৎপন্ন হয়, তার ভবিষ্যৎ আছে। শুধু এক রকম শক্তি দিয়ে দেশের সব কাজ কখনও হতে পারে না।'

বিদ্যুতের জাদুকর এডিসন হেনরিকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চললেন। জবাব দেবার সঙ্গে সঙ্গে হেনরি নক্সা এঁকে দেখালে। সিলিণ্ডারের ভেতর গ্যাস-এ বিস্ফোরণ ঘটানোর ব্যবস্থাটা সম্পর্কে এডিসনের বিশেষ আগ্রহ।

দুম করে টেবিলের উপর এক ঘুসি মেরে বললেন 'এই তো ঠিক! চালিয়ে যাও ছোকরা! স্টোরেজ ব্যাটারি বড্ড ভারি। বাষ্পে-চলা গাড়িতেও হবে না, কারণ তাতে আগুনের দরকার। তোমার গাড়িতে আগুন, ধোঁয়া, বাষ্প কিছু নেই। তোমারটাই একেবারে ঠিক জিনিসটি হয়েছে। কাজ চালিয়ে যাও!'

হেনরির শিড়দাঁড়া বেয়ে একটা শিহরণ খেলে গেল।

টেবিলের ওপর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবকের হাতের একটি ঘুসি,—এর বাড়া আর কোনও উৎসাহের দরকার ছিল না হেনরির। ক্লারা ছাড়া আজ পর্যন্ত কেউ হেনরিকে উৎসাহ দিয়ে একটি কথাও শোনায় নি। সে কামনা করত, যে-রাস্তায় সে চলেছে সেটা যেন সঠিক হয়। কখনও মনে হত নিশ্চয়ই ঠিক আছে, আবার কখনও-কখনও সন্দেহ জাগত। এখন সে জানতে পারলে, যে ঠিকই হয়েছে তার।

ডেট্রয়েট-এ ফিরে গিয়ে হেনরি একটা রোখ নিয়ে দ্বিতীয় গাড়ি তৈরির কাজে হাত লাগালে।

প্রথমটার চেয়ে এ-গাড়ি দু-ফুট লম্বা। সুমুখের মত পেছন-দিকেও চলতে পারে। পিস্টন নিয়ে ঠুকঠাক করলে; স্পার্ক-এর সময়, আর মিনিটে ক-বার পাক খাচ্ছে, তাই নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলে। পিস্টনের একটা ধাক্কায় চাকা ঘোরাবার ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটা পুরো একপাক ঘুরে গেল।

হেনরি হিসেব করে দেখলে, ঠিকমত ত্নুটো করে ধাক্কা দেওয়াতে পারলে জোরও বাড়বে, চলবেও আরও স্বচ্ছন্দে। আরও অনেক ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার আছে। একটা কারখানা খোলবার জন্যে তার টাকা জোগাড় করা দরকার। লোকেদের মধ্যে আগ্রহ জাগাতে হবে, তারপর তাদের মনে বিশ্বাস জাগিয়ে তার এই বিনা-ঘোড়ার গাড়ি তাদের দিয়ে কেনাতে হবে। কাজ তো সবে শুরু হল।

এগারো

রেলের বাঁশি বেজে উঠল, কণ্ডাক্টর চেঁচালে, 'সবাই উঠে পড়ুন!' স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে হেনরি হাত নেড়ে বিদায় জানালে। এডসলকে নিয়ে ক্লারা ডিয়ারবর্ন-এ তার মা-বাবার কাছে বেড়াতে যাচ্ছে।

ওদের ছেড়ে থাকতে হেনরির খারাপ লাগবে। ফাঁকা বাড়িতে ফিরতে ভাল লাগে না, কিন্তু খেত-খামারের সঙ্গে খোকার পরিচয় হয়ে থাকা ভাল; আর তা ছাড়া ক্লারা আর এডসেল প্রত্যেকবার বাইরে যাবার সময় অনেক আগে থাকতে কত খুশি হয়ে জল্পনা-কল্পনা করে। হেনরিকেও সঙ্গে যাবার জন্যে ক্লারা কত করে বলেছে, কিন্তু হেনরির এখন অনেক কাজ।

দ্বিতীয় গাড়িটা নিয়ে সে আট বছর খেটেছে। এখনও সে এডিসন কম্পানিতেই আছে, ওখানকার চীফ ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে, মাইনে পায় মাসে ১০০ ডলারেরও বেশি। প্রথম যখন এখানে ঢোকে তখন মাইনে ছিল ৪৫ ডলার, সে হিসেবে অনেক বেড়েছে।

সময় পেলেই হেনরি পয়সাওলা লোকেদের মনে তার পরিকল্পনা সম্বন্ধে আগ্রহ জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করত। কোনও অফিসে গিয়ে ঢুকলে সঙ্গে সঙ্গে সবাই হেসে বলত, কীহে, দিগ্‌গজ

আবিষ্কারকের কী খবর?' কেউ হয়ত বলে, 'গাড়ি তৈরির টাকা না-হয় দিলুমই, কিন্তু কিনবে কে? না হে, এত অনিশ্চয়তার মধ্যে আমি নেই।'

আবার কেউ বলে, 'আরে ববাবা, ফোর্ড, এ যে একেবারে সোনার খনি! একটা ব্যবসা ফাঁদব, শেয়ার বিক্রি করব, বড় ফিটন তৈরি করব, তিন-চার হাজার যারা খরচ করতে পারবে, তারা কিনবে। এক একটা গাড়িতে শতকরা তিন চারশো লাভ থাকবে।'

গাড়ি তৈরি করাটা হেনরির পরিকল্পনার আধখানা, বাকি আধখানা হল তাকে শস্তা করে তৈরি করা। বড় ফিটন কিনবে পয়সাওলা লোকেরা—সে চায় এমন যন্ত্র বানাতে, যা তার মত সাধারণ লোকেরাও কিনতে পারে।

কলের গাড়ি তৈরি করায় উইনটন, ডুরিয়া, ওল্ডস্, হেইনস্, আর ম্যানারসনের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। এদের পরে নাম হল পীয়ারলেস,ক্যাডিল্যাক, স্টুডিবেকার আর মারমন,—এদের। স্টেশন থেকে বেরোবার পর হেনরির মাথায় একটা চিন্তা হাতুড়ির মত ঘা মারতে লাগল—তার পরিকল্পনার কথায় কান দেবে তেমন পয়সাওলা লোকের সন্ধান কোথায় পাওয়া যায়! তার খুদে গাড়িটা ঝক্-ঝক্ করে চলছে। এর মধ্যেই ক্লারার অভাব বোধ করছে সে, কারণ ক্লারার সঙ্গে পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে ভাল লাগত। কফি জিম-এর খাবারের দোকানে সে থামবে ঠিক করলে। মনটাও ভাল হবে, আর এক কাপ ভাল কফিও পাওয়া যাবে।

প্যান-বোঝাই মাংসের খাবার সামনে নিয়ে কফি জিম একা দাঁড়িয়ে ছিল। বললে, 'আরে হেনরি যে! তোমায় দেখে খুব খুশি হলুম। তোমার কারখানার টাকার কিছু হল?'

একটা টুলের ওপর বসে হেনরি মাথা নাড়ল, 'না, এখনও কিছু হয়নি, তবে, আমি ছাড়িনি। টাকা রোজগারের জন্যে আমায়

চাকরি করতে হয়, তেমন প্রতিপত্তিশালী চেনাশোনা কেউ নেই —এ অবস্থায় একটু সময় তো লাগবেই।'

কফি জিম তেতে উঠে বললে, 'বুঝি না বাপু! আরে বাবা, ডেট্রয়েট-এ তোমার চেয়ে খাটিয়ে আর সৎ লোক আর কে আছে?'

'তুমি সত্যিই আমার বন্ধু। কিন্তু যারা টাকা খাটাবে, তারা আমাকে দিয়ে পুতুলের মত কাজ করিয়ে নিতে চায়। ওদের গোঁ ছাড়িয়ে একবার যদি আমার মত অনুযায়ী চালাতে পারি তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

নিজের মাথায় টোকা মেরে কফি জিম বললে, 'তোমার মাথাটি তো বেশ সাফ; ওদের গোঁ ছাড়াবার ব্যবস্থাও তুমি ঠিক করে নেবে।'

হেনরি কফির পেয়ালায় চামচ নাড়তে নাড়তে বললে, 'একটা বুদ্ধি এসেছে, কিন্তু সেই এক ব্যাপার,—টাকা, টাকা, আর টাকা।'

'নতুন আবার মাথায় কী এল?'

'দেখছি তো, রেসিং-এর নামে সারা দেশটা পাগল—সাইকেলের রেস, ঘোড়ার রেস—যে-কোনও রেস। একটা রেসের গাড়ি তৈরি করে আসছে বছরের রেসিং-এ ঢোকাতে পারলে তবে ওদের চোখ ফুটবে।' তার গাড়ি রেস-এ জিতবে, আর তার মানে যে কত কিছু হওয়া, ভাবতেই হেনরির বুকের মধ্যে দুপ-দাপ শুরু হয়ে যায়।

'মানে, তুমি রেসিং-কার তৈরি করবে বলছ?'

'না, না, রেস জেতার মত ভাল একটা গাড়ি তৈরি করতে পারলে, বুঝতে পারছ না, আমার ক্ষমতার ওপর লোকের বিশ্বাস হবে, গাড়ি তৈরির টাকা জোগাড় করতে আর কোনও অসুবিধে হবে না।'

'রেসের মত গাড়ি তুমি পারবে তৈরি করতে?'

'টাকা থাকলে আর সময় পেলে আলবৎ পারি। কিন্তু এখান থেকে ওখান থেকে টাকা যদিও জোগাড় করতে পারি, শুধু

সন্ধেবেলায় কাজ করলে তো কয়েক বছরেও তৈরি হয়ে উঠবে না। তবু চাকরি তো ছাড়তে পারি না,—ছেলে রয়েছে, বৌ রয়েছে, তাদের দেখতে হবে।'

কফি জিম ঘাড় নেড়ে বললে, 'তোমার বৌটি ভাল, আর ছেলেটিও বেশ চালাক চতুর। তোমার কাজ দেখতে কারখানা-ঘরে গেলেই তোমার বৌ আমাকে ভাল ভাল কেক খাওয়ায়।' তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'ব্যাঙ্কে যে টাকাটা রাখি সেইটের কথা ভাবছিলুম—বৌ নেই, ছেলেপুলে নেই যে জমাব। তুমি চাকরি ছেড়ে দাও, গাড়ি তৈরি করে রেসে নেমে পড়!'

'দেবে তুমি?' হেনরি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না। লাফিয়ে উঠে কফি জিমের হাতে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'এমন একটা রেসের গাড়ি তৈরি করব, দেখে ওদের চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসবে!'

পরের দিনই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে হেনরি রেসের গাড়ি তৈরির কাজে লেগে গেল। ছোট্টর মধ্যে দু-সিলিণ্ডারের একটি ইঞ্জিন তৈরি করলে, আর গাড়ি বসাবার একটা ন্যাড়া কাঠামো খাড়া করলে। কয়েকবার চালিয়ে দেখে সে নিঃসন্দেহে বুঝলে,—হাওয়ার বেগে ছুটবে। 'দি বুলেট্' বলে একটা গাড়ি নিয়ে আলেকজাণ্ডার উইনটন গাড়ির দৌড়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল,—হেনরি সঙ্গে সঙ্গে তাকে পাল্লা দিতে ডাকলে। ডেট্রয়েট-এর কাছে গ্রস পয়েণ্ট ট্র্যাক হল দেশের মধ্যে গাড়ি-দৌড়ের সবচেয়ে ভাল জায়গা; সেইখানে রেসের ব্যবস্থা করা হল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা হেনরি গড়নের কথা ভাবত, ওজন আর বাতাসের বাধা নিয়ে যে-সব সমস্যা হয় সেইসব কষে দেখত। আট মাস কাজ করার পর ১৯০২ সালের গ্রীষ্মকালের গোড়ার দিকে হেনরির গাড়ি পরখ করে দেখবার জন্যে তৈরি হল।

একদিন ভোর চারটের সময়, রাস্তায় যখন লোকজন কেউ নেই,

কফি জিম গাড়ির চালাবার জায়গায় হেনরির পাশে বসল গিয়ে ; দুজনে গাড়ি নিয়ে বেরুল।

কফি জিম দু-হাতে টুপি চেপে ধরে রইল। হিস্-হিস্ করে টেনে টেনে নিশ্বাস নিয়ে বললে, 'ব্যাটা পক্ষীরাজ ছুটছে যেন বিদ্যুতের মত।'

হেনরি হেসে বললে, 'রেসের জায়গায় পড়লে কী হয় একবার দেখো না, এ তো তার কাছে কিছু নয়। কোথায় মেরে বেরিয়ে যাবে।'

গ্রস পয়েন্ট-এর রেসের নামে চারিদিকে উত্তেজনার আর শেষ নেই। অসম্ভব ভিড়। যাঁরা দেখতে এসেছিলেন, খবরের কাগজের ভাষায় তাঁরা হলেন ডেট্রয়েট আর ক্লীভল্যাণ্ডের অভিজাত সম্প্রদায়। তাঁরা এসেছেন মস্ত চ্যাম্পিয়ন উইনটনকে দেখতে। উইনটনকে দেখে জনতার সে কী উল্লাস! চালের মাথায় নিশ্চিন্ত মনে সে অপেক্ষা করছে তার গাড়িতে বসে—এ-গাড়িকে কেউ হারাতে পারে নি।

হেনরি তখন তার ধ্যাবড়া গাড়িটা চালিয়ে দৌড়ের জায়গায় আনলে। এদিক থেকে ওদিক থেকে ছাড়া-ছাড়া দু-একটি হর্ষধ্বনি শোনা গেল। অনেকে তার অদ্ভুত গাড়িটা নিয়ে হাসি মস্করা করলে, জিজ্ঞসা করলে, 'ডেট্রয়েট-এর এই ফোর্ড লোকটা কে?'

কফি জিম হেনরির পিঠ চাপড়ে বললে, 'লাগাও যত জোর আছে,—সেদিন সেই ভোর চারটের সময়ে যেমন বলেছিলে!'

বিখ্যাত বাইসিক্ল চ্যাম্পিয়ন টম কুপার এসেছিলেন এই বিরাট কাণ্ড দেখতে। দৌড়ের জায়গায় গিয়ে তিনি উইনটনের সঙ্গে কথা বললেন। ভিড়ের মধ্যে থেকে তুমুল হর্ষধ্বনি উঠল।

কুপার বললে, 'ফোর্ডের ঐ ঝড়ঝড়ে গাড়িটা ছাড়া আর কোনও গাড়ি যখন পাল্লা দিচ্ছে না, তখন আজ তো দেখছি তুমি মেরে উড়িয়ে দেবে!'

আত্মপ্রসাদে উইনটন বললে, 'হ্যাঁ, আমার গাড়িটাতে পুরো স্পীডও লাগাতে হবে বলে মনে হয় না।'

পিস্তল ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়িদুটো ছুটতে শুরু করব,—ক্লারা আর এডসেল সিঁটিয়ে রয়েছে সেই শব্দের অপেক্ষায়। উৎকণ্ঠার সঙ্গে ক্লারার ভয়ও করছে, যদি হেনরি রেসে হেরে যায়, যদি তার স্বামীকে হারতে হয়। তার মনে হল, মোটর গাড়ির রেসে বড্ড বিপদের ভয়।

উইনটন একবার উঠে দাঁড়িয়ে টুপি নেড়ে আবার বসে পড়লেন তাঁর 'দি বুলেট' গাড়িতে। জনতা উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল। হেনরি শান্ত হয়ে বসে রইল রেস শুরু হবার অপেক্ষায়। পিস্তলের কান-ফাটানো শব্দ শোনা গেল, রেসও শুরু হল।

বুলেট গাড়িটা ছিটকে বেরিয়ে যেতেই হেনরির গাড়ি লাফিয়ে ছুটল তার পেছনে। প্রথম পাক, দ্বিতীয় পাক থেকে তৃতীয় পাক পর্যন্ত উইনটন অনায়াসে এগিয়ে যাচ্ছিল। লোকেরা উইনটনের নামে চিৎকার করে উঠল। ক্লারা হাত মুঠো করে ঠোঁট কামড়ে রইল। এডসেল প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল, 'জোরে বাবা, আরও জোরে!'

কফি জিম বুকফাটা চিৎকার করল, 'ফোর্ড, এগোও,—এগোও হেনরি!'

হেনরির খুদে গাড়িটা উইনটনের পেছন-পেছন এগিয়ে আসছে। ক্রমশ আরও কাছে, খুব কাছে এসে পড়ল—তারপর হেনরি বোঁ করে মেরে বেরিয়ে গেল।

সমস্ত দর্শক আর সারা পৃথিবী বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে শুনলে, হেনরি ফোর্ড লোকটা এক মিনিট ১$\frac{1}{2}$ সেকেণ্ডে একমাইল পাড়ি দিয়ে গাড়ি চালানোর নতুন রেকর্ড করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

সাইকেল রেসের বিখ্যাত টম কুপার দৌড়ে গেল হেনরির

কাছে। খুদে গাড়ির মধ্যে বসে হেনরি তখন মুখের ঘাম আর ধুলো মুছছে। কুপার বললে, 'সাবাস ফোর্ড, একটা রেস হল বটে!'

গাড়িটা ভাল করে দেখে কুপার জিজ্ঞাসা করলে, 'কাদের ইঞ্জিন লাগিয়েছ?'

'আমি তৈরি করেছি!'

'বল কী? থ বানিয়ে দিলে হে! একদিন গিয়ে ভাল করে দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'যখন ইচ্ছে। খুশি হয়েই দেখাব।'

এরপর কয়েকদিন কাগজের সংবাদদাতা আর ছবি-তোলার লোকেদের নিয়ে হেনরি ব্যস্ত রইল। খবরের কাগজের প্রথম পাতায় বড় বড় করে হেনরির, তার গাড়ির আর কারখানার পুরোনো চালাঘরের ছবি ছাপা হল। তার কাজের বর্ণনা আর ব্যবসা খোলবার ইচ্ছার কথাও ছাপলে। কত যে প্রস্তাব এল তার ইয়ত্তা নেই—কিন্তু সেই এক ব্যাপার, সব্বাই শর্ত করতে চায়, কী ধরনের গাড়ি তৈরি হবে সেটা তারা ঠিক করে দেবে! আর এদিকে হেনরি তার সেই মত আঁকড়ে ধরে রয়েছে যে, কারখানার মালিকদের এমন জিনিস তৈরি করা উচিত, যাতে যতটা সম্ভব বেশি লোকের দামে পোষায়—যাতে জনসাধারণের সবচেয়ে বেশি উপকার।

টম কুপার প্রায়ই হেনরির চালাঘরে আসত। ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে পড়ল দু-জনে। বারান্দায় বসে কখনও বা আলাপ করত, কী করে হেনরির শর্তে টাকা পাওয়া যায়। একদিন সন্ধ্যাবেলা কুপার পরামর্শ দিলে, 'আর-একটা রেস জেতো না, আসছে বসন্তের সময় গ্রস পয়েন্ট ট্র্যাক-এ তো আবার একটা রেস হচ্ছে।'

'সেই পুরোনো গাড়ি নিয়ে নামলে তো নতুন কিছু বা অবাক করার মত কিছু হবে না! ধর,—দাঁড়াও, দাঁড়াও—যদি নতুন একটা গাড়ি তৈরি করতে পারি—'

সোৎসাহে কুপার বলে উঠল, 'নিশ্চয়! ঠিকই তো! আরো ভাল করে তৈরি করতে পারবে!'

'চার সিলিণ্ডারের একটা মতলব আমার মাথায় আছে, সোঁ-সোঁ করে হাওয়ার মত ছুটবে।'

কুপার লাফিয়ে উঠে হেনরির কাঁধে চাপড় মেরে চেঁচিয়ে উঠল, 'লেগে যাও, আমি রইলুম তোমার পেছনে,—যত টাকা লাগে লাগুক।'

এরকম প্রস্তাব হেনরির কাছে কখনও আসেনি, নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস হল না। কুপারের হাতে হাত মিলিয়ে বললে, 'আরে ভাই, এ হলে আমি কী না করতে পারি! এক্ষুনি আমি কাগজ পেন্সিল নিয়ে কাজে বসছি। কী রকম হবে, আগে থেকেই আমার মাথায় আছে।'

খরচের বাঁধাবাঁধি রইল না, হেনরি শুধু দ্রুত বেগের দিকে লক্ষ্য রেখে দু-খানা গাড়ি তৈরি করতে লেগে গেল। চারটে করে বড় বড় সিলিণ্ডার, তাতে আশি অশ্বশক্তি পাওয়া যায়। মোটর গাড়ির ব্যাপারে এতটা কেউ কখনও ভাবেনি। মোটর চালালে চালাঘরটা কেঁপে-কেঁপে উঠত।

বিখ্যাত রেলের ইঞ্জিন 'এম্পায়ার স্টেট এক্সপ্রেস'-এর নামে একটার নাম হল '৯৯৯' আর আর-একটার নাম 'অ্যারো'। এবার-কার রেসে ৯৯৯টা চালাবে ঠিক করলে হেনরি। তার গাড়ি যে ঐ শক্তিশালী স্টীম ইঞ্জিনের মতই নাম করবে, তাতে হেনরির সন্দেহ নেই।

গাড়িটা যখন চলবার ট্র্যাক-এ বার করে আনা হল, কুপার হতভম্ব! মোটরের আওয়াজে কানে তালা লেগে যায়; অনেক দূর পর্যন্ত শোনা যায়। হেনরি গাড়ি চালিয়ে ট্র্যাক-এর চারিদিকে পাক মারলে। কুপার অবাক হয়ে দেখতে লাগল।

হেনরি বললে, 'এ তো অর্ধেক, পুরো জোর দিইনি। কেমন মনে হচ্ছে, ৯৯৯?'

'আরে ব্বাস, ঐ ধূমকেতুকে আমি চালাচ্ছি ভাবছ? রাজত্ব পেলেও না!'

উত্তরে হেনরি বললে, 'আমিও নয়। কিন্তু চালাবার লোক না পেলে কী করে হবে?'

'জলজ্যান্ত কেউ কি আর প্রাণ হাতে করে চালাবে?'

'একেবারে যেন রেসের গাড়ি তৈরি করেছ, মনে হচ্ছে! কিন্তু চালাবার লোকের কী করা যায়! মরে মরে বেঁচে উঠবে মনে করে —তেমন পাগল কি আর এক-আধজন নেই?'

আরে—দাঁড়াও, দাঁড়াও! একজন বেপরোয়া সাইকেল-চড়িয়েকে জানি, তার জোর ছুটের বাতিক। টেলিগ্রাম করব তাকে। নাম হল বার্নি ওল্ডফীল্ড। ও-ই ঠিক আমাদের লোক।'

ওল্ডফীল্ডের ছোকরা বয়েস, পেশাদার সাইকেল-চালিয়ে। মোটরগাড়ি আগে সে কখনও চালায় নি, তবু জোরে ছোটার আনন্দের লোভ সে সামলাতে পারলে না।

রেসের এক সপ্তাহ আগে বার্নি এসে পৌঁছল। সারা সপ্তাহ ধরে হেনরি আর কুপার গাড়ি চালাবার খুঁটিনাটি আর কলকব্জার ব্যাপার তার মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে। মোটরের বিষয় শিখলে, কেমন করে চাকা ঘোরাবার ভারি হাতলটা নাড়াচাড়া করতে হয়, কী করে বিপদ বাঁচিয়ে মোড় বেঁকতে হয়—সব শিখে নিলে। রেসের আগের দিন গাড়িটা বার করে ট্র্যাক-এর চারিদিকে আস্তে করে চালিয়ে দেখলে।

৯৯৯ তার বাইসিক্‌ল-এর মতই সড়গড় হয়ে গেল। বললে, 'আমি ঠিক চালিয়ে নেব। কাল একবার দেখে নেব, কত জোরে চলে।'

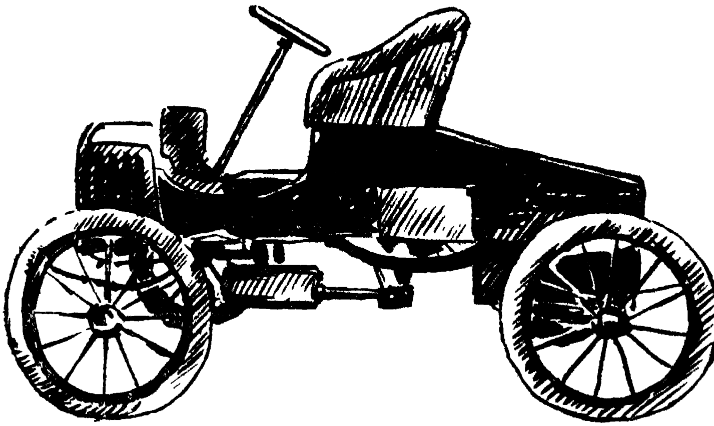
গ্রস পয়েন্ট ট্র্যাক-এর মাপ তিন মাইল, বাঁকের মাথায় রাস্তার কিনারায় উঁচু করা নেই। ছটা গাড়ি নাম দিয়েছে রেসে। ওল্ড-ফীল্ড পাথরের মূর্তির মত স্থির। হেনরি যখন ৯৯৯-এ দম দিচ্ছে,

তখন বার্নি কুপারকে বললে, 'এই যন্তরই হয়ত আমাকে মারবে, কিন্তু বাছাধনকে হামাগুড়ি মারতে দিচ্ছি না!'

গাড়ি ছুটল। বাইরে থেকে ওল্ডফীল্ডকে ডাবের মত ঠাণ্ডা দেখালেও, ভেতরে ভেতরে জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির মত টগবগ করে ফুটছে। ৯৯৯ গতিবেগের শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছল, আগুনের হল্কা উড়তে লাগল। ইঞ্জিন বন্ধ না করেই ওল্ডফীল্ড মোড় বেঁকলে। ছিটকে পড়ে তালগোল পাকিয়ে যাওয়ার কথা হয়ত মনে হয়েছে তার, কিন্তু সেইসঙ্গে সে যে কী উদ্দাম আনন্দ! পাল্লা যখন শেষ হল, তার ঠিক পরের গাড়িটা তখন আধ মাইল পেছনে। দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত লোকের মুখে মুখে বার্নি ওল্ডফীল্ড আর ৯৯৯-এর কথা।

কয়েক সপ্তাহ বাদে ওল্ডফীল্ড ৯৯৯টি ন্যু ইয়র্ক-এ নিয়ে গেল, তার আর হেনরির কপালে নতুন নতুন জয়টীকা আঁকা হল। রেসের গাড়ি চালানোর এই নতুন কাজে বার্নির রোমাঞ্চ লাগে। বাইসিক্ল রেস এখন তার কাছে বড্ড পানসে।

তার গাড়ি যে রেকর্ড করেছে, তাতে হেনরির বড় আনন্দ,—রেসের ব্যাপারে উৎসাহী বলেই নয়, এতে তার পরিকল্পনা সফল করার উপায় হবে বলে। সে বোঝে, ৯৯৯-এর এই নাম বজায় থাকতে থাকতে কাজ গোছানো চাই। কী কী সম্ভাবনা আছে খতিয়ে দেখলে। কয়লার কারবার করে আলেকজাণ্ডার ম্যালকমসন, বিনা-ঘোড়ার গাড়ির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার আগ্রহটা নিতান্ত কম নয়। এডিসন কম্পানিতে কাজ করবার সময় হেনরি তার কাছে কয়লা কিনত। ম্যালকমসন তার কারখানাঘরে এসেছে, গাড়িও চড়েছে। পরদিন সকালবেলায় ম্যালকমসনের সঙ্গে হেনরি দেখা করবে ঠিক করলে।



বার

ম্যালকমসন-এর অফিসে ঢুকে হেনরি বললে, 'সুপ্রভাত, অ্যালেক্স।'

এক কোণে উঁচু ডেস্কে জেমস্ কুজেন্‌স্ বলে একজন কেরানি বসে ছিল, তার সঙ্গে হেনরি দু-একটা কথাবার্তা বলার পর ম্যালকমসন জিজ্ঞাসা করলে, 'কী মনে করে বল তো হেনরি?'

'অ্যালেক্স, একদিন বলেছিলে যে তোমার বিশ্বাস এমন একটা দিন আসবে যখন লোকের মন যাবে মোটর গাড়ির দিকে। মোটর তৈরির ব্যাপারে প্রথম পথ দেখাতে চাও, তো বল।'

চুরুটটা দাঁত দিয়ে কামড়াতে কামড়াতে ঠোঁটের এদিক থেকে ওদিকে ঠেলে ম্যালকমসন বললে, 'হ্যাঁ, সবাইকে একরকম চাগিয়ে তুলেছ তুমি, ৯৯-এর দিকে সবাইকার নজর পড়েছে।' ম্যালকমসনের আগে থেকেই মতলব আছে মোটর গাড়ির ব্যবসায়ে কিছু টাকা খাটাবে, তবে, ঠিক করতে পারে নি লেন-দেনটা হেনরির সঙ্গে করবে না অন্য কারো সঙ্গে। শেষে বললে, 'ব্যবসাটা কী ধরনের হবে হেনরি?'

ডেস্কে বসে জেমস্ কুজেন্স্ খরগোসের মত কান খাড়া করে শুনছে।

'ফোর্ড মোটর কম্পানির নামে আমরা একরকম হাল্কা, ভাল জাতের গাড়ি বাজারে ছাড়ব—১,০০০ ডলারেরও কমে বিক্রি করা যাবে। কাছাকাছি ম্যাক অ্যাভেন্যুতে একটা ছুতোরের কারখানা আছে, অদল-বদল করে মোটর গাড়ির কারখানা করে নেওয়া যাবে। আর, জেনারেল ম্যানেজার আর চীফ ইঞ্জিনীয়ার-এর কাজ আমি চালাব, মাইনে নেব মাসে ২০০ ডলার।'

ম্যালকমসন জিজ্ঞাসা করলে, 'শেয়ারের আমি কী পাচ্ছি?'

'কম্পানির মূলধন হবে ১০০,০০০ ডলার, তার শতকরা ৫১ ভাগের আধাআধি অংশীদার হব আমরা দুজন—শতকরা ২৫½ শেয়ার তোমার, ২৫½টা আমার। ৩,০০০ ডলার পর্যন্ত বিল-এর দায় তোমার।'

হেনরি জানে ম্যালকমসন টাকাটা তুলতে পারবে।

ম্যালকমসন কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। সারাটা জীবন সে টাকার পাহাড় জমাবার মওকা খুঁজে বেড়িয়েছে। কয়লার ব্যবসা ভালই চলে, তবে, সে আরও বড় ব্যবসার তালে ছিল। এখন ভাবতে লাগল, এই-ই কি সেই সুযোগ?

শেষ অবধি বললে, 'কাজ শুরু করে দাও, আমি আছি তোমার সঙ্গে!' তারপর তার কেরানি জেমস্ কুজেন্স্-এর দিকে ঘুরে জিগেস করলে, 'টাকা আছে, খাটাবে? হেনরিকে অনেক দিন থেকে জানি, এডিসন কম্পানির একেবারে সবচেয়ে উঁচু ধাপে উঠতে পারত। তার চেয়ে আরও ভাল কোন সম্ভাবনা না থাকলে সে সুযোগ ও ছুঁড়ে ফেলে দেবে, তা তো মনে হয় না।'

ঠিক এরই জন্যে কুজেন্স্ এতক্ষণ অপেক্ষা করে ছিল। শস্তার গাড়ি তৈরি নিয়ে সে অনেকবার হেনরির সঙ্গে কথা কয়েছে। সে জানে হেনরি সৎ লোক, তার কলকব্জার হাত পাকা। সাগ্রহে বললে,

'ব্যাঙ্ক-এ আমার ৯০০ ডলার আছে, আর ১৫০০ ডলারের কাগজ। এই সব টাকা আমি কারবারে খাটাতে চাই। আর আমার বোন আছে, স্কুলে পড়ায়, তার কাছ থেকে নিশ্চয়ই ১০০ ডলার পাওয়া যাবে।'

ম্যালকমসন বললে, 'এতই যখন তোমার আগ্রহ, মনে হচ্ছে হেনরির খরচের জন্যে তোমার নামে কিছু টাকা জমা করে দিলে মন্দ হয় না।'

হেনরি আর কুজেন্‌স্‌ সমস্বরে বলে উঠল, 'কেন?'

'ব্যাপারটা হল, মোটরগাড়ির কারবারে টাকা ঢালছি, আমি এমনি পাগল—এ-কথা চাউর হলে পর আমার দরকারের সময় ব্যাঙ্ক কি আর অত টাকা দেবে!'

হেনরি বুঝতে পারলে, টাকা খাটানোর পক্ষে মোটর গাড়ির কারবার খুব নিরাপদ বিবেচনা করা হয় না। হেসে উঠে বললে, 'আরে দমে যেয়ো না ; এই অরভিল আর উইলবার রাইট বলে দু-জন লোকের কথা শুনলুম, তারা আমার চেয়েও পাগল। তারা বাতাসের-চেয়ে-ভারি ওড়বার যন্ত্র তৈরি করতে চেষ্টা করছে,—সেটা নাকি পাখির মত আকাশে উড়বে।'

মাথা নেড়ে ম্যালকমসন বললে, 'একবার ভেবে দেখ তো, এইরকম একটা ব্যাপারে কেউ টাকা জলে দিচ্ছে!'

হেনরি উৎসাহভরা গলায় বললে, 'এ-কারবারে তোমাদের লোকসান হবে না রে, বাবা! আমার দৃঢ় বিশ্বাস মোটরগাড়ি আমেরিকানদের কাছে অবশ্য-প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে, আর এই লক্ষ-লক্ষ লোকের চাহিদা মেটাবার মত গাড়ি আমিই তৈরি করতে পারি। আমার গাড়ি ঘোড়া ছাড়াই চলবে, আর এমন শস্তা হবে যে ঘোড়া আর গাড়ি কেনবার সামর্থ্য যাদের নেই, তারাও কিনতে পারবে।'

ম্যালকমসনের অফিস থেকে যখন বেরোল, হেনরির মন তখন

পালকের মত হাল্কা। আমেরিকার জন্যে কম দামের গাড়ি—তার সেই বিরাট পরিকল্পনার কাজ সত্যিই শুরু হতে চলেছে। ক্লারাকে এই সুখবরটা দেবার আর তার তর সয় না!

কারবার চালু হবার আগেই পাতা ঝরা শুরু হয়ে গেল। অনেক ব্যবস্থা করতে হবে। বিভিন্ন কারখানা থেকে হেনরির নক্সা অনুযায়ী ইঞ্জিন, খোল, চাকা, টায়ার আর নানান টুকরো অংশ গড়িয়ে এনে ম্যাক স্ট্রীটের কারখানায় জোড়া লাগিয়ে গাড়ি তৈরি হবে। হেনরির মনে হয়, এইসব না কিনে নিজেরা তৈরি করবার মত টাকা থাকলে ভাল হয়,—তাতে খরচও কমে, আর সব সমান ভাল হয়। কিন্তু এখন তা সম্ভব নয়, পরে হবে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা হেনরি কাজ করে। গাড়িতে দুটো সিলিণ্ডার, তাতে আট অশ্বশক্তি তৈরি হবে। ঘণ্টায় তিরিশ মাইল হবে গতিবেগ। ডজ-এরা দুই ভাই ডেট্রয়েট-এ একটা যন্ত্র তৈরির কারখানা চালাত। দিনে দশখানা গাড়ি হিসেবে ৬৫০ টা গাড়ির বিভিন্ন অংশ তৈরির প্রস্তাব নিয়ে হেনরি একদিন তাদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলে। এই কাজের বদলে ডজ-ভাইয়েরা পঞ্চাশটা শেয়ার পাবে। অন্য সব সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসাদারদের কাছ থেকে তাদের কাছে প্রস্তাব এসেছে, কাজেই এটা ওদের খুব ঝুঁকি নেওয়া হল। কিন্তু ওদের কেমন একটা ধারণা, যে ওল্ডস বা অন্য কারবারিরা যেসব দামি গাড়ি বাজারে ছাড়ছে, তার তুলনায় হেনরির খুদে গাড়িতে অনেক বেশি সম্ভাবনা।

শেষ অবধি, আইন-কানুনের হাঙ্গামা সেরে-সুরে ১৯০৩ সালের ১৬ই জুন তের জন অংশীদার নিয়ে কম্পানি গড়ে উঠল।

গাড়ির বিভিন্ন অংশ জোড়া লাগাবার জন্যে সামান্য কয়েকজন লোক বহাল করবার দরকার হল—একজন মিস্ত্রি, একজন নক্সা-আঁকিয়ে আর একজন এটা-ওটা কাজের জন্যে। এদের মজুরি, যথারীতি,

ঘণ্টায় পাঁচি· গ সেণ্ট-এরও কম। হেনরির সঙ্গে এরা রাত পর্যন্ত কাজ করত, ঘড়ি র দিকে একবার তাকিয়েও দেখত না। কোনও জিনিস তৈরি হয়ে যাবার পর হেনরি কখনও সন্তুষ্ট হত না, খালি মনে হত, আরও ভাল ক ়রা যায়।

জেমস্ কুজেন্‌স্ ফো ৎ মোটর কম্পানির সেক্রেটারি আর কোষাধ্যক্ষের কাজ দেখত। অ গস্ট মাসের মাঝামাঝি নাগাদ আট-দশটা গাড়ি তৈরি হল, একটাও চালান দেওয়া হয়নি। কুজেন্‌স্ হেনরিকে গাড়িগুলো চালান দিয়ে ট কা আনবার জন্যে তাগিদ দিতে লাগল, সাবধান করে বললে, 'শে ন হেনরি, নগদ মূলধন আমাদের হাতে খুব অল্প, তাও ক্রমশই কমছে।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও হেনরি গাড়িগুলোকে নিয়ে গিয়ে মালগাড়িতে বোঝাই করে মিনিয়াপলিস, সেণ্ট পল আর ইণ্ডি য়ানাপলিস-এ রওনা করিয়ে দিলে।

কয়েকটা খবরের কাগজ আর ব্যবসার পত্রিকায় ফোর্ড গাড়ির বর্ণনা বেরোল। তারা বললে, হেনরি যে গাড়ি তৈরি কর ছে তার বৈশিষ্ট্যই হল, তা নিত্য-ব্যবহারের ধকল সইতে পারে। মধ্যবিত্ত লোকেরা যাতে নাগাল পায়, তার জন্যে দাম কম করা হয়েছে। খুব ঝাড়া-ঝাপটা, কলকব্জার জ্ঞান না থাকলেও চলে, যে-কোনও সাধারণ লোকও চালাতে পারে।

এক বছরের মধ্যে বেশ কিছু গাড়ির ফরমাস পাওয়া গেল, আর কুজেন্‌স্-এর হিসেবের খাতায় মোটা লাভের অঙ্ক দেখা গেল: ৩৬৯৫৭. ৬৪ ডলার। খুদে ফোর্ডগাড়ি মন্দ চলছে না।

মোটর গাড়ির মোহ তখন লোকেদের সবে পেয়ে বসেছে। আমেরিকার এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত লোকের মুখে এক কথা,—'নতুন ফোর্ড গাড়ি দেখেছ?'

৮৫০ ডলারে ফোর্ড গাড়ি বিক্রি হয়, কিন্তু আলো, ভেঁপু আর বাতাস আটকাবার কাঁচের পাল্লার দাম আলাদা। অন্য সব গাড়ির

৮,০০০ ডলার পর্যন্ত দাম হয়, কাজেই যাদের অল্প পুঁজি ·, ১,০০০ ডলারের কম দাম হলেই সেটা তাদের কাছে সুসংবাদ।

পথের মোড়ে আর সামাজিক অনুষ্ঠানে আর এক· ·টা প্রশ্ন লোকের মুখে মুখে ফেরে,—'বিকট আওয়াজ, ঘটাং ঘটাং করে চলে, জানোয়াররা আঁৎকে ওঠে,—শান্ত শিষ্ট ে ·ঘাড়া আর সুন্দর সুন্দর বাইসিক্ল ফেলে ঐ গাড়ি লোকে কে ·নির্ওদিন নেবে বলে মনে হয়?'

অল্প কয়েক জন যারা দে· ·লে মোটর চালানোয় মজা আছে, তাদের খুব ফুর্তি। চোখে · ·চের ঠুলি পরে, ধুলো বাঁচাবার জন্যে ঝাড়ন লাগিয়ে বাবা হ্যা· ·ল মারেন। শুকনো ঘাসের তৈরি টুপির ওপর ওড়না বেঁধে, · ·াবার মত ঝাড়ন লাগিয়ে মা বাবার পাশে গিয়ে বসেন। এবড়ো- ·খবড়ো গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে ঘণ্টায় কুড়ি মাইলের দুঃসাহসিক ে ·বেগে পক্ষীরাজের মত তাঁরা উড়ে চলেন, আর পেছনের সীটে ছো· ·মেয়েরা তপ্ত খোলায় খইয়ের মত লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে।

ে

এ· ·শ কয়েকটা টায়ার আর টিউব, অনেকগুলো স্পার্ক-প্লাগ, আর ·টা কারখানা চালানো যায় এত রকমের সব যন্ত্রপাতি সঙ্গে রাখতে হত। হাতল ঘুরিয়ে ইঞ্জিন চালানো সব সময়ে খুব সহজ হত না। কখনও-কখনও এমন হত যে হাতল ঘুরেই চলেছে, কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। বেশিক্ষণ চেষ্টার ফলে কখনও হাত মচকাত, কখনও বা একরাশ ধোঁয়া বেরোত। পথে ছোটখাট পাহাড় পড়লে হয়ত গিয়ার-এর দাঁতালো চাকা যেত পিছলে, গড়াতে গড়াতে একেবারে নিচে এসে হাজির, আর তখন বার-বার ওপরে ওঠার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু করবার থাকে না। জল আটকাবার জন্যে যে পর্দা, সেগুলো নানান আকারের আর নানান মাপের; কাজেই বৃষ্টি পড়লে সেগুলো কোন্‌টা কোথায় লাগবে সেই ধাঁধা কাটিয়ে উঠতে উঠতে ততক্ষণে ফুর্তিবাজের দল একেবারে ভিজে নেয়ে ওঠে।

রাস্তাঘাট দেখাশোনা করবার জন্যে য়ুনাইটেড স্টেটস অফিস অব্

পাবলিক রোড্‌স্‌ বলে একটা প্রতিষ্ঠান হয়েছে শুনে হেনরির খুব খুশি হল। দেশের প্রধান প্রধান রাস্তা সম্পর্কে একটা খতিয়ান নেবার হুকুম হল এই নতুন বিভাগ থেকে। ভাল রাস্তার জন্যে দেশের সত্যিকারের আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। হেনরি জানত, এই যে ঝোঁক এসেছে তাতে তার গাড়ির পক্ষে ঘোড়া আর বাইসিক্ল-এর জায়গা দখল করতে অনেক সুবিধে হবে। রাস্তার উন্নতি হলে মোটর গাড়ির দিকে আগ্রহ বেড়ে উঠবে।

প্রথম বছর ফোর্ড গাড়ির সংখ্যা হল ১৭০৮। যারা কিনলে তারা ডাহা বেপরোয়া জাতের; মোটরের মেজাজ বিগড়োলে গুঁড়ি মেরে গাড়ির তলায় ঢুকতে তাদের কোনও আপত্তি নেই।

তের

ফোর্ড মোটর কম্পানিতে গাড়ি তৈরি যখন শুরু হল, হেনরির বয়স তখন চল্লিশ। ম্যাক স্ট্রীটের ছোট্ট কারখানায় ভালভাবেই কাজ আরম্ভ হয়েছে, এতে সে খুশি। কিন্তু একটু ঠাণ্ডা শুরু হতেই গাড়ির বিক্রি গেল কমে, আর শীত পড়তেই বিক্রি একরকম বন্ধ। খানা-খোন্দলে রাস্তা ভরা, তার ওপর গাড়ির মালিকদের তুষারপাত আর বরফের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লড়াই করার শখ নেই। পাশের দিকের ছোট-ছোট পর্দায় ঠাণ্ডা তেমন আটকায় না, আর দেখ-না-দেখ গাড়ির রেডিয়েটর জমে যাচ্ছে। যাদের গাড়ি আছে, তারা ঠিক করলে যে শীতের কটা মাস গাড়ি জ্যাক-এ তুলে রেখে বসন্তকাল না আসা পর্যন্ত গাড়ির কথা ভুলে থাকাই ভাল। বসন্তকালে আবার গাড়ি বিক্রি হবে, কাজেই ততদিন গাড়ি তৈরি করে যেতে হবে।

তখন নতুন মডেলের গাড়িতে দু-পাশের পর্দা ভেতর দিকে গুটিয়ে তুলে ওপরে আটকে রাখা যাবে। মাথার চালাটা দোমড়ানো যাবে, আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে যাতে নামিয়ে রাখা যায়।

কিন্তু হেনরি বোঝে যে ইতিমধ্যে এমন কিছু করতে হবে, যাতে ফোর্ড কম্পানির নামটা লোকেদের সর্বদাই মনে থাকে। রেসে নামলে খুব বিজ্ঞাপন হয়। একবার করে দেখলে হয়, কিন্তু একটু অন্যভাবে। অ্যারো গাড়িটাকে ঢেলে সাজিয়ে লেক সেন্ট ক্লেয়ার-এর বরফের ওপর গাড়ি চালানোর একটা রেকর্ড করবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

ক্লারা আর এডসেলকে নিয়ে গাড়ি দৌড়বার জায়গায় গিয়ে পৌঁছে হেনরি অ্যারোর কোনও চিহ্ন দেখতে পেলে না, আর বেশ টের পেলে, দর্শকরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

কারখানার একজন লোক দৌড়ে এসে হেনরিকে খবর দিলে, যে শেষবারের মত পরীক্ষা করতে গিয়ে গাড়ির ইঞ্জিনে একটা দোষ ধরা পড়েছে। গাড়িটাকে নিখুঁত করে তোলবার জন্যে কয়েক ঘণ্টা ধরেই মিস্ত্রিরা পাগলের মত কাজ করে চলেছে।

দর্শকরা চায় উত্তেজনা; কালিয়ে যাচ্ছে ঠাণ্ডায়, তাই সাড় আনবার জন্যে তারা মাটিতে পা ঠুকছে, হাতে হাতে চাপড় মারছে। অন্যরা, শিকারী কুকুর যেমন পাখির গন্ধ পেলে নিশ্চল হয়ে যায়, তেমনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে।

হেনরি কারখানায় ফিরে যাবার জন্যে তার ফোর্ড গাড়িতে চড়তে যাবে, এমন সময় দূর থেকে মেঘের ডাকের মত একটা গুড়-গুড় শব্দ শোনা গেল। দুশ্চিন্তার রেখা মুছে গেল হেনরির মুখ থেকে,—এত দূর হলে কী হবে, এখান থেকে শুনেই বুঝেছে যে মোটরের আওয়াজ ঠিক আছে।

অ্যারোকে হেনরির সামনে এনে খুশিতে ঝলমলে হয়ে মিস্ত্রি বললে, 'ঠিক বাগ মানিয়েছি, কর্তা!'

দর্শকরা হর্ষধ্বনি করে উঠল। সব তৈরি। দুম্ করে পিস্তল গর্জে উঠল, হেনরি গাড়ি ছোটালে।

ক্লারা চোখ নামিয়ে নিলে, তারপর আবার চোখ তুলতেই

দেখলে, অ্যারো কখনও পিছলে যাচ্ছে, কখনও-কখনও বুনো ঘোড়ার মত লাফিয়ে উঠছে। বরফ দেখে মনে হয়েছিল খুব মসৃণ, কিন্তু তাতে অজস্র ফাটল। এক একটা ফাটলে গাড়ি পড়ছে, আর শূন্যে লাফিয়ে উঠে ধপাস করে নেমে টলমল করে টাল সামলাচ্ছে।

দর্শকরা চিৎকার করে উঠল।

এডসেল চেঁচিয়ে উঠল, 'জোরে, বাবা! আরো জোরে! ইস, আমি যদি বাবার সঙ্গে গাড়িতে থাকতুম!'

ক্লারার মুখে কথা নেই। চোখ বুজে সে ভগবানকে ডাকছে। প্রার্থনা করছে, হেনরি যেন প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারে, আর কখনও যেন রেসে না নামে!

প্রাণপণে হেনরি স্টিয়ারিং হুইল চেপে ধরে আছে, কখন যে ফাটলের মধ্যে পড়ে গাড়ি চুরমার হয়ে ভেঙে মাটিতে আছড়ে পড়ে, কে জানে!

যেন দৈববলে অ্যারোকে নিয়ে হেনরি দৌড় শেষ করলে। গাড়ি থামতেই দর্শকরা চিৎকার করে উঠল, 'আবার একটা খেল দেখালে বটে!' ঘণ্টায় বিরেনব্বই মাইল বেগে গাড়ি চালিয়ে হেনরি পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গ করেছে, আর উনচল্লিশ ⅖ সেকেণ্ডে এক মাইল পাড়ি দিয়ে নতুন একটা রেকর্ড করেছে। দেশের সর্বত্র আবার হেনরি আর তার গাড়ির কথা খবরের কাগজে বড়-বড় অক্ষরে ছাপা হল।

সন্ধ্যাবেলায় ক্লারা আর হেনরি সেদিনকার জয়লাভের কথা আলোচনা করছিল। ক্লারা বললে, 'এতে বড্ড বিপদের ঝুঁকি! তোমার প্রাণটাই যদি যায়, তাহলে আর কী হল? তোমার পরিকল্পনার কাজ যাতে এগোয় সেইজন্যে এ-সব করছ, অথচ তুমি না থাকলে তোমার এই মহৎ কাজ চালাবার আর রইল কে!'

এবারে হেনরি ক্লারার কথা মেনে নিলে। যতটা আন্দাজ

করেছিল, অভিজ্ঞতায় বুঝেছে, বিপদের সম্ভাবনা তার চেয়ে অনেক বেশি।

যাই হোক, খুশি মনে সে ঘুমোতে গেল,—অ্যারো-র সাফল্যে সে তৃপ্তি পেয়েছে। কিন্তু পরদিন সকালেই যে কী গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, তখন ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি।

পরদিন সকালে কারখানার দরজায় কুজেন্‌স্ হেনরির সঙ্গে দেখা করলে। বললে, 'হেনরি, রেস নিয়ে একেবারে মেতেছিলে বলে গত সপ্তাহে তোমাকে বলা হয়নি, লোকজনদের মজুরি মেটাবার মত টাকা নেই।'

হেনরির বুকটা ধড়াস করে উঠল। বললে, 'মজুররা যদি কাজ ছেড়ে যায়, তাহলেই সর্বনাশ!' হেনরি জানে অংশীদারদের কাছ থেকে টাকা তোলা যাবে না। তার নিজের শেয়ারও সে বিক্রি করতে চায় না, কারণ ম্যালকমসন আর সে—কারবারে এই দু'জনের যে কর্তৃত্ব রয়েছে, তাহলে তা থেকে সে বাদ পড়ে যাবে, আর ম্যালকমসনই হয়ে উঠবে সর্বেসর্বা।

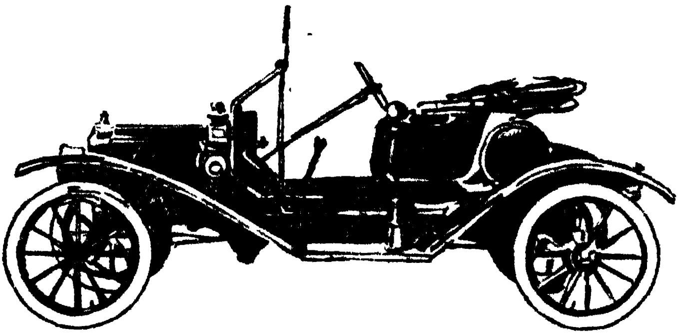
কুজেন্‌স্ জিজ্ঞাসা করলে, 'তাহলে কী করবে?'

'একটাই কাজ শুধু করা যায়—সব খুলে বলা।'

কর্মীরা যখন মজুরি নিতে এল, হেনরি তাদেরই জন্যে অপেক্ষা করছে। যাতে সবাই শুনতে পায়, সেইজন্যে সে একটা চেয়ারের ওপর উঠে দাঁড়াল। ঠিক কী অসুবিধেয় পড়েছে, কিচ্ছু গোপন না করে তাদের খুলে বললে। বললে, 'যদি আমাদের সঙ্গে থাকো, ফরমায়েশি কাজের যা বাকি আছে শীতকালটা আমরা তাই নিয়ে কাটিয়ে দেব। আসছে বসন্তে ঐ ছোট চার-সিলিণ্ডার মডেলের গাড়ির কথা লোকের মুখে মুখে ফিরবে। কারবার অসম্ভব বেড়ে উঠবে। মোটর গাড়ির সুবিধে লোকে বুঝতে শুরু করেছে। কিন্তু এই সময়ে তোমরা যদি ছেড়ে চলে যাও—আমাদের সব শেষ। বল সব, কী করবে, বল।'

ওরা কী সিদ্ধান্ত করে তার জন্যে হেনরি রুদ্ধনিশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল। কী ঠিক করবে ওরা? যদি ওরা চলে যায়, যা কিছু সে করেছে সব ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

কর্মীরা ছোট-ছোট দলে ভাগ হয়ে নিচু গলায় কথা বলতে লাগল। তারপর হেনরির মুখে হাসি ফুটে উঠল,—কানে এল, 'না কর্তা, আমরা থেকেই যাব।' কেউ-কেউ এগিয়ে এসে হেনরির সঙ্গে করমর্দন করলে, জানালে, তার ওপর তাদের আস্থা আছে। ওদের হৃদ্যতা আর আনুগত্যে হেনরির বুক ভরে উঠল। মনে মনে ভাবলে, ওদের জন্যে যেন সেও কিছু করতে পারে।



চোদ্দ

হেনরির কথাই ফলল; এত বেশি গাড়ির ফরমাশ এল, যে ম্যাক স্ট্রীট-এর কারখানায় আর কুলোয় না। তাই পিকেট আর বোবিয়েন স্ট্রীট-এ নতুন কারখানা খুললে।

প্রচুর লাভ হতে লাগল, অংশীদাররাও খুব খুশি। হেনরি লক্ষ্য করলে যে লাভ হয়েছে বেশি, লোকও বেশি খাটানো হচ্ছে, কিন্তু সেই অনুপাতে গাড়ি বিক্রি হয়েছে কম। এতে তার মন উঠল না; তার আদর্শ, যথাসম্ভব বেশি লোকের যতটা সম্ভব উপকার;—এটা তার সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না।

যেভাবে কাজ চলছে ম্যালকমসন তাতে খুব খুশি। শেয়ার থেকে যে মোটা টাকা লভ্যাংশ পায়, সেটা তার ভারি ভাল লাগে। তার শেয়ারের সংখ্যা ঠিক হেনরির সমান ; তার মানে, কারবারের নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে তার কথার দাম ঠিক হেনরিরই মত। হেনরি ভাবলে, যদি ম্যালকমসনের শেয়ারগুলো নিয়ে নিতে পারি, তাহলে অন্য সব অংশীদাররা আমার মতেই চলবে। ও লোকটা আমার গলায় ফাঁসের মত আটকে রয়েছে।

পরের বছর, তখনও গাড়ির বিক্রি কমের দিকেই রয়েছে, হেনরি ঠিক করে ফেললে ম্যালকমসনের শেয়ারগুলো কিনবেই,—তা সে যে-দামেই হোক। তার নিজের মতে সে ব্যবসা চালাতে চায়, অংশীদারদের সভায় মতভেদের বালাই আর রাখবে না। ম্যালকমসন শেয়ার কিনেছিল ৩,০০০ ডলার দিয়ে, এখন দর দিলে ১৭৫,০০০ ডলার।

অবিশ্বাস্য দর, কিন্তু হেনরিকে শেয়ারগুলো কিনতেই হবে। ধার করে সে টাকা দিলে। তার আগেকার নিজস্ব ২৫৫ আর ম্যালকমসনের ২৫৫, মোট ৫১০ টা শেয়ার পেল হেনরি ; তার মানে, শতকরা ৫১ ভাগের মালিকানা পেয়ে ব্যবসায় পরিচালনার অধিকারী হল।

কিছুদিনের মধ্যেই দিনে একশোটা করে গাড়ি তৈরি হতে লাগল। কাগজওলারা বললে, 'এটা পৃথিবীর রেকর্ড। দিনে একশোটা মানে, অন্য যে-কোনও কারখানার চেয়ে চারগুণ বেশি। তারপর হেনরি যখন বললে যে সে ভবিষ্যতে দিনে হাজারটা করে গাড়ি তৈরি করবার কথা ভাবছে, তার সহযোগিরা শঙ্কিত হয়ে উঠল।

বাকি অংশীদাররা বলাবলি করতে লাগল, লোকটার মাথা খারাপ হল নাকি! তারা তো জানে না, হেনরি গাড়ির বিভিন্ন অংশ জোড়া লাগাবার নতুন ধরনের একটা উপায়ের কথা ভাবছে!

১৯০৮ সালের ১লা অক্টোবর হেনরি বিস্ময়কর এক নতুন মডেল বার করলে। এই 'T' মডেলে চারিদিকে এমন সাড়া পড়ে গেল যে অংশীদাররা হেনরিকে কোনও বাধা দিতে সাহস করলে না। এতে এমন সব বৈশিষ্ট্য আছে, যা কারো মাথাতেই আসেনি। কেনবার জন্যে একেবারে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল।

স্টিয়ারিং হল ডানদিকের বদলে বাঁদিকে, যাতে চালাবার সময় দেখা যায় পাশ দিয়ে কী যাচ্ছে আসছে। মোটর মেরামত করতে হলে গাড়ির তলায় ঢোকবার দরকার নেই, নাট বল্টু খুলে ঢাকনাটা তুলে ফেলা যায়। তাছাড়া সিলিণ্ডারও হল উন্নত ধরনের।

হেনরির ইচ্ছে তার গাড়ি হবে মজবুত, সাদাসিধে আর নিখুঁত-ভাবে তৈরি,—যেন টেঁকসই বলে নাম কেনে। নতুন ধরনের ভ্যানাডিয়াম ইস্পাত ব্যবহার করা হল মডেলে, তাতে গাড়ি হল আরও হাল্কা, আরও মজবুত। এই ভ্যানাডিয়ামের কথা হেনরি দৈবাৎ জানতে পেরেছিল। হেনরি ভেবে পায় নি, ভার না বাড়িয়েও কী করে মজবুত করে তোলা যায়।

১৯০৫ সালে হেনরি পাম বীচ-এর এক মোটর রেসে গিয়ে নিজের একটি গাড়ি নামালে। রেসে ভীষণ এক দুর্ঘটনা হল। একটা ফরাসী গাড়ি ভেঙে চুরমার হল। বিদেশী গাড়িগুলো লক্ষ্য করে হেনরির মনে হচ্ছিল, সেসব গাড়ির কলকব্জা অনেক ছোটখাট আর উন্নত ধরনের—আমেরিকার গাড়ির কারখানার মালিকরা এ-সব ধারণাই করতে পারবে না।

ফরাসী গাড়িটা ভেঙে যাবার পর, তারই ভাল্‌ভ-এর একটা টুকরো সে তুলে নিলে।—খুব হাল্কা আর খুব শক্ত। কী দিয়ে তৈরি জিজ্ঞাসা করে দেখলে, কেউ বলতে পারলে না। তার সহকারীর হাতে টুকরোটা দিয়ে বললে, 'এ-সম্বন্ধে সব খোঁজ-খবর নাও; ঠিক এই জিনিসটি আমাদের গাড়িতে ব্যবহার করতে হবে।'

শেষে জানা গেল, ওটা ফরাসী ইস্পাত,—ওর মধ্যে ভ্যানাডিয়াম আছে। ভ্যানাডিয়াম হল দুষ্প্রাপ্য রুপোলি একরকমের ধাতু।

অনেক চেষ্টার পর, শেষ পর্যন্ত আমেরিকাতেই একটা কারখানায় হেনরি ভ্যানাডিয়াম ইস্পাত তৈরি করালে।

ভ্যানাডিয়াম তৈরি হল, হেনরি অমনি একটা ফোর্ড গাড়ি খুলে ফেলে প্রত্যেকটি অংশ পরীক্ষা করে দেখতে লাগল কোন্‌টার পক্ষে কোন্ ধরনের ইস্পাত সবচেয়ে ভাল। কোনটার জন্যে ইস্পাত দরকার শক্ত, কড়া, আবার কোনটার জন্যে নরম নমনীয় ইস্পাত লাগবে। পরীক্ষার পর, ইস্পাতের সব যন্ত্রপাতির জন্যে হেনরি কুড়ি রকমের ইস্পাত বাছাই করলে। এর মধ্যে দশটি হল ভ্যানাডিয়ামের। যেখানেই হাল্কা আর মজবুত করা দরকার, সেখানেই ভ্যানাডিয়াম ব্যবহার করা হল।

T মডেলের গাড়ি কিনলেই সঙ্গে একটা পুস্তিকা পাওয়া যেত—তাতে গাড়ির কলকব্জা সব ছবি এঁকে বোঝানো থাকত, আর কী করে গাড়ির যত্ন নিতে হয়, বা মেরামত করতে হয়, তার সহজ নির্দেশ দেওয়া থাকত। ফোর্ড গাড়ি সারাবার জন্যে যন্ত্রবিশারদ হবার দরকার ছিল না। গাড়ির কলকব্জার অংশ এত শস্তা, যে পুরোনোটা সারিয়ে নেওয়াও যা, নতুন কিনতেও তাই,—খুব কম খরচ। দূর ভ্রমণের গাড়ির দাম ৮৫০ ডলার, আর সাধারণ রাস্তায় চালাবার মত গাড়ির দাম ৮২৫ ডলার।

সারা আমেরিকায় লোকে এ-গাড়ির নাম দিলে 'ফ্লিভার'—আবার কখনও বলত 'টিন লিজি'—টিনের গিরগিটি। কিছু লোক মনে করলে, এত হাল্কা আর ফঙ্গবেনে গাড়ি এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় চলতে গেলে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। এইসব মন্তব্য শুনে হেনরি হাসত, বলত, 'ওদের ভুল প্রমাণ করা খুব সহজ।' করলও তাই।

১৯০৯ সালের ১লা জুন। এইদিনে একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার

হবে, কয়েক সপ্তাহ ধরে তারই কথায় খবরের কাগজের পাতা ভর্তি। ন্যু ইয়র্ক সিটি হল-এর সামনে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পাঁচখানা 'বিনা-ঘোড়ার' গাড়ি—একটা অ্যাক্‌মি, একটা শমাট, একটা ইটালা, আর দুটো T মডেলের ফোর্ড। মিস্ত্রিরা চটপট করে শেষবারের মত যন্ত্রপাতি ঠিকঠাক করে নিচ্ছে। তারপর হোয়াইট হাউস থেকে প্রেসিডেন্ট টাফ্‌ট্‌ সঙ্কেত দিলেন। আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মোটরগাড়ির রেস শুরু হল ;—এ-ধরনের রেস আমেরিকায় এই প্রথম।

সেণ্ট লুই-এর পশ্চিমে সাতদিনের বৃষ্টিতে গাঁয়ের রাস্তা ভিজে একেবারে পাঁক হয়ে আছে। প্রেইরির তৃণভূমি অঞ্চলে আর কলোরেডোয় গাড়ির গতিবেগ কমিয়ে ঘণ্টায় গড়ে দশ মাইলে আনতে হল।

ওয়াওমিং-এর এক জায়গায় বিরাট ইটালা গাড়ি রেস ছেড়ে দিলে। অন্যসব গাড়ি ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে চলল। ক্যাসকেড পাহাড়ের মাথার কাছে প্রচণ্ড তুষার-ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে এগুতে হল।

বেশ কিছুদিন পর ২ নম্বর ফোর্ডগাড়ি বিজয়ী হয়ে গন্তব্যস্থলে গিয়ে পৌঁছল।

আমেরিকার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত যেতে সময় লাগল ২২ দিন আর ৫৫ মিনিট, সামনের দুটো টায়ারে তখনও নিউ ইয়র্কের হাওয়া পোরা।

কার্নেল এম রবার্ট গাগেনহাইম কাপ পুরস্কার দিয়ে বললেন, ভারি গাড়ি যে-সব জায়গায় চলতে পারে না, হাল্কা অথচ শক্তি-সম্পন্ন গাড়ি যে সেসব জায়গাতেও চালানো যায়, আর খাড়াই পাহাড়ে বা খারাপ রাস্তায় পাঁচ-ছ গুণ বেশি দামের ভারি গাড়িকে মেরে বেরিয়ে যেতে পারে,—মিঃ হেনরির এ মতবাদ নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে। আমার বিশ্বাস, মোটরগাড়ি জনপ্রিয় করে তোলার সমস্যা সমাধানের সূত্রটি মিঃ হেনরিরই হাতে।'

কই, T মডেল তো ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল না। হেনরি সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলে যে অন্য সমস্ত মডেল তুলে দিয়ে T মডেলের ওপরেই তারা সব শক্তি প্রয়োগ করবে। চার চাকার ওপর উঁচু করে বসানো এই T মডেলে সামনের কালো বাক্সের মত ঢাকার নিচে চার-সিলিণ্ডারের মোটরটা চাপা পড়ত, তবে, শব্দ চাপা পড়ত না,—কিন্তু তাতেই হেনরি বিখ্যাত আর ধনবান হয়ে উঠল, আর আমেরিকা দেশটাকে চাকায় চড়িয়ে দিলে।

যে-কোনও চাষী গাড়ির পেছনের ডানদিকটা ঠেকনা দিয়ে তুলে চাকার সঙ্গে বেল্ট লাগিয়ে চাকতি-করাত ঘুরিয়ে সারা শীতের জমানো কাঠ কেটে ফেলতে পারে। আবার পরের দিনই হয়ত ঐ মডেলের গাড়ি থেকেই গরু ঘোড়ার জন্যে ভুট্টার দানা গুঁড়ো করার কাজ করে নেয়। আর, রবিবারে গিন্নিকে নিয়ে গির্জায় যাবে, তাও সেই T মডেল।

T মডেল নিয়ে অনেক রকম হাসিঠাট্টা হত; নতুন নতুন একটা একটা কানে যেত, আর হেনরির মজা লাগত। তার মনে হত, এতে ভাল বিজ্ঞাপন হয়। এমনকি ছোটদেরও ফোর্ড গাড়ি নিয়ে ছড়া শুনতে ভাল লাগত।

T মডেলের গাড়ি চালানো শিখতে বিশেষ কিছু প্রতিভার দরকার নেই। সামনের দিকে একটা হাতল; ঘোরালে, হয় মোটর চলবে, না হয় হাত ভাঙবে।

চালাতে হলে স্টিয়ারিং হুইলের তলাকার পেতলের লেভারটা ডান দিকে নামিয়ে দাও, মোটরের বেগ বেড়ে গেল; তখন বাঁদিকের প্যাডেলে চাপ দাও, এবার গাড়ির ভেতরকার অদৃশ্য সব চাকা কড়-কড় করে ঘুরতেই লাগল ঘুরতেই লাগল, মোটরটা যেন আপত্তির সুরে আর্তনাদ করে উঠল, গাড়ির খোলটা নড়ে উঠল, কাঁপতে লাগল, আর শেষ অবধি মডেল T এগিয়ে চললেন।

গাড়ি চলতে শুরু করলে, পাদানি থেকে পা তুলে নাও

আর গিয়ার চড়িয়ে দাও। বোলতার কামড় খেলে ঘোড়া যেমন করে, গাড়ি তেমনি লাফাতে শুরু করবে। থামাতে হলে ডান দিকের প্যাডেলে জোরে চাপ দিতে হবে। মাঝের প্যাডেলটা পেছন দিকে চালাবার জন্যে। হ্যাণ্ড ব্রেক টানলে গাড়ি একদম নিশ্চল।

গাড়ির ইঞ্জিন না চললে আলোও নেই, ভেঁপুও নেই। বাঁদিকে দরজা নেই—কেবল দরজার মত খাঁজ কাটা। হয় বাঁদিক থেকে ডিঙিয়ে গাড়ি চাপতে হবে, আর না হয়, ডানদিক দিয়ে অন্য সবাই চড়বার আগেই উঠে বসে থাকতে হবে।

সামনের বসবার জায়গার নিচে ট্যাঙ্ক আছে, সেখান থেকে গড়িয়ে কার্বুরেটরে পেট্রল যায়। তেল ভরবার দরকার হলে সবাইকে গাদাগাদি করে নেমে আসতে হবে, আর গদি তুলতে হবে।

কার্বনেরও কম জ্বালা নয়। পিস্টন বা সিলিণ্ডারের গা ক্ষয়ে যাবার ফলে ফাঁক দিয়ে কলকব্জায় লাগাবার তেল গিয়ে ইঞ্জিনের মাথার দিকে ঢোকে আর ঝুলের মত হয়ে লেগে থাকে—যাকে বলা হয় কার্বন। মোটরে কার্বন জমতে জমতে যখন গাড়ির এক-একটা ঝাঁকুনি প্রকাণ্ড দুরমুস-এর মত ধাক্কা মারে, তখন, গাড়ির মালিকের যদি কলকব্জার জ্ঞান থাকে,—বল্টু খুলে সিলিণ্ডারের ঢাকা সরাবেন, পকেট থেকে ছুরি বার করে কার্বন চেঁচে ফেলবেন, আবার ঢাকা পরাবেন, তারপর আবার যাত্রা।

পিস্টনের ডাঁটির কব্জাগুলো যখন সিকি ইঞ্চিটাক ফাঁক হয়ে নড়-বড় করে, মোটর থেকে প্রকাণ্ড কারখানা চলার মত শব্দ বেরোয়; গাড়ির মালিককে তখন হামাগুড়ি দিয়ে গাড়ির তলায় ঢুকে, পুরোনো টিনের কৌটোর টুকরো থেকে আরম্ভ করে ছেঁড়া জুতোর চামড়া পর্যন্ত, হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই দিয়ে ফাঁক ভরাট করতে হয়।

এই নতুন মডেল বেরোবার পর ছ-মাসও যায়নি, ছোট কার-খানা গাড়ির ফরমাশ আর জুগিয়ে উঠতে পারে না—আরও বড় কারখানার দরকার হয়।

পনের

হেনরির পারিবারিক জীবন ছিল সুখ-শান্তিতে ভরা। স্বামী পুত্রই ছিল ক্লারার জীবন। হেনরি রাত করে বাড়ি ফিরত, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যেত,—ক্লারা কিন্তু রাগ করত না। সে জানত, কোনও কাজে একবার ডুবে গেলে খাবার সময় পার হয়ে যাবে, খাবার কথা হেনরির মনেই থাকবে না। কিন্তু এডসেলের খাওয়া একেবারে ঘড়ির কাঁটা ধরে; তার বেলা ক্লারা একটুও দেরি করতে দেয় না।

কখনও কখনও বাড়ি ফিরে হেনরি রাত বারোটা একটা পর্যন্ত কাজকর্ম করত। শুয়ে পড়াটা ভাল দেখায় না, তাই যতক্ষণ না ক্লান্ত হয়ে হেনরি ঘুমাতে যায়, ক্লারা সেলাই করে বা বই পড়ে।

এডসেল ক্লারা আর হেনরির প্রাণ। সে এখন ফুটফুটে তরুণ, কালো চুল।

খুব ছোটবেলা থেকেই কলকব্জার ব্যাপারে এডসেলের আগ্রহ দেখা গেল, বাবার সঙ্গে কারখানায় গিয়ে ইঞ্জিন তৈরি করতে চাইলে,—হেনরি ভারি খুশি।

এডসেল যখন তিন বছরের, হেনরি তাকে গাড়িতে ব্যাটারির বাক্সের ওপর বসিয়ে ডেট্রয়েট বেড়িয়ে নিয়ে আসত। উত্তেজনায় আর হাওয়ার ঝাপটায় এডসেলের গালদুটো লাল হয়ে উঠত, চেঁচিয়ে উঠত—'জোরে, আরও জোরে চালাও বাবা!'

এদিকে যন্ত্রপাতির ব্যাপারে এডসেলের উৎসাহ দেখে হেনরির আনন্দ, ওদিকে তার স্বভাবের আর একটা দিক ক্লারার চোখে পড়ল। ছবি আঁকায় এডসেলের অসাধারণ পটুত্ব। ক্লারা তারিফ করত, উৎসাহ দিত। ক্লারার ধারণা, অল্পবয়সী ছেলের পক্ষে শিল্প বুঝতে ও ভালবাসতে পারা বড় ভাল কথা।

এডসেল তখন হাই স্কুলে পড়ে ; একদিন সন্ধ্যাবেলা হেনরি দেখলে, লাইব্রেরি-ঘরে একগাদা বই নিয়ে এডসেল একমনে পড়ছে।

হেনরি হেসে বললে, 'বইয়ের পোকা হলে কবে থেকে ?'

'ওঃ, কী ভাল ভাল সব বই, বাবা—এই দেখ, এটা বিখ্যাত উদ্ভাবক ফুলটন সম্বন্ধে, আর এটায় আছে স্টিফেনসন আর বাষ্পীয় পোতের কথা।'

হেনরি বললে, 'ছেলেবেলায় আমারও ঠিক এইসব বই পড়তে ইচ্ছে করত।' তার গলায় আক্ষেপের সুর,—মনে পড়ল, ইঞ্জিন আর যন্ত্রপাতির বিষয়ে জানবার তার কী আগ্রহই না ছিল !

'কাল আমায় একটা রচনা লিখে দিতে হবে, তাই আমি বিষয় নিয়েছি, পরিবহন। কী রকম হয়েছে, শুনবে ?'

ইজিচেয়ারে বসে, পায়ের ওপর পা তুলে হেনরি বললে, 'চমৎকার বিষয়। বল, শুনি।'

এডসেল কাগজ তুলে পড়তে লাগল :

'শুধু ঘোড়ার ওপর নির্ভর করাটা যে বোকামি, এটা বুঝতে পেরে মানুষ যখন যাতায়াতের জন্যে আরো ভাল কোনও উপায়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হল, তখন থেকেই সুদিনের সূত্রপাত। জলে বা স্থলে যাতায়াতের সমস্যা মানুষের আদিম কাল থেকেই রয়েছে।

'প্রথম জল-যাত্রা হল গাছের গুঁড়ি ভাসিয়ে। তারপর কয়েকটা গুঁড়ি হল ভেলা। তারও পরে কাঠে খোঁদল করে নৌকো হল,—তাই থেকে ফুলটনের প্রথম বাষ্পীয় জলযান 'ক্লেরমণ্ট'। আজ বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজ হয়েছে।

'ডাঙায় ভারবাহী পশু ছিল মানুষের প্রথম বাহন। তারপর এল প্রথম চাকাওলা গাড়ি—গাছের গুঁড়ি কেটে তৈরি কাঠের চাকতি, একটা ডাণ্ডার সঙ্গে লাগানো।

'ইজিপ্টের ফারাও-এর রথ থেকে শুরু করে আমাদের দেশে

উপনিবেশের প্রথম যুগের ওয়াগন-গাড়ি, এবং এই দুইয়ের মাঝখানে আরও হাজার রকমের যে-সব গাড়ি তৈরি হয়েছে,—সবই জন্তুজানোয়ার দিয়ে চালাতে হত।

'আমেরিকায় প্রথম যুগের এবং গত শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত ঘোড়ার পিঠে বা গাড়িতে চড়ে যাতায়াত করা ছিল মন্থর, অসুবিধেজনক, এমনকি বিপজ্জনকও ছিল। ১৮১১ সালে ঘোড়ার গাড়িতে নিউ ইয়র্ক থেকে ফিলাডেলফিয়া, এই নব্বই মাইল যেতে সময় লাগত সাধারণত ছাব্বিশ ঘণ্টা!

'তারপর এল বাষ্পশক্তি। ওয়াট, ট্রেভিথিক আর স্টিভেনসনের নাম ছাত্র-মহলে এবং দেশের নেতৃস্থানীয়দের কাছে বরাবর সম্মান পাবে। বাষ্পের শক্তিকে আয়ত্তে আনার কাজে যাঁরা পুরোধা ছিলেন, তাঁরা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এমন এক যান্ত্রিক পরিবহন-ব্যবস্থার সম্ভাবনা দেখেছিলেন, যা সারা দেশে জালের মত ছড়িয়ে পড়বে। তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, এমন দিন আসবে, যখন ঘণ্টায় তিরিশ, পঞ্চাশ, এমনকি একশো মাইল গতিবেগ পর্যন্ত সম্ভব হবে।

'আমাদের দেশ তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠছে, মোটরগাড়িই হবে তার প্রয়োজনীয় পরিবহনের উপায়। আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন-যাত্রায় বিরাট পরিবর্তন আনবে। মাটিতে যেমন মানুষের প্রয়োজন মেটাবে মোটর গাড়ি, নবীনতম আবিষ্কার এ্যারোপ্লেন তেমনি আকাশে উজ্জ্বল নতুন পথ খুলে দেবে।'

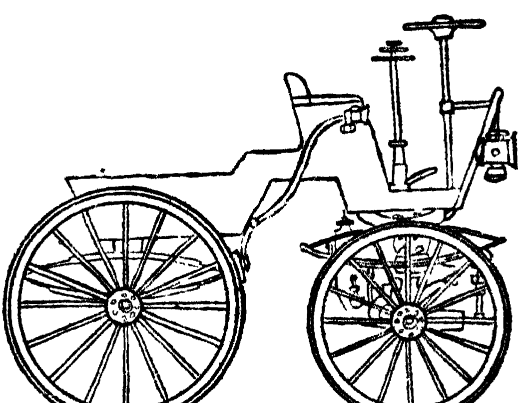
কাগজ মুড়ে রেখে বাবার মন্তব্যের জন্যে এডসেল অপেক্ষা করতে লাগল।

মাথা নেড়ে হেনরি বললে, 'বাঃ, খাসা হয়েছে!' ভবিষ্যতে এডসেল তার প্রকাণ্ড কারবার চালাবার উপযুক্ত হয়ে উঠবে, এই কথা ভেবে সে তৃপ্তি পেল। জিজ্ঞাসা করলে, 'হ্যাঁ, এ্যারোপ্লেনটা কেমন হচ্ছে?'

তিন জন লোকের সঙ্গে এডসেল সহকারী হিসেবে প্রথম ফোর্ড এ্যারোপ্লেন তৈরি করছিল। এর জন্যে কারখানা হিসেবে হেনরি ১৩০২ নম্বর উডওয়ার্ড অ্যাভেন্যুর পেছন দিকে একটা গোলাবাড়ি ভাড়া নিয়েছে। ফোর্ড মোটর কম্পানির তখন কারখানা পিকেট-এ, যন্ত্রপাতির কাজ বেশির ভাগটা সেইখানেই হয়।

উৎসাহে ঝলমল করে এডসেল বললে, 'চমৎকার হবে, বাবা! আহা, মোটরের আওয়াজটা একবার শুনে দেখ!'

যন্ত্রের প্রগতিতে এডসেলের উৎসাহ দেখে হেনরি খুশি হল। রাইটরা দুই ভাই পাখির মত আকাশে ওড়বার যন্ত্র তৈরি করছে, এ-কথা শুনে অবধি হেনরি সাগ্রহে বিমান-পোতের ক্রমবিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখেছিল।



ষোল

কারখানার কাজ সব দিক দিয়েই বেশ ভাল চলছে, এমন সময় হেনরি একটা আইনের মামলায় জড়িয়ে পড়ল। একদিন সকালে এক পুলিশের লোক এসে হেনরিকে কি-সব কাগজ দিয়ে গেল। মোটরগাড়ি তৈরির কয়েকজন ব্যবসায়ী জোট বেঁধে হেনরি বিরুদ্ধে সেলডেন পেটেণ্ট অমান্য করার অভিযোগ করেছে।

সেলডেন হল একজন আইনজীবী। ১৮৯৫ সালে নিরাপদ, সরল, হাল্কা, সহজে চালানো যায়, সাধারণ খাড়াই পার হবার উপযুক্ত শক্তিসম্পন্ন গাড়ি তৈরি করবার পেটেন্ট বা একচেটে অধিকার পেয়েছিল। এতদিন পর্যন্ত সেলডেন তার এ ধরনের গাড়ি তৈরি করার ধার দিয়েও যায় নি, তবে অন্য সব উদ্ভাবকরা, যারা গাড়ি তৈরি করে, তারা একটা সমিতি গড়ে সেলডেনের পেটেন্ট অনুযায়ী গাড়ি তৈরির অনুমতি জোগাড় করেছে। ফোর্ড মোটর কম্পানির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে এই সমিতি।

সেলডেন পেটেন্ট-এর স্বত্ব পেয়েছে এখন ইলেকট্রিক ভেহিকল কম্পানি, তাই এই সমিতির মধ্যে যারা আছে, তারা প্রত্যেকটি গাড়ি-পিছু ইলেকট্রিক ভেহিকল কম্পানিকে লভ্যাংশ বা রয়াল্‌টি দেয়।

তারা হেনরিকে জানালে, 'আমাদের সমিতির মধ্যে না এলে তোমাকে ব্যবসা থেকে বার করে দেব।'

কিন্তু হেনরি তার তৈরি গাড়ি-পিছু ১৫ ডলার দিতে রাজি নয়। এই ১৫ ডলারের কিছুটা পাবে ঐ সমিতি, আর বাকিটা ইলেকট্রিক ভেহিকল কোম্পানি।

হেনরি তার প্রথম গাড়িটার কথা ভাবলে। যখন তৈরি করে, সেলডেন পেটেন্ট-এর কথা সে জানত না। সেলডেন কখনও গাড়ি তৈরি করলে না, অথচ অন্যরা যখন করলে, তখন তার অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়েছে বলে নালিশ জানালে। হেনরি জানত, সেলডেন পেটেন্ট-এর জোরে যে-ইঞ্জিন একচেটে হয়ে আছে, সেটার সঙ্গে তার ইঞ্জিনের মূলগত পার্থক্য রয়েছে। সেলডেনের ইঞ্জিন নিম্ন সংনমনের, বেগও কম।

হেনরির জেদ চেপে গেল, অংশীদারদের জানালে, 'শেষ পর্যন্ত আমি লড়ব।'

সবচেয়ে ভাল আইনজ্ঞ যাদের পেল, তাদের নিয়ে মামলার

তদ্বির করতে বসলে। অনেক বছর লড়াই চলবার পর আইনের যুদ্ধ শেষ হল ১৯১১ সালে। আপিল আদালতে হেনরির পুরোপুরি জিত হল। অন্য সব মোটর-ব্যবসায়ীদেরও হেনরির মতই ফুর্তি। মামলায় জিত মানে এখুনি তারা লাভের অংশ দেওয়া বন্ধ করে দিতে পারে। সমিতির যারা ছিল হেনরির বিপক্ষে, এই মামলা লড়ার জন্যে তারাই সবচেয়ে আগে হেনরিকে অভিনন্দন জানালে। হেনরি এখন নির্বিঘ্নে ব্যবসা বাড়িয়ে যেতে পারে।

অংশীদারদের মধ্যে যাদের লক্ষ্য কম, তারাও দেখলে যে পিকেট-এর কারখানায় ফোর্ড মোটর কম্পানির আর জায়গা কুলোচ্ছে না। ডেট্রয়েট-এর দক্ষিণ দিকে হাইল্যাণ্ড পার্ক অঞ্চলে হেনরি ২৭৬ একরের একটা জায়গা কিনে ফেললে। আরও বড় কারখানার জন্যে সাতচল্লিশ একর জায়গা জুড়ে ইমারত তৈরি হতে লাগল।

ফ্লাওয়ার কম্পানির কলে মিস্ত্রির কাজ করবার সময় থেকেই হেনরির মনে হয়েছিল যে কারখানা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে পারে, হওয়াও উচিত। নতুন কারখানায় সে সবচেয়ে আগে বিবেচনা করলে পরিচ্ছন্নতার কথা। ঘরের দেওয়াল কাঁচ দিয়ে তৈরি হওয়ায় আলো হল। বাড়িঘরে প্রচুর আলো হাওয়া খেলে, পরিষ্কার রাখাও সহজ। শুধু মেঝে ঝাঁট দেওয়া, জানলা পরিষ্কার করা, আর সবরকম স্বাস্থ্যসম্মত বিধি ব্যবস্থা দেখাশোনা করবার জন্যে পাঁচশো কর্মচারী রাখা হল। ঘরের দেয়াল আর ছাদের তলার রঙ যাতে সব সময়ে নতুন থাকে, সেজন্যে রঙ করার লোক নিয়োগ করা হল পঁচিশ জন।

ঘড়ির কারখানার সেই পুরোনো পরিকল্পনা আবার ফিরে এল : নতুন কারখানার ১৮০০ কর্মীকে এমনভাবে চালাতে হবে, যাতে তারা চটপট আর কুশলতার সঙ্গে কাজ করে, যাতে কর্মশক্তির একটুও অপচয় না হয়,—তাতে উৎপাদনের খরচ কম হবে।

এক-এক ধাপ কাজ বাঁচানো মানেই টাকা বাঁচানো। আর টাকা বাঁচানো মানেই বিক্রির দাম কমানো যাবে।

ফোর্ড গাড়ির এক-একটা অংশ তৈরি হবে এক-এক বিভাগে, এবং প্রতিটি অংশ যান্ত্রিক উপায়ে এক জায়গায় গিয়ে জড় হবে, সেখানে সেগুলো জোড়া লাগানো হবে। এই ধরনের ব্যবস্থা প্রথম চালু করা হয়েছিল ১৯১১ সালে। হেনরির নতুন পরিকল্পনার মূলসূত্র হল—লোককে কাজের কাছে যেতে হবে না, কাজই আসবে লোকের কাছে।

এক-একজন কর্মী কেবল এক ধরনের কাজ করবে। অনেক-গুলো রেল লাইনের মত, তার পাশে নির্দিষ্ট জায়গায় এক-এক জন কর্মী নিজের নিজের কাজের জন্যে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—কেউ নাট লাগাচ্ছে, কেউ গাড়ির খোল বসাচ্ছে—এইভাবে ধাপে ধাপে কাজ হচ্ছে, আর একটু একটু করে তৈরি হতে হতে যান্ত্রিক উপায়ে এগিয়ে চলেছে। এই-ই হল অ্যাসেম্‌ব্লি লাইন।

প্রত্যেকটি যন্ত্র পরীক্ষা করে দেখা নিখুঁত কি না, নিরাপদ কি না। তবু কোনও দুর্ঘটনা হলে হেনরি সমস্ত কিছু অনুসন্ধান করে দেখত, যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের ব্যাপার আর না ঘটে।

কথা উঠল, অনবরত একই ভাবে নড়াচড়া করার ফলে কর্মীদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে। কর্মীদের শরীরের ওপর কতটা চাপ পড়ছে, সন্ধান করে দেখবার জন্যে কম্পানির তরফ থেকে ডাক্তার আনা হল। কিন্তু অন্য ধরনের কাজে বদলি হতে বড় একটা কেউ চাইত না, আর চাইলেই যত তাড়াতাড়ি পারা যায় বদলি করা হত।

কর্মী নিয়োগ করবার জন্যে যে সঙ্ঘ আছে,—এমপ্লয়মেণ্ট ব্যুরো, তার লোকেদেব ডেকে হেনরি বললে, 'কোনও কারণে দৈহিক ক্ষমতায় যারা পেছিয়ে আছে, তাদের যদি কাজ দেওয়া যায়, তাহলে দেশের একটা কাজ করা হবে। এইসব পঙ্গু বা অন্ধ লোকের মনে আবার আত্মসম্মান-বোধ ফিরে আসবে। এমনকি জেল-ফেরতা কোনও লোকও যদি কাজ চায়, তাকে নতুন জীবন গড়ে তোলবার সুযোগ দেওয়া হবে।

ধনসম্পত্তি দ্বিগুণ, চতুর্গুণ হয়ে উঠছে,—এই হল হেনরির নতুন এক সমস্যা। নিজের ক্ষমতায় আজ সে কোটিপতি; যন্ত্রপাতির ব্যাপারে যেমন চৌকোস ছিল, টাকাকড়ির ব্যাপারেও সে তেমনি। তার মতে, 'পৃথিবীতে দু-রকমের বোকা আছে; এক হল, যেসব কোটিপতিরা মনে করে টাকা জমিয়ে সত্যিকারের ক্ষমতা অর্জন করা যায়; আর এক হল, সেইসব কপর্দকহীন সংস্কারকের দল, যারা মনে করে যে বড়লোকদের কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে নিয়ে গরিবদের দিতে পারলেই পৃথিবীর সব দুঃখ ঘুচে যাবে।—দু-দলই ভুল পথে চলেছে।'

চাষী যেমন শস্য-বীজের দিকে তাকিয়ে নতুন ফসলের সম্ভাবনা দেখতে পায়, হেনরি তার সঞ্চিত ধনসম্পত্তি সেই চোখে দেখত। বিরাট ব্যবসায়ের দৌলতে হাজার হাজার পরিবারের অন্নসংস্থান হয়, —এর মধ্যে একটা পবিত্র ভাব আছে। এইসব পরিবারে বাচ্চাকাচ্চা হয়, ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায়, তরুণ কর্মীরা এই চাকরির ভরসায় বিয়ে-থা করে, সংসার পাতে, মজুরির টাকা থেকে দফায় দফায় দাম চুকিয়ে বাড়ি করে—হেনরি এইসব নিয়ে ভাবে। ফোর্ড মোটর কম্পানির দৌলতেই এই ব্যবসায় চালু রাখা আর বাড়িয়ে তোলা পবিত্র কর্তব্য।

হেনরি অনেকদিন থেকেই কর্মীদের কল্যাণের জন্যে চিন্তা করছিল। কারখানা থেকে ফিরে কী ভাবে তারা সময় কাটায়, বাড়ি-ঘর কী রকম—এইসব কথা তার মনে হয়। কারখানার দুশো জন লোককে সে লাগালে ফোর্ড কম্পানির ১৫,০০০ কর্মীর জীবনযাত্রার অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেবার জন্যে। কাজ শেষ হতে এক বছর লাগল। ফলাফল দেখে হেনরি স্তম্ভিত! তার কর্মচারীদের চার ভাগের এক ভাগ সপরিবারে দারিদ্র্যের মধ্যে কাটাচ্ছে, আর একভাগ মোটামুটি চালাচ্ছে, আর নিজের বাড়ি আছে মাত্র ৩৬৭ জনের।

তার কর্মচারীরা প্রচলিত হারেই মজুরি পায়, কিন্তু সেই প্রচলিত হার যদি স্বচ্ছলভাবে সংসার চালাবার পক্ষে যথেষ্ট না হয়, তাহলে কিছু একটা করা নিতান্তই দরকার। হেনরি মনে করে, তার কর্মীদের প্রত্যেকেরই অনায়াসে সংসার চালাবার মত আয় হওয়া উচিত। মজুরি সম্পর্কেই কিছু সে করবে। পরের দিনটা নববর্ষের দিন, তবু সেই দিনই সে অংশীদারদের সভা ডাকলে। ছুটির দিন বলে হেনরির পরিকল্পনা বন্ধ রইল না।

সতের

অংশীদাররা প্রকাণ্ড টেবিলের চারধারে যে যার নির্দিষ্ট আসনে বসে আছেন, কী মনে করে যে বছরের প্রথম দিনের সকাল বেলা হেনরি এই সভা ডাকলে, ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছেন না।

চেয়ার ছেড়ে উঠে হেনরি অফিস-ঘরের দোতলার জানলা দিয়ে কর্মী-নিয়োগ বিভাগের ফটকের দিকে তাকাল। চাকরির দরখাস্ত জমা দেবার জন্যে প্রচণ্ড শীতে লম্বা লাইন দিয়ে লোকেরা অপেক্ষা করে আছে।

হেনরি বললে, 'কর্মীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানোর বিষয়ে আপনাদের মত কী, তাই জানবার জন্যে আজ আপনাদের এখানে ডেকে এনেছি।'

হেনরি যে ঠিক কী বলতে চায়, তাঁরা ভেবে পেলেন না। অন্য যে-কোনও কারখানার চেয়ে তাঁদের কর্মচারীরা অনেক ভাল ব্যবস্থায় কাজ করে।

হেনরি বলে চলল, 'কাজের সময়ের দিক থেকে, আমাদের কর্মীরা দিনে ন-ঘণ্টা কাজ করে, আর মজুরি পায় দিনে গড়ে ২.৩৪ ডলার,—সারা দেশে এইটাই হল প্রচলিত কাজের সময় এবং মজুরির হার।'

টেবিলের চারধারের মাথাগুলো সম্মতিতে নড়ে উঠল। কর্মীদের মধ্যে কোনরকম অসন্তোষ দেখা যায় নি—কাজ পেয়ে তারা খুশি।

হেনরি বললে, 'ওরা যদি ন-ঘণ্টার জায়গায় আট ঘণ্টা কাজ করে, তাহলে দুয়ের বদলে তিন দফায় আমরা কাজ চালাতে পারি ; আরও অন্তত চার হাজার লোককে কাজ দিতে পারি।'

অংশীদাররা রাজি হলেন। এটা অভিনব একটা ব্যতিক্রম হলেও তাঁরা মনে করলেন, সব ঠিক মানিয়ে নেওয়া যাবে। তেমন কোনও মারাত্মক নীতিগত রদবদলের কথা যে উঠেনি, এতে তাঁরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

কিন্তু হেনরি তখনও কথা শেষ করে নি ; তার পরিকল্পনা আরও অনেক বেশি ব্যাপক।

বললে, 'বেশ, কাজের সময়ের কথা তো চুকল। এখন মজুরি সম্পর্কে কী করা যায় ? দৈনিক মজুরি কতটা বাড়াতে পারি ?'

একজন প্রস্তাব করলেন, 'দিনে আরও পঁচিশ সেণ্ট দিলে তো বেশ কিছু বাড়ে।'

হেনরি ব্ল্যাকবোর্ডে অঙ্কটা লিখে জিজ্ঞাসা করলে, 'আর কারও কিছু বলবার আছে ?'

হেনরির মন ভরে নি দেখে আর-একজন বললেন, 'আমি বলি কি, আমরা ওটা পঞ্চাশ সেণ্ট করে দিই। এর জন্যে কম্পানির খরচ হবে দিনে সাতহাজাব পাঁচশো ডলার বা বছরে কুড়ি লক্ষ ডলারেরও বেশি।'

অধৈর্য হয়ে সবাইকার মুখের ওপর সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে হেনরি বললে, 'এর চেয়ে আরও বেশি কিছু আমরা করতে পারি, এ কি কেউ মনে করেন না ?'

অনেকক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর একজন ভয়ে-ভয়ে দৈনিক এক ডলারের কথা পাড়লেন। ওঁরা সবাই তখন মনে মনে বিরাট

বিরাট সংখ্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। ওঁদের মাথায় তখন বড় বড় হিসেবের চিন্তা। দিনে এক ডলার মানে বছরে চল্লিশ লক্ষ ডলারেরও বেশি। না, এর পরে আর ওঠা যায় না।

কিন্তু হেনরি নাছোড়বান্দা হয়ে তাঁদের আড়াই ডলার পর্যন্ত ওঠালে। কারখানায় কেউ দৈনিক পাঁচ ডলারের কম পাবে না। সভার অধিকাংশেরই মনে হল, কর্তা এবার বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। মাত্র দু-জনের হেনরির ওপর আস্থা রইল। তাঁরা মনে করলেন হেনরি বুঝেসুঝেই সব করেছে। অন্য সকলে মনে করলেন, কাজ একঘণ্টা কম, ওদিকে মজুরি দ্বিগুণ,—এতে কারবারের ভাল হবে না।

তারপর অংশীদাররা যখন সমস্ত ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝে দেখছেন, হেনরি প্রস্তাব করলে, লভ্যাংশ হিসেবে আরও এক কোটি টাকা কর্মচারীদের ভাগ করে দেওয়া হোক।

অংশীদারদের দম বন্ধ হবার জোগাড়!

হেনরি বললে, 'কর্মীরা ন-ঘণ্টায় যতটা কাজ করত, ভাল মজুরি পেলে আট ঘণ্টাতেও ততটাই করবে। তাছাড়া এখন কর্তৃপক্ষের লাভের খানিকটা কর্মীদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেওয়ার সময় এসেছে। কর্মীদের সহযোগিতায় যে অর্থ উপায় হল, তারাও তার ভাগ পাবে, এটা অত্যন্ত ন্যায্য কথা।

ফোর্ডের এই লভ্যাংশ-ভাগ পরিকল্পনার কথা খবরের কাগজে যেতেই সমস্ত দেশে সাড়া পড়ে গেল। খাবার টেবিলে, পথের মোড়ে, সভা-সমিতিতে—সর্বত্রই এই পরিকল্পনার কথা। হেনরি ফোর্ড অসাধারণ মানুষ হয়ে উঠলেন। হেনরি ফোর্ড শ্রমজীবীর বন্ধু!

আর সব মোটর তৈরির ব্যবসাদাররা বিরক্তিতে খবরের কাগজ দোমড়াতে লাগলেন। তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, ফোর্ড ব্যবসায়-বাণিজ্যের দফা রফা করবে। তাঁদের মাঝখানে যেন বোমা পড়েছে। একজন ব্যবসায়ী বললেন, 'মজুরদের কাজ করবার জায়গা ঝকঝকে তকতকে করে দিয়েও ফোর্ডের আশা মেটে নি, এবার তারা শুধু কাজ

করতে আসছে, এইটুকুর জন্যেই টাকা ঢেলে দিচ্ছে। এভাবে ব্যবসা হয় না। ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে গেলে আমরা তো সব দেউলে হয়ে যাব!'

হেনরি সবাইকে ভাবিয়ে তুললে। দিনে পাঁচ ডলার! অবিশ্বাস্য! আর সব কারখানায় অশান্তি আর অসন্তোষ হতে বাধ্য। শ্রমিকরা তাড়াতাড়ি করে ফোর্ড কম্পানির কারখানা-বাড়ির সামনে লাইনে ভিড় করে, এগিয়ে যাবার জন্যে ঠেলাঠেলি করে। সবাই ফোর্ড মোটর কম্পানির কাজ চায়।

যারা অন্য কোনও কাজ করছে, তাদের কাউকে আর নেওয়া হল না। সুস্থ শরীরে সুখে-স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকার মত মজুরি দেয় না বলে যেখানে প্রাণ দিয়ে কাজ করবার সুযোগ নেই, সেই পুরোনো চাকরিতেই ফিরে যেতে হল যাদের, তাদের জন্যে হেনরির দুঃখ হয়।

হেনরি জানত শ্রমিকদের সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবার মত পয়সা দিলে যে সেটা সকলের পক্ষেই মঙ্গলজনক হবে, —সমব্যবসায়ীদের কাছে এটা প্রমাণ করতে হলে তার পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা দরকার। ব্যবসায় জগতের নেতাদের দেখাতে হবে, তারা যেগুলোকে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেয়—স্বার্থ আর শুভেচ্ছা—তাদেরও বিশেষ মূল্য আছে। হেনরির মূলমন্ত্র হল : এমন কিছু কর, যাতে সবায়ের ভাল হয়, শেষ অবধি তাতে তোমারও ভাল হবে।

বিরুদ্ধবাদীরা বলত, হেনরি একটা ভাবপ্রবণ নির্বোধ ; আর ওর পরিকল্পনাগুলো কেবল বিজ্ঞাপনের কায়দা।

বেশ কয়েক মাস হেনরির পরিকল্পনা-মত কাজ চলবার পর, সেই দুশো কর্মচারীকে আবার তথ্য সংগ্রহের কাজে লাগানো হল। গাড়ির উৎপাদন শতকরা কুড়ি ভাগ বেড়েছে, আর মাথা-পিছু ঘণ্টা-প্রতি কাজও আগের চেয়ে বেশি হয়েছে। একজন ইটালীয় শ্রমিক কলকব্জার অংশ তৈরি করত, সে আগের দ্বিগুণ পরিমাণে তৈরি করতে লাগল। এর কারণ দেখিয়ে সে বললে, 'মিঃ ফোর্ড দিনে

আড়াই ডলার দিতেন, আড়াইশোটা জিনিস পেতেন। এখন মিঃ ফোর্ড পাঁচ ডলার দিচ্ছেন, পাঁচশো পাচ্ছেন। আমি ঠিক শোধ দিয়ে যাচ্ছি।'

কর্মচারীদের বসবাসের অবস্থার প্রত্যক্ষ পরিবর্তন ঘটল। অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল এগারশো জন ভাল বাড়িতে উঠে গেছে। ব্যাঙ্কে তাদের জমা টাকার পরিমাণ বেড়েছে শতকরা দুশো পাঁচ ভাগ। ফোর্ড কম্পানির কর্মচারিরা মাসে মাসে টাকা দিয়ে ডেট্রয়েট-এ অনেক বাড়ি বা জমি নিয়েছে,—যার মূল্য হবে কুড়ি লক্ষ ডলারেরও বেশি।

এসব খবরে হেনরি ভারি খুশি। ব্যবসায় জগৎ চটলেও, হেনরির আশা ছিল, একদিন তাঁদেরও তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে মজুরিও বাড়াতে হবে, কাজের সময়ও কমাতে হবে।

আঠেরো

হেনরির বয়স তখন বাহান্ন। তার জন্মদিনে ক্লারা বললে, 'কিছুদিন এ-সব থেকে ছুটি নিলে কেমন হয়? কাজ-কর্ম সব তো ভালই চলছে, এডসেলও মন দিয়ে কারখানার কাজকর্ম দেখছে।'

হাইস্কুলের পড়া শেষ করেই ১৯১২ সালে এডসেল কারখানার কাজে লেগেছিল। লোকজন সবাই তাকে পছন্দ করত, লক্ষণ দেখে বোঝা যেত, ভবিষ্যতে বেশ ভাল কাজ চালাতে পারবে।

ক্লারার কথায় হেনরি বললে, 'বেড়াতে যেতে চাও? কোথায় যেতে চাও বল।'

'গাঁয়ে যেতে ইচ্ছে করে, কতদিন ওদের দেখিনি—পুরোনো বন্ধু-বান্ধব সব!'

হেনরি বলে উঠল, 'আরে বাঃ, আমারও খুব ইচ্ছে! আমাদের

খামারের লাগোয়া যে ১,০০০ একর জমিটা সবে কিনেছি, তার ওপর নতুন কারখানা হবে, সেইসব কাজ দেখাশোনা করতে পারব। কারখানার নাম হবে দি রিভার রুজ প্ল্যান্ট, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বিরাট। তা ছাড়া আমার পুরোনো কারখানাতেও কিছু কাজ পড়ে আছে।'

ক্লারা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'কিন্তু আমি ভেবেছিলুম তোমাকে ছুটিতে নিয়ে যাব।'

'ছুটি! আরে দূর! মনে পড়ে, অনেক বছর আগে চাষের যন্ত্র তৈরি করতে গিয়েছিলাম? মাত্র চল্লিশ ফুট চলেছিল। এবার এমন ট্র্যাকটর তৈরি করব, সারা পৃথিবী চষে বেড়াবে।—তার নাম দেব "দি ফোর্ডসন"।'

উনিশ

ডিয়ারবর্ন-এ হেনরি আর ক্লারার আনন্দে দিন কাটতে লাগল। রুজ নদীর ধারে একটা বাড়ি তুলবে ঠিক করলে, হেনরির মাঝে মাঝে নির্জনে শান্তিতে থাকা দরকার।

হেনরি যে ১,০০০ একর জমি কিনেছিল, তার মাঝখান দিয়ে রুজ নদী বয়ে চলেছে। জলপথে যাওয়া-আসা আরও প্রসারিত করার সম্ভাবনা, আর তাছাড়া কর্মীদের বাড়ি-ঘর তৈরির অনেক জায়গা,—এইসব দিক বিবেচনা করে হেনরি জায়গাটা বেছেছিল। কাছাকাছি অঞ্চল থেকে লোহা বা কয়লা আনানোরও সুবিধে।

এইবার ডিয়ারবর্ন-এ গিয়ে হেনরি চাষের কল নিয়ে কাজ করতে লাগল। অল্পদিনের মধ্যেই হাল্কা ধরনের ট্র্যাকটর তৈরির ব্যবস্থা যখন সম্পূর্ণ, ইউরোপের যুদ্ধের জন্যে সারা আমেরিকা তখন চঞ্চল

হয়ে উঠেছে। ১৯১৪ সালে অস্ট্রিয়ার আর্কডিউক ফার্ডিন্যাণ্ড এবং তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করা হল। তার একমাস বাদে জার্মানি বেলজিয়াম আক্রমণ করলে আর রাশিয়ার সৈন্য চলল জার্মানির দিকে। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স আর বেলজিয়াম একেবারে আগুনের মধ্যে গিয়ে পড়ল। চার বছর চলল লড়াই।

ইংল্যাণ্ডের লোকেদের সাহায্য দরকার। ঘোড়া কমে গেছে, চাষ-আবাদের কাজ আটকাচ্ছে, যথেষ্ট ফসল হচ্ছে না। ইংল্যাণ্ডে কয়েকটা মাত্র স্টীম ট্র্যাকটর ছিল, আর কলকারখানায় তখন তৈরি হচ্ছে কেবল যুদ্ধের উপকরণ। হেনরির সহায়তা চাইলে তারা। ট্র্যাকটরের নক্সা পাঠালে, কয়েকজন অভিজ্ঞ লোক এবং আরও অনেক লোকজন পাঠিয়ে দিলে ইংল্যাণ্ডে তাদের প্রয়োজন-মত ট্র্যাকটর তৈরি করে দেবার জন্যে। হেনরির প্রথম ট্র্যাকটর, ‘ফোর্ডসন’, প্রথম তৈরি হল ইংল্যাণ্ডে, আমেরিকায় নয়।

হেনরি শান্তির পক্ষে, তাই এই যুদ্ধ হেনরিকে বিচলিত করে তুলল। তার মত হল, পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়ার ব্যবস্থা করতে পারলে যুদ্ধ বন্ধ করা যায়। এর জন্যে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উইলসনের সঙ্গে দেখা করলে, কিন্তু কোনও ফল হল না। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলে, একটা জাহাজ নিয়ে, আর কয়েকজন আমেরিকানকে সঙ্গে করে দল বেঁধে ইউরোপে যাবে, যুদ্ধ বন্ধ করার চেষ্টা করবে।

১৯১৫ সালের ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিকে, অন্ধকার এক রাত্রিতে নিউইয়র্ক বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়ল।

হেনরির মতামত এখন আর তার ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, কাজেই খবরের কাগজওলারা এই ঘটনা নিয়ে খুব হৈ-চৈ শুরু করে দিলে। হেনরির উদ্দেশ্য তাঁরা ঠিক বুঝলেন না, কাগজে কাগজে নানারকম পরিহাস শুরু হয়ে গেল।

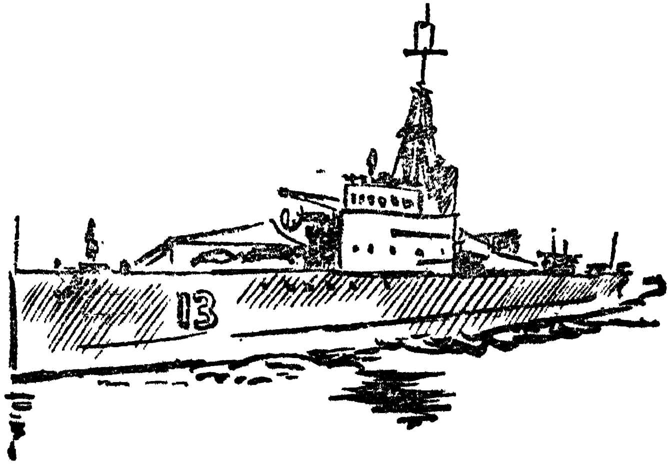
হেনরির পরিকল্পনা ছিল বিরোধী পক্ষের মধ্যে একটা সংযোগের

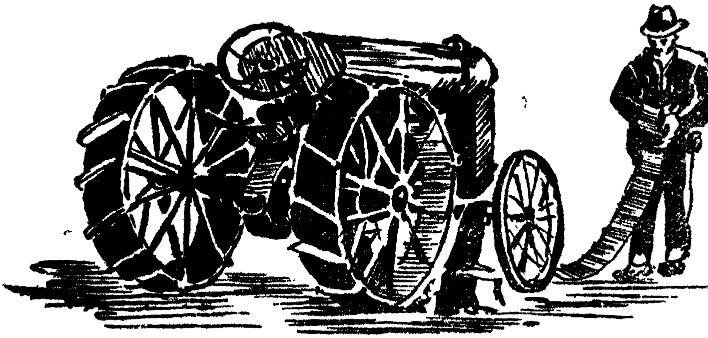
ব্যবস্থা করা, যাতে কোনও নিরপেক্ষ প্রতিনিধির মাধ্যমে তারা পরস্পরের সঙ্গে মতামত আদান প্রদান করতে পারে ;—এবং তা হলেই যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে, এই ছিল তার বিশ্বাস।

কিন্তু যাত্রা সম্পূর্ণ হবার আগেই হেনরি বুঝতে পারলে, তার পরিকল্পনার কাজ সম্ভব হয়ে উঠবে না। শান্তি-অভিযান বিফল হল, কিন্তু হেনরি প্রমাণ করলে, পৃথিবী থেকে শান্তির মনোভাব মুছে যায় নি ; এই চেষ্টার জন্যে লক্ষ-লক্ষ শান্তিকামী লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করলে সে।

১৯১৭ সালে জার্মানি অবাধে সাবমেরিন যুদ্ধ শুরু করলে। ৬ই এপ্রিল জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হল, হাজার হাজার আমেরিকান সেনা পাঠানো হল ইউরোপে।

হেনরি বিনা লাভে সরকারকে তার কারখানার সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধে দিলে। হেনরির কারখানায় অ্যাম্বুলেন্স, ট্রাক, অস্ত্রবাহী গাড়ি, শোনবার যন্ত্র, ইস্পাতের শিরস্ত্রাণ, এ্যারোপ্লেনের মোটর, সাবমেরিনের সঙ্গে লড়বার জন্যে ঈগল বোট—এইসব তৈরি হতে লাগল।





কুড়ি

১৯১৮ সালে যুদ্ধ শেষ হতেই হেনরি আবার পুরোদমে গাড়ি, ট্রাক আর ট্র্যাকটর তৈরি শুরু করে দিলে। চাষীরা আদর করে নিলে এই ট্রাকটর। ঘোড়ায় যা করে এতে সবই হয়, কেবল মাছিরা আসে না ; জমি চষা, বীজ বোনা, আবাদ করা, এ-সব করতে তিন ভাগের এক ভাগ সময় লাগে,—হাতে ফোস্কাও পড়ে না, পিঠও টন-টন করে না। দৈহিক পরিশ্রম লাঘব করাই হেনরির কাছে সবচেয়ে বড় কথা।

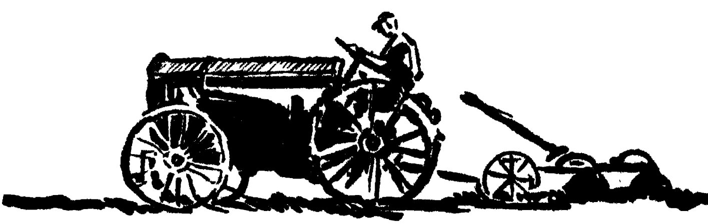
ক্ষেত-খামারে ট্র্যাকটর অবশ্য-প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল। চাষীরা নতুন এক শক্তির পরিচয় পেলে। এখন আর নতুন যন্ত্রপাতির তেমন দরকার নেই, যতটা দরকার যন্ত্র চালাবার শক্তি।

গাড়ি তৈরির বেলায় যেমন, ট্র্যাকটরের বেলাতেও হেনরি সেই একই পন্থা অবলম্বন করলে। ট্র্যাকটরের প্রত্যেকটি অংশ যথাসম্ভব মজবুত করে তৈরি করা চাই। কলকব্জার অংশ সংখ্যায় খুব কম। গাড়ি তৈরি হয়েছিল মানুষ বইবার মত করে। ট্র্যাকটর তৈরি হল টেনে নিয়ে যাবার জন্যে, উঁচুতে ওঠবার মত করে। কার্য-প্রণালীর এই পার্থক্যের জন্যে দুটোর গঠনপ্রণালীতেও অনেক তফাত করতে হল। হেনরির প্রধান সমস্যা দাঁড়াল, প্রচণ্ড টান পড়া সত্ত্বেও গাড়ির পরস্পর-সংলগ্ন অংশগুলোকে অটুট রাখা যায় কী করে।

তৈরি হল চার সিলিণ্ডারের ইঞ্জিন; চালু করতে পেট্রল লাগে, পরে কেরোসিনে চলে। শক্তিশালী করে সবচেয়ে কম ওজন করতে পারলে ২,৪২৫ পাউণ্ড। বেড়ালের যেমন থাবা, মাটি আঁকড়ে ধরবার জন্যে চাকার ওপর তেমনি বাঁকাভাবে সাজানো উঁচু উঁচু পাখনা।

ট্র্যাকটর এমনভাবে তৈরি হল, যাতে টেনে নিয়ে যাওয়া ছাড়া এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ইঞ্জিন হিসেবে কাজ করা যায়। যখন ক্ষেতের কাজ থাকে না তখন ট্র্যাকটরে বেল্ট লাগিয়ে অন্য কল চালানো যায়। মই দেওয়া, আবাদ করা আর ফসল তোলা ছাড়াও এতে শস্য মাড়াই করা, জাঁতাকল বা অন্য নানান রকমের কল চালানো, আর বরফ সাফ করার কাজও করা যায়।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে, সরকার থেকে ঘোড়া আর ফোর্ডসন— এই দুইয়ে কাজের খরচ তুলনা করে দেখা হয়েছিল :



ফোর্ডসন দিয়ে এক একর জমি চষার খরচ ৯৫ ডলার : ঘোড়া দিয়ে এক একর জমি চষার খরচ ১·৪৬ ডলার।

রুজ নদীর ধারে নতুন বাড়ি তৈরি হয়ে গেল, নাম দেওয়া হল 'ফেয়ারলেন'। বিরাট বাড়ির সঙ্গে মানিয়ে ভারি ভারি সব আসবাবপত্র এল। ফটকে দরওয়ান রইল, আগে থেকে ব্যবস্থা না করে কেউ চত্বরে ঢুকতে পারবে না। ডেট্রয়েট-এ অর্থসাহায্য বা অনুগ্রহ পাবার জন্যে পাঁচজনে ওদের রাতদিন বিরক্ত করে মারত। দাতব্য, সাহায্য, চাকরি, টাকা, নব-উদ্ভাবিত কলকব্জার অনুমোদন,

—নানান ধরনের আবেদন। এখন ক্লারা আর হেনরি একান্তে ঘরে বসে সময় কাটাতে পারবে, লোকজনের অত্যাচার থেকে রেহাই পাবে।

সেইসঙ্গে কারখানা আর নিজের অফিসেও লোকজনের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে হেনরি বেড়া তুলতে লাগল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করার চেয়েও হেনরির সঙ্গে দেখা করা শক্ত হয়ে উঠল। অনেক হাত পেরিয়ে তবে সাক্ষাতের আবেদন হেনরির কাছে পৌঁছয়। অধস্তন কর্মচারীরা যদি মনে করে কোনও আবেদনের মূল্য আছে, তবেই কেবল হেনরিকে জানানো হয়।

ক্লারা বা হেনরি কারোরই টাকা উড়িয়ে বিলাসিতা করা বা বাহার চালিয়াতির শখ ছিল না। খুব সাদাসিধেভাবে কয়েকজন পুরোনো বন্ধু-বান্ধবকে আপ্যায়ন করেই তারা খুশি। বিরাট চত্বরটি তাদের দুজনেরই প্রিয়। গ্রামের মধ্যে বেড়া টপকে টপকে বেড়িয়ে বেড়াতে হেনরির ভাল লাগত। অত একর জমি, তার এখানে-ওখানে পাখিদের জন্যে পাঁচশো বাসা বানিয়ে দিলে। হেনরি ওগুলোকে বলত 'পাখির হোটেল'। হেনরি জানত রেন পাখিরা বাসায় দোল খেতে ভালবাসে। তাইজন্যে স্টীলের স্প্রিং দিয়ে অনেক বাক্স ঝুলিয়ে দিলে। সারা শীত গাছের ডালে তারের ঝুড়িতে খাবার রেখে দিত। বিরাট পাত্রে জল থাকত, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় জমে বরফ হয়ে যেতে পারত না। গ্রীষ্মকালে হুকুম দিত চেরি ফল যেন গাছ থেকে তোলা না হয়, স্ট্র-বেরি যেন খোলা পড়ে থাকে।

একদিন সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে হেনরি ক্লারার হাতে একটা পত্রিকা দিয়ে বললে, 'এই প্রবন্ধটা পড়ে দেখ।'—ওর ঠোঁটের কোণে কৌতুকের আভাস।

পাতায় চোখ বুলিয়ে ক্লারা বলে উঠল, 'আরে, এ যে দেখছি বিখ্যাত প্রকৃতিবিদ জন বারোজ-এর লেখা!'

হেনরি বললে, 'আধুনিক অগ্রগতির ওপর ওঁর একটা আক্রোশ আছে। কল-কারখানা আর রেলের আওয়াজ তাঁর পছন্দ হয় না। তিনি শিল্পোন্নতির কঠোর সমালোচনা করেন, কারণ তাতে মানুষের হাতে এমন টাকা আর ক্ষমতা আসে, যার ফলে পল্লীর সৌন্দর্য ধ্বংস হতে থাকে। উনি ফতোয়া দিয়েছেন, মোটর গাড়ির জন্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের প্রবৃত্তি লোপ পেতে বসেছে।

ক্লারা গজ-গজ করে বললে, 'এ আবার কী কথা! ওঁকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত, যে গাড়ি চড়ে বেড়ালে প্রকৃতিকে আরও বেশি করে উপভোগ করা যায়।'

ক্লারার দিকে একটা চিঠি ছুঁড়ে দিয়ে ফিক্-ফিক্ করে হেসে হেনরি বললে, 'তাই দিয়েছি,—মাসখানেক আগে প্রবন্ধটা বেরিয়েছিল। ওটা পড়ে আমি মিঃ বারোজকে একটা ফোর্ড গাড়ি পাঠিয়ে সেইসঙ্গে অনুরোধ জানিয়েছি, যে গাড়িটা ব্যবহার করে যেন নিজেই জেনে নেন, এতে আরও ভাল করে প্রকৃতির ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ের পাবার সুবিধে হয় কি না। উত্তরটা পেয়েছি আজ। উনি লিখেছেন, নিজে গাড়ি চালানো শিখতে কিছু সময় লেগেছে, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী পুরোপুরি পাল্টে গেছে। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে মোটর গাড়িতে আরও অনেক কিছু দেখবার সুবিধে হয়, আর এখন থেকে পাখির খোঁজে বেরোবেন বেশিরভাগই মোটর গাড়িতে চেপে।'

ক্লারা বললে, 'বুড়োর কতখানি বাহাদুরি বল তো! একদিন আমাদের এখানে নেমন্তন্ন কর না!' ক্লারা জানে মিঃ বারোজের বই পড়তে হেনরি কত ভালবাসে।

হেনরি সোৎসাহে বললে, 'বাঃ, খুব ভাল কথা!'

জন বারোজ ওদের বাড়িতে এলেন, খুব বন্ধুত্ব হল দুজনে।

কথায় কথায় হেনরি তাঁকে জানালে, যে যাযাবর পাখিদের অবাধ শিকার বন্ধ করার জন্যে আমেরিকার কংগ্রেসে একটা বিল কিছুতেই

অনুমোদিত হচ্ছিল না। তারপর হেনরির চেষ্টায় সেই বিল অনুমোদন লাভ করেছে।

১৯২১ সালে মিঃ বারোজ মারা যান। তার আগে হেনরিতে আর তাঁতে কতবার তাঁবু নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন, সঙ্গে থাকতেন টমাস আর হার্ভে ফায়ারস্টোন, যাঁর টায়ার তৈরির কারবার। নিজেরাই রাঁধতেন, খুব কষ্ট সয়ে থাকতেন। এইসব অভিযানে থাকত কয়েকটা মোটরগাড়ি, তাঁবুর তলায় রাত কাটত। বেশ মজা হত।

এইসব অভিযানে বারোজ, এডিসন বা ফায়ারস্টোনের অবকাশ জুটত, কিন্তু হেনরির কথা আলাদা। ছোটখাট কোনও স্রোতস্বিনী দেখতে গেলেই তার পাড়ের এদিক থেকে ওদিক ঘোরাঘুরি করে হেনরি দেখত জল কতটা নিচে এসে পড়ছে, হিসেব করত, বেঁধে ফেলতে পারলে এই জলস্রোত থেকে কতখানি শক্তি পাওয়া যাবে। যতটা জল খাতের মধ্যে বয়ে গিয়ে নষ্ট হচ্ছে, তাকে দরকারি শিল্পের কাজে লাগিয়ে শীতকালে চাষী বা অন্য লোকজনের জন্যে কেমন পয়সা রোজগারের উপায় করা যায়,—সেইসব কথা আলোচনা করত। সব সময়ে তার মনে এক চিন্তা,—কী করে সর্বাধিক লোকের সবচেয়ে বেশি উপকার হয়।

মিঃ বারোজ বলতেন, মোটরগাড়ি আর ট্র্যাকটরের ইঞ্জিনের মধ্যে দিয়ে হেনরির চরিত্র যেমন প্রকাশিত হয়ে উঠেছে, কোনও কবি তাঁর কবিতায় নিজেকে ততটা প্রকাশ করত পারেন নি। হেনরির গাড়ি আর ট্র্যাকটর ওর নিজেরই প্রতীক,—আড়ম্বর নেই, জটিলতা নেই। হেনরি এ-দেশের নেতৃস্থানীয়, ওর গাড়ির চারদিকে যারা ভিড় করে, তারা যে শুধু একজন কৃতকর্মা ব্যবসায়ীকে শ্রদ্ধা জানায় তা নয়, শ্রদ্ধা জানায় একটা কল্যাণ-শক্তিকে।

নদীর স্রোত লক্ষ্য করবার ব্যস্ততা না থাকলে হেনরি আগুন জ্বালাবার জন্যে কাঠ জোগাড় করে আনত। হেনরির দেহ আর মন, দুই-ই কাজ করত খেলার আনন্দে।

একুশ

রিভার রুজ কারখানা এলাকায় নতুন নতুন ঘর-বাড়ি উঠতে লাগল। অংশীদাররা এইরকল বিশাল কারখানার জন্যে কম্পানির উদ্বৃত্ত টাকা খরচ করার বিরোধিতা করল। তারা চায় লভ্যাংশ হিসেবে টাকাটা তাদের ঘরে আসুক। হেনরি তাদের কথায় কান দিলে না, নিজের মতেই কাজ করতে লাগল। শেষ অবধি অংশীদাররা আরও বেশি লাভ দেবার জন্যে হেনরির নামে আদালতের নির্দেশ জোগাড় করলে।

অংশীদাররা তাকে ব্যবসায় চালাবার রাস্তা বাতলাবে বা তার পরিকল্পনায় নাক গলাবে, হেনরি তা বরদাস্ত করবে না। সে বুঝতে পারলে তার করণীয় আছে একটাই,—ঠিক ম্যালকমসনের ব্যাপারে যা করেছিল।

ছেলে এডসেলের বয়স এখন ছাব্বিশ বছর, কম্পানির সে অনেকখানি। ডেট্রয়েট-এর বিরাট দোকান-ব্যবসায়ী জে, এল, হাডসনের সুন্দরী ভাইঝি এলেনর ক্লের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে ১৯১৬ সালে। হেনরি ঠিক করলে, ঐসব অংশীদারদের ঝামেলা না রেখে ওদের শেয়ারগুলো কিনে নিয়ে এডসেল কম্পানির প্রেসিডেন্ট হবে। মুষ্টিমেয় অংশীদাররা হেনরিকে ভাল করেই চিনত, যে সে যা চাইবে তাই হবে। তারা শেয়ার বেচতে রাজি না হলে, হেনরি নতুন একটা কারখানা খুলবে, আরও ভাল আর শস্তার গাড়ি তৈরি করতে শুরু করে দেবে।

ষোল বছর আগে জেম্‌স্‌-এর বোন মিস কুজেন্‌স্‌ ১০০ ডলারের শেয়ার কিনেছিল। সেই একখানা শেয়ারের দাম সে পেলে ২৬০,০০ ডলার। জেম্‌স্‌ কুজেন্‌স্‌ তার শেয়ার বিক্রি করলে

৩০,০০০,০০০ ডলারে। ডজ-ভাইয়েরা তাদের ১০,০০০ ডলারের শেয়ার বিক্রি করে পেল ২৫,০০০,০০০ ডলার। অন্য সব অংশীদারদের শেয়ার বিক্রি হল মোট ৬২,৫০০,০০০ ডলারে।

হেনরি আর এডসেলের হাতে নিয়ন্ত্রণের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা এসে যেতে, হেনরি ১০০,০০০,০০০ ডলার দিয়ে কম্পানিকে নতুন করে নিয়মবদ্ধ করে গড়ল। বিরাট এক পরিকল্পনার কাজ শুরু করবার জন্যে সে এখন তৈরি—শিল্পব্যবসায়ে এত বড় পরিকল্পনার কথা কেউ কখনও ভাবতে পারেনি। রুজ প্ল্যান্ট-এ একদিক দিয়ে আসবে কাঁচা মাল, আর অন্য দিক দিয়ে আপনা থেকে বের হতে থাকবে গাড়ি, ট্রাক আর ট্র্যাকটর্।

তৈরির প্রতিটি প্রক্রিয়া থাকবে হেনরির নিয়ন্ত্রণে। তার নিজস্ব জাহাজ আর রেলপথ থাকবে। কাঁচা মাল লাগবে—কয়লা, কাঠ, ধাতুর আকর—সব হবে নিজেদের।

হেনরি মনে করত, এইভাবে অপচয় কমবে, সময় আর তৈরির খরচ বাঁচবে। যেমন, যে বল্টু কিনতে দাম পড়ে ৫০ ডলার প্রতি হাজার, হেনরি দেখলে নিজেরা ঢালালে ৮.৭০-য় তা তৈরি করা যায়। নিজের কারখানায় তৈরি করে প্রথম বছরে শুধু বল্টুরই খরচ বাঁচল ৫৮২,৬৩৫ ডলার। তার মত হল, এতে গাড়ির দাম কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে, এবং এই টাকাটা ক্রেতারই লাভ। সেই ১৯১৫ সালে যখন জলা জায়গাটা কিনেছিল, তখন থেকেই এ-সব হেনরির মাথায় আছে।

রুজ এলাকায় কাজ এগিয়ে চলে, শ্যেন-দৃষ্টিতে হেনরি লক্ষ্য করে দেখে। ড্রেজ দিয়ে মাটি কেটে কেটে নদীর খাত গভীর আর চওড়া করা হচ্ছে। একদিন, রোদে চারদিক ঝলমল করছে, মাটি তুলে খানিকটা পাঁক মারবার পর একটু তফাতে ড্রেজ থেকে কাদা মাটি ঢেলে ফেলা হল। হেনরি চেঁচিয়ে উঠল, 'ড্রেজ থামাও!' ইঁদুর জাতের এক ধরনের প্রাণী—একটা মাস্ক-র‍্যাট, কাদার স্তূপে

আটকে পড়ে ছাড়া পাবার জন্যে ছটফট করছে। মজুররা সাহায্য করবার জন্যে তাড়াতাড়ি ছুটে এল। হেনরি হুকুম দিলে, 'না, থাক। ও নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নেবে।'

এক ঘণ্টা ড্রেজের কাজ বন্ধ রইল। সূর্যের তাপে কখন সেই মাস্ক-র‍্যাট আবার চাঙা হয়ে উঠবে, সেই প্রতীক্ষায় রইল সবাই। শেষ অবধি কষ্টেস্বষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে সেটা নদীর পাড়ের মধ্যে গিয়ে সেঁধুলো।

হেনরি হাত তুলে আবার কাজ চালাবার নির্দেশ দিলে।

রুজ-এর এই শক্তি উৎপাদনের কারখানার ওপর হেনরির খুব আগ্রহ। স্টীম ইঞ্জিনের ওপর তার এখনও টান রয়েছে, যখনই সম্ভব হয় কাজে লাগায়। তবুও শক্তির ক্ষেত্রে নানা প্রগতি সম্বন্ধেও সে যথেষ্ট খোঁজ খবর রাখত।

তৈরির কাজে বা যন্ত্রপাতি ঠাণ্ডা করবার কারখানার জন্যে জল আনা হত রুজ নদী থেকে। কিন্তু অল্পদিনেই দেখা গেল, রুজ নদীতে কাজ ভাল চলবে না। বছরের কোনও কোনও সময়ে নদীতে জল থাকে না বললেই চলে। জলের তাপমাত্রা ৮৭° ফারেনহাইট পর্যন্ত ওঠে; সারা বছরের গড় তাপমাত্রা হল ৬৫° ফারেনহাইট।

রুজ কারখানা যতই প্রসারিত হয়—আরও বেশি পরিমাণে, আরও ঠাণ্ডা এবং আরও পরিষ্কার জলের দরকার পড়ে। রুজ নদী থেকে ঠাণ্ডা জল পাওয়া যাবে না, কাজেই হেনরির ইঞ্জিনীয়াররা ডেট্রয়েট নদী থেকে রুজ কারখানা পর্যন্ত মাটির নিচে দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে সমস্যার সমাধান করে দিলে। সুড়ঙ্গটা হল লম্বায় ১২,০০০ ফুট, চব্বিশ ঘণ্টায় ৯১৩,০০০,০০০ গ্যালন জল আসতে পারে।

হেনরির কাঁচের কারখানায় কেনা দামের চেয়ে শস্তায় আরও ভাল জাতের কাঁচ তৈরি হয়। কাঠের চাহিদা মেটাবার জন্যে জঙ্গল কিনলে। কেনটাকিতে নিজস্ব খনি আছে, সেখান থেকে কয়লা পায়। নিজের জমি থেকে লোহা তোলা হয়, নিজের জাহাজে এসে পৌঁছয়।

কাজের সুবিধের জন্যে হেনরি একটা রেল কম্পানি কিনে ফেললে। এই রেলপথের ব্যবসাটা বহু হাত-ফেরতা হয়েছে, কেউ লাভ করতে পারে নি। হেনরিও লাভের আশায় কেনে নি, কিনেছিল রুজ কারখানার খরচ বাঁচাবে বলে।

নতুন কারখানার বিরাট বিরাট ছুটো ব্লাস্ট ফারনেস-এর একটা যখন তৈরি শেষ হল, হেনরি সেটারও একটা নামকরণ উৎসব করবে ঠিক করলে। তার প্রথম নাতির নামে এর নাম হবে হেনরি দি সেকেণ্ড।

হেনরি ঠিক করলে, নামকরণের অনুষ্ঠানে খোকাও হাজির থাকবে।

ধমক দিয়ে ক্লারা বললে, 'না হেনরি, খোকাকে কারখানায় নিয়ে যাবে না। ব্লাস্ট ফারনেস-এ আগুন দেওয়া হচ্ছে, সেখানে আমাদের ছু-বছরের ছোট্ট নাতি গিয়ে কী করবে?'

হেনরি জোর করে বললে, 'শোন ক্লারা, ওর কিছু ক্ষতি হবে না। তা ছাড়া একদিন ওকে তো এসব শিখতেই হবে! আরে, ও-সব তো তুচ্ছ, এর পরে ও-ই তো হবে ফোর্ড মোটর কম্পানির প্রেসিডেন্ট।'

ক্লারা মনে মনে হার মানলে, তবু বললে, 'যত বাজে কথা! এলেনর যদি খোকাকে না ছাড়ত, আমি মোটেই দোষ দিতাম না।'

হেনরি দি সেকেণ্ড নাছুস-মুছুস, মাথায় কালো কোঁকড়া চুল, আগ্রহে চোখ বড়-বড় করে নামকরণ অনুষ্ঠানে যোগ দিলে। কিন্তু সে যে রুজ কারখানায় ইস্পাত উৎপাদনের সূত্রপাতের মত একটা বিশেষ ঘটনা প্রত্যক্ষ করলে, কিম্বা একদিন যে সে এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট হবে, এ-সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্রও ধারণা ছিল না।

বেশিরভাগ সময়েই খোকা ছিল তার দাছুর কোলে, তবু ক্লারা তার দিকে কড়া পাহারা দিচ্ছিল। তারপর গ্রস পয়েন্ট-এ এডসেল আর এলেনরের কাছে তাকে নিরাপদে ফিরিয়ে দেবার পর নিশ্চিন্ত হল।

বাইশ

পৃথিবীটা খুব তাড়াতাড়ি পাল্টাচ্ছে। T মডেলের গাড়ি যখন প্রথম চালু হল, গাঁয়ে কংক্রীটের রাস্তা ছিল পাঁচ মাইলেরও কম; এখন বেড়ে হয়েছে ৩১,০০০ মাইল। রেডিওতে সারা পৃথিবীর খবর প্রচার করা শুরু হয়েছে, কানে ইয়ার-ফোন লাগিয়ে লোকে তাই শোনে।

১৯২৩ সালে হেনরি ষাট বছরে পড়ল, তবু তখনও যে-কোনও বিরাট কাজে হাত দিতে সে পেছপা নয়। ১৯২২ সালে সে লিঙ্কন মোটর কম্পানিটা হাতে নিয়েছিল। লিঙ্কন গাড়ি সুন্দর দেখতে, দামি, আর বেশ সবাইকার কাছেই কদর আছে। হেনরি এখনও জনসাধারণের গাড়ি নিয়েই মাথা ঘামায়। কিন্তু মডেল T নিয়ে যারা হাসাহাসি করত, লিঙ্কন গাড়ি তাদের মুখ বন্ধ করে দিলে।

লণ্ডনে ৩০৬ একর জায়গা নিয়ে হেনরি ড্যাগেনহাম কারখানা তৈরি করেছিল। এটা হল পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম কারখানা, রিভার রুজ প্ল্যাণ্টের ঠিক পরেই। ড্যাগেনহাম প্ল্যাণ্টের সামনেই টেম্‌স্ নদী,—জলপথে, মোটরে কিম্বা রেলপথে জিনিসপত্র আনা-নেওয়ার সুবিধে আছে।

এই কারখানায় গাড়ির কলকজা তৈরি হত, জোড়া হত, তারপর সেগুলো গ্রেট ব্রিটেন, আয়র্ল্যাণ্ড আর কয়েকটা ব্রিটিশ-অধিকৃত এলাকার বাজারে চালান যেত।

দক্ষিণ আমেরিকার শাখাগুলোর সঙ্গে ডিয়ারবর্ন আর রুজ কারখানার সরাসরি যোগ; জার্মানি, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড আর বেলজিয়ামে গ্রেট ব্রিটেনের মতই ব্যবস্থা। এইসব দেশে কারবারে স্থানীয় লোকদেরও কিছু কিছু শেয়ার থাকত।

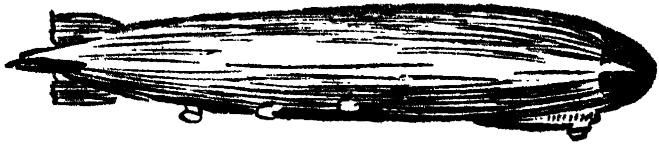
হেনরি এবার রবার-এর কারবারে মন দিলে, ব্রেজিলে চল্লিশ লক্ষ একরেরও বেশি জঙ্গল জমা নিলে। কোনও কাজই তার কাছে সাধ্যের বাইরে বলে মনে হয় না। হেনরি বলত, 'কারবার যত বড়, চালানো তত সোজা।'

ইতিমধ্যে এমন সব ব্যাপারে তার মন গেছে, যার সঙ্গে মোটর তৈরি বা অন্য কোনও ব্যবসায়ের সঙ্গেই কোন সম্পর্ক নেই। মোটর-গাড়ির কারবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় বটে; তবে, হেনরির মতে, তাতে মানুষের প্রগতির সহায়তা হবে।

ডেট্রয়েট-এ ফোর্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করলে, জানিয়ে দিলে, চিকিৎসার জন্যে সেখানে যে-কেউ আসতে পারে। হাসপাতালের নিজস্ব ডাক্তাররা বাইরে রুগী দেখতে পারবে না আর যাতে সঠিক রোগ নির্ণয় হয় তার জন্যে একাধিক ডাক্তার রোগীকে পরীক্ষা করে দেখবে।: লাভের ব্যবসায় নয়, তবু লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করা হল।

আরও বেশি খরচ করা হল শিক্ষামূলক কাজে। কিশোর আর শিশুদের বিষয়ে হেনরির বরাবরের আগ্রহ। যাতে তারা শিক্ষা পায় কী করে জীবনে উন্নতি করতে পারে, তার জন্যে অনেক কিছু করলে। সে হেনরি ফোর্ড ট্রেড স্কুল প্রতিষ্ঠা করলে। ছেলেদের ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করবার উপযুক্ত করে তোলাই এই স্কুলের উদ্দেশ্য। ছাত্ররা স্কুলের ক্লাসে পড়ে আর স্কুলের কারখানায় কাজ শেখে।

১৯২৪ সালের গোড়ার দিকে ডেট্রয়েট-এর একজন বিমান-যন্ত্রবিদ



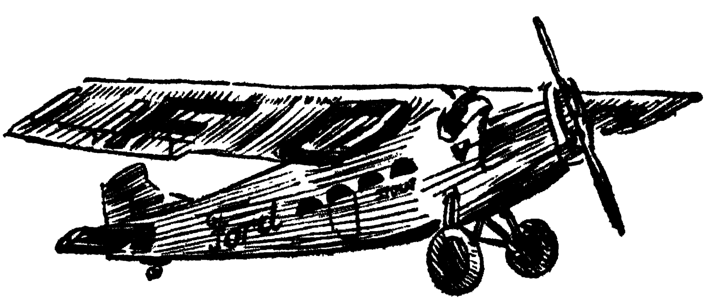
উইলিয়াম বি. স্টাউট ধাতুর তৈরি একরকম মাল এবং যাত্রীবাহী বিমানপোত তৈরির ব্যবসায় গড়ে তোলবার চেষ্টা করছিলেন। হেনরি আর এডসেলের মন গেল সেইদিকে। হেনরি স্টাউটকে

বললে, 'ডিয়ারবর্নে আমাদের বিমানবন্দর তৈরির কাজ চলছে, কারখানা আর বিমান রাখবার ঘর থাকবে। যদি ইচ্ছে হয়, ব্যবহার করতে পারেন।'

কারখানা তৈরি হয়ে গেলে স্টাউট মেটাল এয়ারপ্লেন কম্পানি সেখানে এসে ঠাঁই নিল, নতুন নাম হল স্টাউট এয়ারপ্লেন ডিভিসন অব দি ফোর্ড মোটর কম্পানি,—ফোর্ড মোটর কম্পানির স্টাউট এয়ারপ্লেন বিভাগ। এই বছরেই ফোর্ড কম্পানির তিন-মোটরের বিমান প্রথম তৈরি হল। বিমান-চালকরা এই বিমানের খুব তারিফ করত।

তখন বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, বিমান-চলাচলের শৈশব অবস্থা পার হয়ে গেছে ; যথেষ্ট ভার বহনের উপযোগী, আরামদায়ক, নির্ভর-যোগ্য, স্বল্প ব্যয়ের বিমানপোতের চাহিদা দেখা দিয়েছে,—কাজেই তিন মোটরের এই ফোর্ড প্লেনের সূত্রপাত হল একেবারে ঠিক সময়টিতে।

সবটা ধাতু দিয়ে তৈরি বড় মাপের বিমান যে এই তিন-মোটরের ফোর্ড প্লেনই প্রথম সৃষ্টি হল, তা নয় ; এই একই সময়ে জার্মানিতে ডাঃ জাঙ্কার্স্ ধাতু দিয়ে বিমান তৈরির পরীক্ষা করছিলেন। তবে,



ব্যবহারযোগ্যভাবে যা প্রথম তৈরি হল, সেটা হল এই তিন-মোটরের প্লেন। সব জায়গাতেই বিমান চালকরা এই বিরাট

উড়োজাহাজকে 'দি টিন-গুজ' বলে ডাকত, তার মানে, টিনের হাঁস। কম্যাণ্ডার রিচার্ড ই. বায়ার্ড যে উড়োজাহাজে কুমেরু অঞ্চলের তীরবর্তী লিট্‌ল্‌ আমেরিকা থেকে দক্ষিণ মেরুর ওপর ঘুরে এলেন, সেটা এই তিন-মোটরের ফোর্ডপ্লেন।

তিনি উড়োজাহাজটাকে এক বছরের জন্যে মেরুতে ফেলে রেখে এলেন, তারপর আবার যখন ফিরে এলেন, দেখলেন উড়োজাহাজটি একেবারে পুরোপুরি বরফের নিচে ঢাকা পড়ে গেছে। বরফ খুঁড়ে বার করার পর কার্বুরেটর পরিষ্কার করে ব্যাটারি লাগিয়ে দিতে অতি সহজেই চলতে শুরু করল।

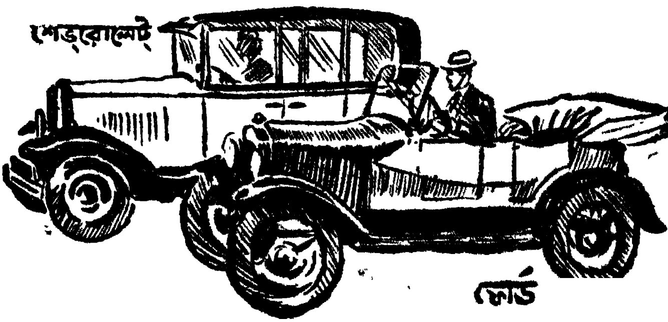
ইঞ্জিনের ব্যাপারে হেনরির যে আগ্রহ ছিল, এখন সেটা পরিবহন সংক্রান্ত যে-কোনও বিষয়েই বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। তার ধারণা হল, এইবার সাধারণ মানুষের ব্যবহারের উপযোগী কম দামি, নিরাপদ, হাল্কা উড়োজাহাজের দিন আসছে। তার দু-জন ইঞ্জিনীয়ারকে পরীক্ষামূলক ভাবে একজন যাত্রীর উপযোগী উড়োজাহাজ গড়বার হুকুম দিলে। ফ্লিভার প্লেন-এর সম্পর্কে তার নির্দেশ রইল কেবল এইটুকু : 'শস্তা, নিরাপদ আর নির্ভরযোগ্য করে তৈরি করবে।'

১৯২৬ সালে হেনরির জন্মদিনে ফোর্ড বিমান বন্দর থেকে প্রথম ফোর্ড ফ্লিভার স্বচ্ছন্দ মহিমায় আকাশে উড়ল।

এরপর উড়োজাহাজের নানান সংস্কারের দিকে হেনরির মন গেল। উড়োজাহাজ যখন মাটিতে নামে, ইঞ্জিন বন্ধ করা হয় ; তখন প্রায়ই টলমল করে চলতে থাকে। হেনরির নির্দেশে মাটিতে নামবার পরেও উড়োজাহাজের ইঞ্জিন চালু রেখে, স্বচ্ছন্দে ও নিরাপদে গড়িয়ে গড়িয়ে থামবার ব্যবস্থা হল।

হেনরির আরও একটা অভিনব পরিকল্পনা হল, ওজনের অনুপাতে উড়োজাহাজকে যথাসম্ভব শক্তিশালী করে তোলা। তার লক্ষ্য হল ইঞ্জিনের ওজনের প্রতি দেড় পাউণ্ডে এক অশ্বশক্তি উৎপন্ন করা।

আট বছর পরে ১,০০০ অশ্বশক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিনের উড়োজাহাজ তৈরি হল—তাতে প্রতি ১·০৭ পাউণ্ডে এক অশ্বশক্তি উৎপন্ন হয়। ভবিষ্যৎ প্রগতির সম্ভাবনা অনেক আগে থেকেই হেনরি কল্পনা করতে পারত।



তেইশ

১৯২৫ সালে হেনরির কম্পানিতে T মডেলের গাড়ির উৎপাদনের হার দাঁড়াল দিনে ১০,০০০। এটা একটা অভূতপূর্ব ব্যাপার। যত গাড়ি তৈরি হত, শতকরা ৪১ ভাগ বিক্রি করা হত আমেরিকায়। ১৯২৭ সালে T মডেলের ১ কোটি ৫০ লক্ষতম গাড়িটি তৈরি হল।

হেনরি সারা পৃথিবীর সামনে প্রমাণ করে দিলে, যে মজুরি বাড়িয়ে, দাম কমিয়েও প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করে কারবারে কোটিপতি হওয়া যায়। মানুষকে যথাসম্ভব কম খাটিয়ে রাশি-প্রমাণ জিনিস কী করে উৎপন্ন করা যায়, তাই সে দেখালে। সে দেখালে, শিল্প-উৎপাদন বাড়লে কর্মীদের হাতে টাকা আসে, তাদের বিক্রয়-ক্ষমতা বাড়ে; তখন তারাই আবার শিল্পজাত জিনিস কিনতে পারে, উন্নতভাবে জীবন যাপন করতে পারে—দৈনিক মজুরির হার অন্তত ৫ ডলার ধার্য করার আসল অর্থটা ছিল তাই-ই।

হেনরির মতে, এটা একমাত্র সম্ভব হতে পারে, মজুরির বদলে কর্মীরা যদি ঠিকমত কাজ করে। ফোর্ড মোটর কম্পানিতে যথাযথ কাজ না করলে চাকরি থাকে না।

এক বছর ধরে সপ্তাহে পাঁচ দিন কাজ করিয়ে দেখে হেনরি প্রমাণ পেলে, কাজের সময় কম করাতে তার কারখানার উৎপাদন বেড়েছে। ফোর্ড কম্পানির নীতি হল,—কম কাজ নয়, উন্নত ব্যবস্থা আর উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির দৌলতে কম সময়ের মধ্যেই বেশি কাজ, ভাল কাজ।

এই ঝরঝরে T মডেলের গাড়ি উনিশ বছর ধরে আমেরিকার গরিব গেরস্থদের নির্ভরযোগ্য নিজস্ব বাহনের প্রয়োজন মিটিয়েছে। একটি বোঁটায় দুটি ফুলের মত বছর বছর হুবহু এক রকমের গাড়ি তৈরি হয়েছে। রঙ সব কালো।

কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল, মোটর গাড়ির গড়ন পেটন মার্জিত করে তোলা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা যে করা দরকার, এটা খুবই স্বাভাবিক। কম-দামি গাড়ি কেমন হওয়া উচিত, সে-সম্পর্কে আমেরিকার লোকেদের ধারণা বদলে গেছে। তারা চায় চটকদার ছাঁদ। এ-সব আছে শেভ্রলে গাড়িতে—দাম ফোর্ড গাড়িরই সমান। গড়ন, শক্তি, স্বাচ্ছন্দ্য,—সব দিক দিয়েই উন্নততর। খদ্দেররা শেভ্রলে গাড়ির দিকেই ঝুঁকল। বিক্রির দিক থেকে এত বচ্ছর হেনরি T মডেলের জায়গা ছিল সকলের আগে, এখন সেই জায়গা শেভ্রলের দখলে।

হেনরির একেবারে বদ্ধমূল ধারণা, কাজের গাড়িতে কায়দা বা স্বাচ্ছন্দ্যের দরকার হয় না। এডসেল সব বিষয়ে বাপের মতন নয়, প্রায়ই মতের অমিল হত। হেনরি এডসেলের যুক্তি শুনত, কিন্তু একবার মনস্থির করে ফেললে, কিছুতেই তা বদল হবার নয়।

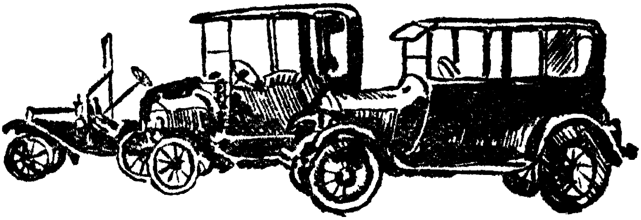
এডসেল জেদ ধরে বললে, 'ফোর্ড গাড়িকে একটু সাজিয়ে-গুজিয়ে না তুললে উপায় নেই, বাবা। শেভ্রলে আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে, এর একটা বিহিত করতে হলে T মডেল বাতিল করতেই হবে।'

হেনরি তাচ্ছিল্যভরে বললে, 'ও একটা হুজুগ, দেখো, আবার সব কাজের গাড়ির দিকে ঝুঁকবে।'

এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ T মডেলের গাড়ি তৈরি করে হেনরি যে ধন ও মান লাভ করলেন, মোটর গাড়ির ইতিহাসে সে রকম কেউ করে নি। জনসাধারণের মনে সে এই বিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছে যে মোটর গাড়ি কাজের জিনিস। কিন্তু লোকে যখন বুঝলে যে মোটর গাড়ি কাজের জিনিস, তখন তাদের চাহিদা হল, কাজের সঙ্গে সঙ্গে গাড়িগুলো দেখতে ভাল আর আরামদায়কও হোক। আলপিন বা দেশলাইয়ের কাঠির মত সব এক রকমের দেখতে মোটর গাড়ি আর লোকে চায় না। সাদাসিধে কালো রঙের T মডেলের দিন ফুরোলো।

বিক্রি আর লাভ ক্রমশই কম হতে থাকায়, শেষকালে হেনরি বাধ্য হয়ে এডসেলের মতে রাজি হল।

১৯২৭ সালে শেভ্রলের সঙ্গে পাল্লা দেবার মত গাড়ি বেরোবে, হেনরি, এডসেল আর ইঞ্জিনিয়াররা সেই নতুন মডেলের পেছনে আপ্রাণ খাটতে লাগল। চটকদার আর আরামের কমদামি গাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে জেনারেল মোটর্স্ যে ধারা প্রবর্তন করে অন্য সব গাড়িকে ছাপিয়ে উঠেছে, তারই অনুসরণে হেনরি ১০০,০০০,০০০ ডলার খরচ করলে, তিরিশ হাজার যন্ত্র বাতিল করলে,—আবার গোড়া থেকে কাজ শুরু করলে। কমদামি গাড়ি দেখতে সুন্দর হওয়া দরকার—হেনরি এ-কথা জানত না, কাজেই এইসব নতুন ধারণা অনুযায়ী মডেল গড়ে তোলা হেনরির পক্ষে খুব সহজ হল না।



নতুন ধাঁচের গাড়ি তৈরি করতে হলে সমস্ত কারখানা ঢেলে সাজাতে হবে। সমস্ত রকম পরিকল্পনা গোপন রাখা হল। নতুন গাড়ির কোনও বৈশিষ্ট্য বা বিশদ বিবরণ সাধারণের কাছে প্রকাশ করা হল না।

১৯২৭ সালে সারা দেশের ফোর্ড শো-রুমে A মডেলের গাড়ি শেভ্রলে গাড়ির ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পাল্লা দেবার মত চটকদার কিছু একটা পেয়ে ফোর্ড গাড়ির ব্যবসায়ীরা মহা খুশি। এই নতুন মডেলের সঙ্গে T মডেলের অনেক তফাত। আগেকার সেই 'টিন লিজি'-র দিন গত হল। সেই ঘটনাকে নাটকীয় করে তুলে কাগজে কাগজে 'লিজি'-র মৃত্যু নিয়ে কার্টুন ছাপা হল। সময়-কালে অথচ এই টিন লিজির জুড়ি মিলত না।

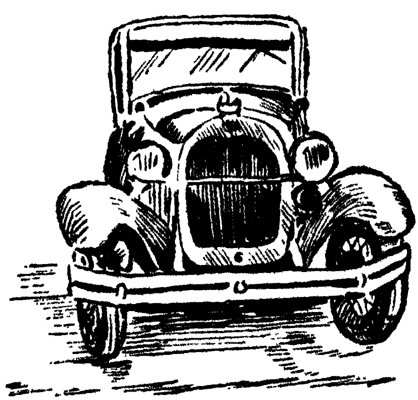
A মডেলের গাড়িতে সৌখিনতার অন্ত নেই। শুধু কালো নয়, এখন নানান রঙ হল, আরও বেশি গতিবেগ, চার চাকার ব্রেক, গিয়ার বদল করবার প্রচলিত পদ্ধতি, নিরাপদ কাঁচ, তলাকার কাঠামো নিচু আর ঝাঁকুনি নিরোধের ব্যবস্থা রইল। লোকে সবচেয়ে খুশি হল এই নতুন ফোর্ড গাড়ির দাম শুনে। বলতে গেলে, পুরোনো T মডেলের গাড়ির-ই দাম।

A মডেলের গাড়ির আগাগোড়াই নতুন বলে হেনরি প্রচার করলে। ৪০ অশ্বশক্তি-যুক্ত ইঞ্জিনের ঘণ্টায় ৫৫ থেকে ৬০ মাইলের গতিবেগ, আর চার চাকার যন্ত্রচালিত ব্রেক-এর বিজ্ঞাপন দিলে।

গাড়িতে তেল দেবারও নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হল। নতুন ধরনের ব্যবস্থায় আপনা থেকেই সব প্রয়োজনীয় জায়গায় তেল গিয়ে পৌঁছয়।

হেনরি তখনও সেই নীতি আঁকড়ে ধরে আছে, যে বেশি লাভ রেখে কম গাড়ি বিক্রি করার চেয়ে কম লাভ রেখে বেশি গাড়ি বিক্রি করা ভাল। তবে, এও সে জানত, কোনও এক ধাঁচের গাড়ি বছরের পর বছর টিকে থাকলে তবেই কেবল প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করে দুনিয়ার বাজারে সবচেয়ে কম দামে গাড়ি ছাড়া যায়। পেছনের চাকার অ্যাক্সেলের জন্যে দু-রকমে গিয়ার তৈরি করতে ৪৩,০০০ যন্ত্রপাতির রদবদল করতে হল আর নতুন যন্ত্রপাতি গড়তে হল ৪,৫০০টা, পুরোনো ছাঁচের বদলে নতুন ছাঁচ তৈরি করতেই শুধু খরচ পড়ল ৫,০০০,০০০ ডলার।

হেনরির আশা ছিল A মডেল বহুদিন টিকে থাকবে, T মডেলের মত আবার সাফল্যের ইতিহাস রচিত হবে। কিন্তু তা হল না। বহু লোকের ধারণা, এ গাড়ি শেভ্রলের ধারে-কাছেই ঘেঁষতে পারে না। শেভ্রলে গাড়িতে লোকে আধুনিকতম ধাঁচের সন্ধান পায়। শেভ্রলে হু-হু করে এগিয়ে যেতে লাগল—A মডেলের আয়ু হল মাত্র পাঁচ বছর।



চব্বিশ

১৯২৭ সালের মে মাস, সুন্দর একটি দিন। 'ক্লারা,' বলে ডেকে হেনরি প্রশস্ত হলঘরে ঢুকল। ঘরে ফুলের ছড়াছড়ি, সুন্দর সুন্দর ছবি, ঘোর রঙের ঝকঝকে আসবাব। ক্লারার সাড়া না পেয়ে হেনরি রোদ্দুর পোয়াবার বারান্দায় গেল, সেখানে ছাদ অবধি কাঁচ দিকে ঢাকা।

ক্লারা রেডিও শুনছিল আর ছুঁচের কাজ করছিল। রেডিওর অনুষ্ঠান আর হাতের কাজে ক্লারার মন ডুবে আছে দেখে হেনরি হাসল। সে বাড়ি আছে বলে হেনরি খুশি। ক্লারা না থাকলে বাড়ি যেন বাড়ি-ই নয়! ফিরে এসে ক্লারাকে বাড়িতে না পেলে হেনরি অস্থির হয়ে উঠত; ক্লারা বাড়ি এলে তবে শান্তি।

ক্লারার এখন অগাধ ঐশ্বর্য, কিন্তু হেনরিরই মত তার চাহিদা খুব সাধারণ। বয়সের অনুপাতে তাকে অনেক ছোট দেখায়। পরনে তার ঘন নীল রঙের পোশাক, কালো মোজা, মামুলি ধরনের কালো জুতো। চশমাটা কালো ফিতেয় ঝুলছে,—সোনার চেন নয়, প্ল্যাটিনাম নয়, হীরে-মুক্তোও নেই। চোখদুটি তার কালো, ভাস্বর, সজীব, আর হেনরির চোখের মত স্থির আর স্বচ্ছ।

তাড়াতাড়ি উঠে হেনরির চেয়ারে একটা নরম বালিশ গুছিয়ে দিতে দিতে একটু অবাক হয়ে ক্লারা বললে, 'তুমি এলে, জানতেই পারিনি তো গো! রেডিও শুনবে? ভাল লাগবে। লিণ্ডবার্গ বলে সেই বাচ্চা ছোকরা তার "স্পিরিট অব্ সেণ্ট লুই" উড়োজাহাজে এইমাত্র প্যারিসে পৌছেছে। রাতারাতি একেবারে এ-যুগের নায়ক বনে গেছে!'

হেনরি মুগ্ধ বিস্ময়ে বললে, 'পঁচিশ বছরের ছেলে একটা

মনোপ্লেনে সাড়ে তেত্রিশ ঘণ্টায় এক নাগাড়ে ৩,৬১০ মাইল পাড়ি দিলে—অসাধারণ কৃতিত্বের কথা! আমার শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত বাজি রেখে বলতে পারি, স্টেথোস্কোপে কান লাগিয়ে ডাক্তারেরা যেমন ভালমন্দ যাচাই করতে পারে, ইঞ্জিনের ব্যাপারে ছেলেটার কান তেমনি তৈরি। ভবিষ্যৎ জীবনে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ওর অনেক কিছু দেবার আছে।'

হাজার হাজার আমেরিকানের মত ক্লারা আর হেনরিও লিণ্ডবার্গের জীবনের সাফল্যের এই পরম শুভক্ষণটিতে নিজেরাও গর্বিত বোধ করছিল। ক্লারা বললে, 'দেখ, লোকে কেমন ওকে অন্তর দিয়ে বরণ করে নিয়েছে! ফ্রান্সে কিরকম সম্বর্ধনা পাচ্ছে একবার শুনে দেখ না!'

রেডিওর অনুষ্ঠান শেষ হতে ক্লারা দেখলে, হেনরি পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বার করে কি লিখছে। জিজ্ঞেস করলে, 'এবার কী,—হিসেব, না নক্সা?'

'আমাদের যখন বিয়ে হল, তখন ঘর-গেরস্থালির যন্ত্রপাতি কিনতে কত খরচ হয়েছিল, তাই হিসেব করে দেখছি আর-কি।'

'ও বাবা, সে তো তিরিশ বছর আগেকার কথা, হেনরি! ও-সব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন?'

'মনে হল, আজকালকার দিনে বিবাহিত জীবনে ছেলেমেয়েরা যে-সব যান্ত্রিক সাজ-সরঞ্জাম পেতে পারে, তার সঙ্গে আমাদের সময়কার সাজ-সরঞ্জামের তুলনা করে দেখলে মন্দ হয় না।'

'হুম! আমাদের সাজ-সরঞ্জামের ফর্দ দেখলে নিশ্চয়ই মনে হবে আমরা আমেরিকার সেই গোড়াপত্তনের সময়কার লোক!'

'আমাদেরও কিছু কিছু জিনিস ছিল, গোড়াপত্তনের সময়কার লোকেরা সে-গর্ব করতে পারে না। আমরা কিনেছিলুম:

দুটো বাইসিক্ল	...	...	৭০ ডলার
কাপড় নিঙড়োবার কল আর			
কাপড় চোপড় কাচবার পাটা		...	৫ ,,
শেলাই-কল	...	...	২৫ ,,
বুরুশ আর ঝাড়ু	...	...	৫ ,,
মোট...	...	...	১০৫ ডলার

'এখনকার দিনে, কোনও নতুন-বিয়ে-করা ছেলেমেয়ে যদি যন্ত্র-যুগের সব সুবিধে পেতে চায়, তাহলে বেশ কিছু টাকার দরকার :

মোটর গাড়ি—নির্ঘাৎ ফোর্ড গাড়ি	...	...	৭০০ ডলার
রেডিও ...	...	...	৭৫ ,,
ধোলাই-কল ...	...	...	১৫০ ,,
ফোনোগ্রাফ ...	...	...	৫০ ,,
বৈদ্যুতিক রেফ্রিজারেটর	...	...	২৫০ ,,
ভ্যাকুয়াম ক্লীনার	...	...	৫০ ,,
বৈদ্যুতিক সেলাই-কল	...	...	৬০ ,,
তেলের হিটার	...	...	৫০০ ,,
বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি, টোস্ট তৈরির সরঞ্জাম ইত্যাদি...			২৫ ,,
টেলিফোন—বাৎসরিক	...	...	৩৫ ,,
মোট...	...	...	১,৮৯৫ ডলার

'আমাদের বিয়ের সময়কার সেই ঘোড়ার গাড়ির যুগের পর অনেক বদল হয়েছে। দুনিয়া এগিয়ে চলেছে!' হেনরি সন্তোষের ভঙ্গিতে মাথা তোলে।

ক্লারা বললে, 'এ-সব জিনিস থাকলে কত ভাল! খাটুনি বাঁচে, আনন্দ পাওয়া যায়, বেঁচে থাকাটা সুন্দর হয়ে ওঠে; কিন্তু কটা লোকেরই বা অত টাকা আছে। যদি পাওয়াও যেত, সে সময়ে অত কেনবার ক্ষমতা আমাদের হত না।'

'বিয়ের প্রথম বছরেই হয়ত পারতুম না, তবে, অল্পদিনের মধ্যেই

কেনা যেতে পারত। লোকেদের এখন সচেতন হওয়া দরকার, বোঝা দরকার যে সৎ প্রচেষ্টা ছাড়া উন্নতি বা সুখ কোনটাই হয় না।'

ক্লারা বললে,'হেনরি, একদিন শুনলুম তোমার এক বন্ধুকে বলছ, "আমাদের নিজেদের করণীয় কাজ সম্পাদনের ভেতর দিয়ে আমরা দুনিয়ার সেবা করি" :—তুমি ঠিক কী বোঝাতে চাও?'

'আরে, এ তো জলের মত সোজা, ক্লারা! যে শুধু টাকার জন্যে কাজ করে,কেমন কাজ করে সে বিচারের ধার ধারে না, তেমন লোক আমি সইতে পারি না। এমন লোক আকছার দেখতে পাওয়া যায়, যারা মনে করে তাকে ভরণ পোষণের যত দায় এই দুনিয়ার ঘাড়ে; কিন্তু তার যে প্রতিদিন যথাসাধ্য পরিশ্রম করার একটা দায় রয়েছে এই দুনিয়ার কাছে, এ-কথা ভেবেই দেখে না। এরা নিজেরা কেমন কাজ করে, সে-সব মোটেই গ্রাহ্য করে না—শুধু কাজের নামে যতটা সময় দিচ্ছে, তার জন্যে প্রাপ্য টাকাটার দিকেই কেবল তাদের নজর।'

হেনরি পা-দুটো আড়াআড়ি করে রাখলে, আঙুলের ফাঁকে আঙুল গলিয়ে দুটো হাত এক করে হাঁটু জড়িয়ে ধরলে। মনের ভাব কথায় ব্যক্ত করতে গেলে সে এইভাবে বসে, এটা তার বিশিষ্ট ভঙ্গী। বললে, 'কাজ করলে টাকা আপনি আসবে। টাকা নিতান্ত দরকার, কিন্তু এ-কথা ভুললে চলবে না যে স্বচ্ছলতাই টাকার শেষ কথা নয়, আরও কিছু করবার যে সুযোগ পাওয়া যায়, তাতেই তার চরম সার্থকতা। জীবনটা হল নৌকোয় দাঁড় বেয়ে চলার মত। নৌকোয় চাপতে চায় অনেকেই, কিন্তু দাঁড় বেয়ে চালাতে হলেই অমনি হাতে ফোস্কা পড়ে।'

হেনরি কুঁড়ের মত বসে আছে, এ ক্লারা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। তার ইচ্ছে করে সবাই জানুক হেনরির আগ্রহ কত আন্তরিক, কত খাঁটি! সে তো জানে, হেনরি যখন তার প্রথম ইঞ্জিন তৈরির কাজে লেগেছিল, তখন টাকা রোজগার করা বা বড়লোক হওয়ার

আশায় নয়, শুধু পেট্রল ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানবার জন্যেই করেছিল। এখন তার চিন্তা হল, অনেক কারখানা অনেক গাড়ি তৈরি করা, অনেক লোকের কর্মসংস্থান করা। তার বরাবরের লক্ষ্য বহু জনের কল্যাণ।

এইসব চিন্তা পাক খেয়ে গেল ক্লারার মনে। তারপর বললে, 'ভাল কথা, তোমার শিক্ষামূলক পরিকল্পনার কদ্দুর?'

অতীত দিনের আমেরিকার জীবনের প্রতিচ্ছবি গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে ডিয়ারবর্নে হেনারি দুশো একর জমি আলাদা করে রেখেছিল। এই পরিকল্পনার নাম দেওয়া হয়েছিল দি এডিসন ইন্‌স্‌টিট্যুট অ্যাণ্ড গ্রীনফীল্ড ভিলেজ। হেনরির বিশ্বাস, আগেকার দিনে যেসব জিনিস ব্যবহার করা হত সেইসব জিনিসপত্র, আর আগেকার দিনের জীবনযাত্রার নিদর্শন দেখলে দেশের ইতিহাস এবং প্রগতির কথা ভাল করে জানা যায়। ম্যুজিয়াম তৈরি হচ্ছে,—ইঞ্জিনিয়ারিং, যন্ত্রবিদ্যা আর কার্যকারী চারুকলা এবং কারুশিল্পের ক্ষেত্রে যে ক্রমোন্নতি হয়েছে, যুগ যুগ ধরে তার পরিচয় বহন করবে। হেনরির কল্পনা, এই 'ম্যুজিয়াম' আর 'ভিলেজ' যেন পৃথিবীর একটা ঐতিহাসিক জায়গা হয়ে ওঠে।

ক্লারার কথার উত্তরে হেনরি বলে উঠল, 'চমৎকার কাজ হচ্ছে, চমৎকার; সন্ধান করবার জন্যে চারদিকে লোক পাঠিয়েছি, তারা বহু পুরোনো আমলের জিনিস আর সাজ-সরঞ্জাম পাঠাচ্ছে। প্রত্যেকটি জিনিস ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা হচ্ছে। আর যখন দেখি পুরোনো কোনও ইঞ্জিন বা কল নতুন করে আবার চলতে শুরু করেছে, ছোট্ট ছেলে নতুন বাঁশি পেলে যেমন আহ্লাদে আটখানা হয়ে যায়, আমার তেমনি আনন্দ লাগে।'

ক্লারা একটু হেসে বললে, 'মনে হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং আর যন্ত্রপাতির নিদর্শন নিয়েই তোমার সময়টা কাটছে।'

'তিরিশ বা চল্লিশ মিনিট ধরে কোনও পুরোনো ইঞ্জিন চলছে,

মাঝে মাঝে লক্ষ্য করে দেখি আর প্রায়ই এমন সব নতুন পরিকল্পনা মাথায় আসে, আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা ফোর্ড গাড়িতে যে-সব কাজে লাগাতে পারে।'

হেনরির বয়সে অধিকাংশ লোকই আয়েস করে বা কাজে ঢিলে দেয়, জীবনযাত্রার রাশ আলগা করে; হেনরির কিন্তু কাজের অন্ত নেই। ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সমানে খেটে চলে, পৃথিবীটাকে যাতে আরও বাসযোগ্য করে তোলা যায়।

পঁচিশ

পৃথিবীর সব জায়গা থেকে বিখ্যাত এডিসন ইনস্টিট্যুট অ্যাণ্ড গ্রীনফীল্ড ভিলেজ দেখতে লোক আসতে লাগল। হেনরির সর্বজনীন গাড়ি দেশের সেবায় লেগেছে, দেশের অতীত ইতিহাসের এই কালজয়ী প্রতীকটির মূল্যও এক হিসেবে তার চেয়ে কিছু কম নয়। যারা কিছু তথ্য আহরণ করবার জন্যে এল, দেখলে, সঙ্গে আনন্দ আছে, মজা আছে। যারা এল কেবল কৌতূহলের বশে, বৈচিত্র্যের সন্ধানে, তারা দেখলে, নিজেদের অজান্তেই অনেক কিছু জানা হয়ে গেছে।

১৭৬০ সালের একটা ইঞ্জিন দেখে কোনও লোক যন্ত্রযুগের পর্যায়ে পর্যায়ে বাষ্পশক্তির ক্রমবিকাশের ইতিহাসের সূত্র খুঁজে পান। প্রদর্শনী দেখে বোঝা যায়, বিভিন্ন ধরনের শক্তি মানুষের হাতে আসার ফলে উৎপাদনের প্রণালী আর মানুষের জীবনাযাত্রার ব্যবস্থায় কী আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। ইংল্যাণ্ডে তৈরি প্রথম স্টীম ইঞ্জিন থেকে শুরু করে আধুনিকতম আমেরিকান স্টীম ইঞ্জিনের নিদর্শনের মধ্যে বাষ্পশক্তি আর তার ব্যবহারিক প্রয়োগের ধারাবাহিক ইতিহাসের সন্ধান মেলে।

শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে ইংল্যাণ্ড আর আমেরিকার ইঞ্জিনের

তফাতটা কোথায়। ইঞ্জিনের আনুসঙ্গিক হিসেবে লোহার সৌখিন কারুকার্য আর রেলিঙ,—ইংল্যাণ্ডে তৈরি ইঞ্জিনে মার্জিত সৌষ্ঠবের দিকে নজর। আমেরিকার তৈরি ইঞ্জিনে প্রধান লক্ষ্য কার্যকারিতার দিকে, বাহার বা রেলিঙ-এর বালাই বিশেষ নেই।

যাদের ইঞ্জিনের দিকে ঝোঁক আছে, ডিয়ারবর্ন-এ তাদের পৃথিবীর বৃহত্তম সংগ্রহ দেখতে পাওয়ার সুযোগ করে দিতে পেরেছে, এতে হেনরি বড় তৃপ্তি পেল।

ম্যুজিয়ামের সংগ্রহের পাঁচটা প্রধান বিভাগ: চারুকলা, কৃষি, গৃহ-শিল্প, নির্মাণ ও শক্তি এবং পরিবহন। স্টীম-ইঞ্জিনের মতই এ-সব বিভাগও বেশ ব্যাপক।

পুরোনো ধাঁচের ঘাসে ছাওয়া খানিকটা জমির চারধারে ছোট-ছোট অনেকগুলো বাড়ি-ঘর নিয়ে গ্রীনফীল্ড ভিলেজ—সেও একটা ম্যুজিয়াম। এখানে মোটর চলা নিষিদ্ধ, ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। পঁচাত্তর বছর আগেকার পরিবেশ নতুন করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

১৮৭৬ সাল থেকে ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত টমাস আল্‌ভা এডিসন যেখানে অক্লান্তভাবে কাজ করে গেছেন, হুবহু সেইসব বাড়ি-ঘর গড়ে তলা হয়েছে একটা চৌকোনা চত্বরের মধ্যে: এর নাম মেনলো পার্ক, চারধারে সাদা রঙের বেড়া। প্রথম যুগের বৈদ্যুতিক আলো আর প্রথম ফোনোগ্রাফের মডেল, প্রথম-তৈরি টেলিফোনের প্রেরক যন্ত্রটি, প্রথম মিমিওগ্রাফ—এইসব প্রদর্শিত হচ্ছে এই মেনলো পার্ক-এ।

এ-ছাড়া আরও অনেক ঐতিহাসিক জিনিস গড়ে তলা হয়েছে: হেনরি যেখানে জন্মেছিল, ফোর্ড পরিবারের সেই আদি বাড়িটি, ডেট্রয়েট-এর ৫৮নং ব্যাগলি অ্যাভেন্যুর ছোট ইঁটের তৈরি কারখানা-ঘর যেখানে হেনরি প্রথম পেট্রলে-চলা গাড়ি তৈরি করেছিল, সেই লাল রঙের সেটল্‌মেণ্টের স্কুল-বাড়ি যেখানে পকেটের জিনিসপত্র

খালি করে মাস্টারমশাইয়ের ডেস্কের ওপর রেখে দিয়ে হেনরি বসে বসে তার নিজের ডেস্কের ওপর তার নাম খোদাই করত,—এ-সবের সঙ্গে হেনরির হৃদয়ের যোগ আছে, তাই এর মূল্য।

আমেরিকার বিখ্যাত শিক্ষাবিদ উইলিয়াম হোম্‌স্ ম্যাক্‌গাফি কাঠের তৈরি যে ছোট্ট বাড়িটিতে জন্মেছিলেন, পুরোনো আমলের সেই-রকম একটি বাড়ি তৈরি করিয়েছিল হেনরি। সারা দেশের ছেলে-মেয়ের মত হেনরিও এই ম্যাক্‌গাফির পাঠ্যপুস্তক পড়েছে এককালে। স্টিফেন কলিন্‌স্ ফস্টার-এর সঙ্গীত রচনা হেনরির বড় প্রিয়; তিনি সেখানে জন্মেছিলেন সেই কুটিরখানি হেনরি এনে বসালে। আখরোট কাঠের তৈরি দোতলা লিঙ্কন কোর্টহাউসটিও ইলিনয় প্রদেশের লোগার কাউন্টি থেকে তুলে এনে বসানো হল। আরও অনেক ঐতিহাসিক বাড়ি-ঘর দিয়ে আসা হল ডিয়ারবর্ন-এ।

অবশ্য সব ক্ষেত্রেই সবকিছুই হেনরি ডিয়ারবর্নে আমদানি করত না। অনেক সময় পুরোনো বাড়ি কিনে তাকে সারিয়ে সুরিয়ে যেখানকার জিনিস সেইখানেই রেখে দিত।

'কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা,'—এই হল হেনরির মূল নীতি। এ-তত্ত্ব সে জেনেছে অনেকদিন আগে, খামারবাড়ির কারখানাঘরে কাজ করবার সময়ে। এই ধারণা নিয়েই তিরিশ জন ছেলেমেয়ে নিয়ে সে গ্রীনফীল্ড ভিলেজ স্কুল খুললে। ক্রমে-ক্রমে কিণ্ডারগার্টেন থেকে হাই স্কুল হিসেবে অনুমোদিত হল।

স্কুলের আর একটা উদ্দেশ্য হল, ছোটদের এমনভাবে তৈরি করা, যাতে ভবিষ্যতে তারা নিজেদের ব্যবস্থা করে নিতে পারে। হাই স্কুলে সপ্তাহে একটি দিন বাঁধা ছিল, 'কাজ করে কাজ শেখার' জন্যে। ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে আসবে, এমন সব বিদ্যা বা কৌশল যাতে শেখা যায়, ছাত্ররা সেই রকম সব কাজ বেছে নিত। গ্রাম্য শিক্ষকের সহযোগিতা করা থেকে শুরু করে রেডিওর কলকব্জার কাজ পর্যন্ত হরেক রকমের বৃত্তি। কোনও-কোনও মেয়ে বিরাট ব্যবসায়

প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত সাধারণ কাজকর্ম করত, ছেলেদের কেউ-কেউ যন্ত্রপাতির শিক্ষানবিশি করত। সমস্ত ক্ষেত্রেই, যাঁরা স্থায়ী বা নিয়মিত কর্মী, ছেলেমেয়েরা তাঁদের সঙ্গে বসে কাজ করত।

প্রায় রোজই হেনরি মার্থা-মেরি চ্যাপেল-এ ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে উপাসনায় যোগ দিতে যেত। মাঝে মাঝে তাদের তার নিজের মনের কথা শোনাত। একদিন বিশ্বাস সম্বন্ধে বললে। বোঝালে, ছেলেমেয়েরা কেমন করে নিজেদের মধ্যে বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে পারে। বললে,'যা কিছুতে পারা যায়, বিশ্বাস রেখে কাজ আরম্ভ করে দাও ; তাতে কতখানি যে এগিয়ে যাবে, তা ধারণা করতে পার না। শুরুতে নিজের ওপর বিশ্বাস রাখ, দেখবে অপরের ওপরেও বিশ্বাস এসে গেছে। অন্যের প্রতি বিশ্বাস থেকে আসবে দেশের প্রতি বিশ্বাস, আর তখন শেষপর্যন্ত নিঃসংশয়ভাবে বুঝবে কোথায় একটা ন্যায়ের বিধান রয়েছে, যা সবকিছুকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ন্যায়ের পথে। আর যখন এই বিশ্বাস আসবে, তখন সারা দুনিয়া তোমার সামনে খোলা……

'বিশ্বাসে যে কাজ হয়, এ আমার নিশ্চিত ধারণা। নিজের বিশ্বাস আছে এমন কোনও কাজে যদি কেউ হাত দেয়, আর তার নিজের এবং আরও দশজনের জীবনকে পূর্ণতর করে তোলার মত মহৎ কোনও উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে তার সেই বিশ্বাসই তার কাজকে সম্ভব করে তুলবে……

'মানুষ দেখে, যা ক্ষমতার অতীত বলে তার আশঙ্কা ছিল তাও তার দ্বারা সম্ভব,—এর চেয়ে বড় আবিষ্কার, এর চেয়ে বড় বিস্ময় আর কিছু হয় না……'

শীতকাল, চারিদিকে বরফ, এমনি এক দিনে হেনরি আর এডসেল বিখ্যাত কবি এডগার গেস্টকে গির্জেয় নিয়ে এল ছেলেমেয়েদের কাছে বলবার জন্যে। মিঃ গেস্ট অনেক স্বরচিত কবিতা পড়ে শোনালেন। খেলোয়াড় থেকে আরম্ভ করে বড় বড় বিজ্ঞানী পর্যন্ত বহু

বিখ্যাত লোক বা ভাল বক্তাদের হেনরি প্রায়ই আমন্ত্রণ করে আনত।

'লোভেট হল' দেশের একটা সেরা জমকালো নাচঘর। এখানে ছেলেমেয়েদের জন্যে পুরোনো ধাঁচের নাচের আসর বসানো হত। বিভিন্ন দেশ থেকে উঁচুদরের সাজ-সরঞ্জাম এনে সাজানো সেই নাচঘর।

প্রতি সপ্তাহে এখানে স্কুলের ছেলেমেয়েদের আমেরিকার প্রথম যুগের প্রচলিত নাচ শেখার ক্লাশ বসত। সত্যিকারের নাচের আসর। ক্লারা আর হেনরিও যোগ দিত। সন্ধ্যাবেলা হয় ক্লারা, না-হয় কোনও শিক্ষিকা বা কোনও বড় মেয়ের সঙ্গে নাচত হেনরি। এইসব নাচের আসরে ছেলেমেয়েরা শুধু যে পুরোনো ধরনের নাচেরই তালিম পেত তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে সৌজন্য আর চাল-চলনের সহবতও শিখে নিতে পারত।

ম্যুজিয়াম আর গ্রীনফীল্ড ভিলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে হেনরি বলেছে, 'আমাদের এই কাজ সম্পূর্ণ হলে আমেরিকার প্রাচীন জীবন-যাত্রার ছবি আমরা তুলে ধরতে পারব ; আর, আমার মনে হয়, আমাদের ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের কিছুটা অন্তত বাঁচিয়ে রাখবার সবচেয়ে ভাল উপায় এই-ই।'

ছাব্বিশ

পূর্ব-আমেরিকার খুব পুরোনো একটা দোকান, আরমিংটন অ্যাণ্ড সিম্‌স্ মেসিন শপ্, হেনরি গ্রীনফীল্ড-এ এনে বসিয়েছিল। একদিন সকালে হেনরি তার সামনে এসে দাঁড়ালে। এখানে অনেক কল-কব্জার মধ্যে প্রথম আমলের বিদ্যুৎ-উৎপাদন-যন্ত্র ঘোরাবার একটা কল ছিল, তার ব্যবস্থা তখনকার দিনের পক্ষে অভিনব। এ-ধরনের যন্ত্র ঐটেই প্রথম, টমাস এডিসন খুব পছন্দ করতেন।

একটি ছোট ছেলে এই ঝকঝকে স্টীম ইঞ্জিনটি নিবিষ্ট হয়ে দেখছিল। মাথায় তার একটা টুপি, পাশের দিকে পালক গোঁজা।

পাখিদের বিনাশ রোধ করবার ব্যাপারে হেনরি সব সময়ে সজাগ। জিজ্ঞাসা করলে, 'পালক কোথায় পেলে,—পাখি মেরে নাকি?'

পাশে হেনরির মত একজন অসামান্য লোক, চিনতে পেরে ছেলেটি হকচকিয়ে গেল। সত্যি কথা বললে, 'আজ্ঞে না, রউলো স্নীকে ব্যাঙ ছাড়া আমি আর কিছু কখনো মারি না।'

হেনরি প্রাণ খুলে হেসে উঠল। 'ছোটবেলায় আমি নিজেও মেরেছি। তোমার নাম কী, বাবা?'

'আজ্ঞে, অ্যালবার্ট স্যাণ্ডার্সন।'

'তোমার আত্মীয়-স্বজন কাউকে চিনি বলে তো মনে হচ্ছে না। তা, অ্যালবার্ট, স্টীম-ইঞ্জিনের দিকে তোমার ঝোঁক আছে নাকি?'

'ইঞ্জিন চলছে, দেখতে তো আমার খুব ভাল লাগে!'

'আমার সঙ্গে চল, সয়া বীন ল্যাবরেটরিতে তোমাকে খাসা এক ইঞ্জিন দেখাব। আমি যে-স্যুটটা পরে আছি দেখছ? এটা সয়া বীনের আঁশ দিয়ে তৈরি। জান, অ্যালবার্ট, সয়া বীনের অনেক রকম ব্যবহার হতে পারে।—তোমার চেয়ে আগে ঐ মাঠটা দৌড়ে পার হব, বাজি রাখলুম।'

দৌড়ের পাল্লা যখন শেষ হল, ছেলেটা হাঁস-ফাঁস করছে। হেনরি বেশ কয়েক গজ এগিয়ে ছিল, হাঁফাতে হাঁপাতে অ্যালবার্ট বললে, 'ওরে ব্বাবা, আপনি তো বেশ জোরে দৌড়তে পারেন, মিঃ ফোর্ড!'

হেনরি বললে, 'পঁয়ষট্টি বছরের ওপর বয়েস হল, তার পক্ষে ভালই বলতে হবে, কী বল? দৌড়োনো আর সাইকেল চড়া,—এতে আমার স্বাস্থ্য ভাল থাকে, দেহ চাঙা থাকে। শরীরটাকে সুস্থ রাখতে হলে প্রচুর খোলা বাতাস আর ব্যায়াম দরকার।'

হেনরি ফোর্ডের মত অত বড় একজন বিশিষ্ট লোক তাকে

ল্যাবরেটরি দেখাবার জন্যে আর ইঞ্জিনের কলকব্জা বুঝিয়ে দেবার জন্যে এতটা সময় দিচ্ছেন, অ্যালবার্ট পুলকিত… । আজকের দিনের কথা সে জীবনে ভুলবে না।

হেনরি প্রশ্ন করলে, 'তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কী ?'

বড় হলে কী করবে, সে-বিষয়ে অ্যালবার্টের কোনও নিশ্চিত ধারণা নেই। কোনও ছেলেকে পরামর্শ দেবার সুযোগ হেনরি কখনও ছাড়ে না। 'যা-কিছুই করতে ইচ্ছে হবে, টাকার জন্যে করবে না, সে-কাজের মূল্য আছে বলেই করবে। জীবনে সাফল্য অর্জন করতে চাও ?'

অ্যালবার্ট জোর দিয়ে বললে, 'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'তাহলে এই পাঁচটি জিনিস মনে রাখবে: পরিচ্ছন্নতা, অনুসন্ধান, যা আছে তার সদ্ব্যবহার, যা করতে যাচ্ছ তা নিষ্পন্ন করার মত তোমার ক্ষমতা আছে—এই আত্মবিশ্বাস, আর কিভাবে টাকা খরচ করতে হয়, সেই জ্ঞান।'

ভুরু কুঁচকে অ্যালবার্ট মূল্যবান কথাগুলো হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করতে লাগল।

হেনরি বলে যেতে লাগল, 'কোনও ছেলে একবার যদি কোনও কিছু ভাল করে জেনে নিতে পারে, খোঁজ খবর নিয়ে পাকা হয়ে উঠতে পারে, তাহলে আশা করা যায়, তার সেই বিদ্যা প্রয়োগ করে সে এমন নতুন কিছু গড়ে তুলবে, নতুন নতুন যোগাযোগ ঘটাবে, এমন কিছু করবে যা পুরোনোকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারে। আমরা সচরাচর যে-সব জিনিসকে নতুন বলি, তার বেশিরভাগই আর কিছু নয়, পুরোনো জিনিসেরই নতুন সমাবেশ, যেমন, খুব সাধারণ এই ছ-টা জিনিস—চাকা, কপিকল, লেভার, ঢাল, স্ক্রু আর কীলক বা গোঁজ—নানান ভাবে এইসব জিনিসের সংযোগ ঘটিয়ে রেলগাড়ি, মোটর গাড়ি, ঘড়ি আর সব জটিল যন্ত্রপাতি তৈরি হয়েছে।'

হেনরির বিজ্ঞতায় মুগ্ধ হয়ে একমনে অ্যালবার্ট শুনতে লাগল।

'আর, দেখ ছোকরা, টাকা খরচ করতে ভুলো না।'

বিস্ময়ে অ্যালবার্টের দম বন্ধ হবার জোগাড়। বাড়িতে তো সে কখনও এমন কথা শোনে নি, বরং তাকে শেখানো হয়েছে, টাকা ব্যাঙ্কে জমিয়ে রাখতে হয়। বললে, 'টাকা খরচ করব!'

হেনরি বলে উঠল, 'একশোবার! টাকা খরচ করবে! এমন কাজে খরচ করবে, যাতে কাল যেখানে ছিলে আজ তার চেয়ে খানিকটা এগিয়ে যেতে পার। পুরোনো যন্ত্র কিনে আন, খুলে ফেল,—দেখ চাকায় চাকায় কেমন লেগে থাকে। একটা বইয়ের জন্যে এক ডলার খরচ হল; সেই বই থেকে যে জ্ঞান পাওয়া গেল, তাতে তোমার জীবনের ধারাই বদলে যেতে পারে। সেই এক ডলার ব্যাঙ্কে রাখলে, তা থেকে পাবে মাত্র কয়েক পেনি। বল, কোন্‌টা ভাল?'

কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে অ্যালবার্টের ধোঁকা লাগল, কারণ তার বাবা-মা তাকে শিখিয়েছেন, মানুষ টাকা জমায় বড় হবার জন্যে। সংশয়ের সুরে বললে, 'সে তো আপনারই জানার কথা মিঃ ফোর্ড, আপনি তো বেশ বড় হয়ে উঠেছেন।'

হেনরি হেসে ফেললে, তারপর পকেট থেকে ঘড়ি বার করে দেখে বললে, 'এইরে, মিঃ ইঙ্গারসোল-এর সঙ্গে যে আমার দেখা করার কথা! ঐ যে এক ডলার দামের ঘড়ি, ও-সব মিঃ ইঙ্গারসোল-এর তৈরি—ঘড়িগুলো সুন্দরও বেশ। লোকটা দেশের অনেক উপকার করেছে। আমারও এইরকম একটা পরিকল্পনা ছিল। আমি বোধহয় পঞ্চাশ সেণ্ট-এ ঘড়ি দিতে পারতুম।' বিদায় নিয়ে হেনরি তাড়াতাড়ি হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল, অ্যালবার্ট একা-একা কত কী ভাবতে লাগল।

সব দাদুদের যেমন হয়, নাতি-নাতনিরা হেনরির বড় আদরের। এডসেল আর এলেনর, এদের এখন চারটি ছেলেমেয়ে—হেনরি, বেনসন, জোসেফাইন আর উইলিয়াম। যখন তারা ফেয়ারলেন-এ

দাত্বর কাছে আসে, হেনরি তাদের নতুন খেলনা বানিয়ে দেয় : খেলাঘরের খামার ছেলেমেয়েদের খুব ভাল লাগত। হেনরি ছোট ছোট চাষ-বাসের যন্ত্র তৈরি করত, ক্ষুদে স্টীম ইঞ্জিনের নাম দেওয়া হয়েছিল নাতি-নাতনিদের নামের টুকরো জুড়ে,—হাইবেন-জোবিল। ছোট্ট একটা খামারবাড়ি, তাতে একেবারে খুঁটিনাটি পর্যন্ত সাজ-সরঞ্জাম সাজানো-গোছানো। রান্নাঘরে উনুন, তাতে আঁচ দেওয়া যায়, পাম্প-লাগানো বাসন পত্র ধোবার জায়গা,—ছেলেমেয়েরা রান্না করতে পারে, ডিস ধুতে পারে। খেলাঘরের গোলাবাড়ির আস্তাবলে ছুটো টাট্টু ঘোড়া দাঁড়িয়ে। যন্ত্রপাতি রাখবার চালাঘরে নানান ধরনের যন্ত্রপাতি। নাতি-নাতনিদের সঙ্গে হেনরি চাষ-বাসের সব রকম কাজকর্ম করত।

হেনরি ওদের রুজ-এ নিয়ে যেত, সেখানে তারা হেনরির রেল-গাড়ির কামরায় চড়ে বেড়াত—নতুন টাকার মত ঝকঝকে সে-সব গাড়ি। গাড়ির ইঞ্জিনিয়ার তাদের ইঞ্জিন চালাতে দিত, হুইসল বাজাতে দিত।

তারপর হেনরি তাদের বোঝাত যে স্টীম ইঞ্জিনে অন্য কল চালানো হয়, তার থাকে ফ্লাই হুইল, গাড়ির ইঞ্জিনে তার বদলে যে চাকা ঘোরে, সেটা গাড়িকে চালিয়ে যায় ;—এই চাকার নাম ড্রাইভিং হুইল। বোঝায়, ইঞ্জিনে যত বেশি পরিমাণে বাষ্প যাবে বা বাষ্পের চাপ যত বেশি হবে, ইঞ্জিনের তেজ হবে তত বেশি। বাষ্পের ধাক্কায় পিস্টন একবার সামনে একবার পেছনে নড়ে চড়ে উঠত, ছেলেমেয়েদেব ভাল লাগত দেখতে।

একদিন হেনরি ছেলেমেয়েদের তার লাইব্রেরি-ঘরে নিয়ে গেল ; এক নতুন ধরনের ইঞ্জিন সম্বন্ধে সে পড়াশুনো করছে, সেই ইঞ্জিনের কথা শোনালে। ১৮৯৩ সালে রুডল্‌ফ্‌ ডিজেল এই ইঞ্জিন উদ্ভাবন করেন। এই ইঞ্জিন চালাতে তেল আর হাওয়া লাগে। এতে বিদ্যুৎ-এর স্ফুলিঙ্গ বা কার্বুরেটরের দরকার করে না। ছোট হেনরি

আর বেনসন ওদের মধ্যে বড়, এদের দুজনের বেশ আগ্রহ দেখা গেল।

হেনরি বললে, 'সাধারণ গ্যাস ইঞ্জিনের মত ডিজেল ইঞ্জিনেও সিলিণ্ডারের মধ্যে তেল পুড়ে গ্যাস হয়, এই ধরনের ইঞ্জিনকে কম্বাস্‌সান ইঞ্জিন বলে।' তারপর বড় নাতির দিকে ফিরে বললে, 'আচ্ছা হেনরি বলতে পার, স্টীম ইঞ্জিনকে এক্সটার্নাল কম্বাস্‌সান ইঞ্জিন বলা হয় কেন?'

ছোট্ট হেনরি মিনিট খানেক ভেবে নিলে। তারপর বললে, 'ঠিক বলতে পারি; তার কারণ হল, স্টীম ইঞ্জিনে জ্বালানি পোড়াবার কাজটা সিলিণ্ডারে হয় না, ওটা হয় আলাদা জায়গায়,—যাকে বলে ফায়ার-বক্স, অথচ সিলিণ্ডারেই তো শক্তির সূত্রপাত।'

উত্তর শুনে হেনরি খুশি—কারিগরির দিকে ছেলেটার মন যেতে পারে। বললে, 'তোর বাপ যখন ছোট ছিল, আমার সঙ্গে ইঞ্জিন তৈরি করতে ভালবাসত।' এ কথাটা বলে হেনরি উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল; তার আশা, বড় নাতিও বোধহয় ইঞ্জিন তৈরির কথা পাড়বে।

ছোট্ট হেনরি বিনা দ্বিধায় বলে উঠল, 'আমার কিন্তু নৌকো চড়তে আর টেনিস খেলতে ভাল লাগে।'

সাতাশ

১৯৩০ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত A মডেলের গাড়ি বিক্রির দিক থেকে সবার সেরা হয়ে রইল, কিন্তু তারপর, নানান রঙের নতুন বাহার কিম্বা শক্তি আর আরামের দিক থেকে উন্নততর ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও, নতুন শেভ্রলে গাড়ির মসৃণ আকৃতি বা গতির সঙ্গে এঁটে উঠতে পারল না। জেনারেল মোটর্‌স্ ছ-সিলিণ্ডারের চোখ-ঠিকরোনো শেভ্রলে গাড়ি বার করে হেনরির A মডেলের পাল্টা

জবাব দিয়েছে। কম-দামি গাড়ির বাজারেও ক্রাইসলার কর্পোরেশনের প্লিমাথ গাড়ি পাল্লা দিয়ে হেনরিকে বেশ বেগ দিচ্ছিল।

একদিকে বিক্রির পড়তি দশা আর একদিকে মোটরগাড়ির চলতি কেতার সঙ্গে তাল রেখে চলার জন্যে এডসেলের একটানা তাগিদ—দুয়ের ধাক্কায় হেনরির মন টলল, ১৯৩১ সালে কাজে হাত দিলে। শেভ্রলের এক-কাঠি ওপরে যেতে হবে, আট সিলিণ্ডারের গাড়ি তৈরি করবে। সাংবাদিকদের জানালে, 'চার সিলিণ্ডারের গাড়ি তৈরি আগের মতই চলতে থাকবে। চার আর চারেই তো আট হয়, কে না জানে।'

হেনরি, এডসেল আর ইঞ্জিনিয়াররা মাসের পর মাস খাটলে এই নতুন মডেলের পেছনে। এডসেলের মতে নতুন মডেলে হাইড্রলিক, মানে জলের চাপের সাহায্যে কাজ করে এমন, ব্রেক-এর বন্দোবস্ত থাকা উচিত; এইদিকেই লোকের ঝোঁক। হেনরির মতে কল-কব্জার ব্রেক বেশি নিরাপদ,—আর হেনরি যা মনে করে, তা করবেই। তার মত পাহাড়ের মত অনড়।

এডসেল হয়ত বলে, 'সাধারণ লোক যারা গাড়ি কেনে, ঢাকার ভেতর বা গাড়ির তলায় কী আছে না আছে, তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না। তারা দেখে গাড়ির গড়ন-পেটন আর রঙ, আকৃতির ছাঁদ, গাড়ি চড়া বা চালানোর স্বাচ্ছন্দ্য, এক গ্যালন পেট্রলে ক-মাইল চলে, ব্রেক কেমন ধরে,—এইসব।'

হেনরি নিজের মতে অটল, বলে, 'ব্রেক ভাল ধরা দরকার—তাইজন্যেই হাইড্রলিক ব্রেক লাগানো হবে না। ওতে নির্ভর করা যায় না।'

নতুন মডেলের নাম হল V-8। দু-বছর ধরে ১২৮, ৪৪৭, ৬৬৪ ডলার খরচ করে এই নতুন মডেলের গাড়ি কারখানায় তৈরি করা শুরু হল।

ফোর্ড মোটর কম্পানির ১৯২৭ থেকে ১৯৩২ সালের লাভ-লোকসানের খতিয়ান-খাতা দেখে আর এডসেলের জেদে শেষ পর্যন্ত হেনরি স্বীকার করলে, যে আমেরিকার লোকেরা কম দামে যেমন নির্ভরযোগ্য গাড়ি চায়, দ্রুত বেগ চায়, তেমনি সেইসঙ্গে চায় বাহার। এই ছ-বছরের হিসেবে দেখা গেল সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে কৃতী ব্যবসায়ী ফোর্ড মোটর কম্পানির মোট লোকসানের পরিমাণ ১১৭, ১৯৭, ১৮৬ ডলার। এই ক-বছরে T-মডেল বাতিল হয়েছে, নতুন A মডেল চালু হয়েছে এবং বাতিল হয়েছে আর V-8 পর্যন্ত পৌঁছোনো গেছে।

২০০০ ডলারেরও কম দামের গাড়ির পক্ষে V-ধরনের ইঞ্জিনের তুলনা নেই। আমেরিকায় যথেষ্ট পরিমাণে আট সিলিণ্ডারের গাড়ি প্রথম তৈরি করে ক্যাডিল্যাক, ১৯১৪ সালে।

· এই নতুন মডেলের গাড়ির চোদ্দ রকমের আকার, আর রঙও নানান রকম। গাড়ির রকম অনুযায়ী দাম হয় ৫৬০ থেকে ৬৫০ ডলার।

কদাকার, কালো, শুধু কাজের উপযোগী ফোর্ড গাড়িকে পেছনে রেখে হেনরি অনেক দূর এগিয়ে এসেছে, তবু ভাল গাড়ি তৈরির ব্যাপারে তার প্রধান ধারণাটি কিন্তু এখনও অটল: সরল গঠন, অসাধারণ সামর্থ্য, যথাসম্ভব হাল্কা. ভাল জাতের মালমশলা, নিভুল-ভাবে তৈরি করা আর নিখুঁত কারিগরি,—এই মূল নীতি সে কখনই বিসর্জন দেবে না।

তার আশা ছিল, শেভ্রলে আর প্লিমাথ-কে হটিয়ে আবার হয়ত বিক্রির বাজারে সে সবাইকে ছাড়িয়ে উঠবে। কিন্তু ১৯৩২ সালে, V-8 যখন প্রথম বাজারে এল, দেশে তখন ভীষণ রাজনৈতিক গোলযোগ চলছে।

সারা দেশের কারবারে তখন মন্দা, আর নতুন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের সময় আসন্ন। অর্থনৈতিক মন্দার জন্যে লোকে প্রেসিডেণ্ট

হুভারকে দায়ী করলে। বেকার শ্রমজীবিদের দুর্দশা মোচন করবার আশ্বাস দিয়ে ফ্র্যাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট-এর নেতৃত্বে ডেমক্রেটিক দল নির্বাচনে জয়লাভ করল। এই চরম বিপাক থেকে দেশকে উদ্ধারের কাজে সহায়তা করবার আশা নিয়ে অনেক গোঁড়া রিপাবলিকান পর্যন্ত ডেমোক্র্যাটিকদের দলে গিয়ে ভিড়ল।

কল-কারখানার শ্রমিকদের মজুরি এবং পণ্য দ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যে নতুন আইন হল। প্রত্যেক ব্যবসায়ের কার্যপ্রণালী নির্ধারিত করে বিশেষ বিধি প্রণয়ন করা হল।

মোটরগাড়ি, ইস্পাত, তেল, বস্ত্র, রেল, কাঠ—ইত্যাদি বড় বড় শিল্প দিয়ে শুরু করে ক্রমশ ছোট ছোট যন্ত্রশিল্পে পর্যন্ত এই বিধি নির্ধারণের ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হল।

মোটরগাড়ি তৈরির ব্যবসায়ের জন্যে বিধি তৈরি হল, শিল্পপতিরা স্বীকার করে নিলে; কিন্তু হেনরি তাদের সঙ্গে যোগ দিলে না। সব সময়ে হেনরির একটা নিজস্ব চিন্তাধারা থাকে, সাধারণের হুজুগ বা উচ্ছ্বাসে সে ভেসে যায় না। সাংবাদিকদের জানালে, 'আমি জনসাধারণের জন্যে কোনও বিবৃতি দিতে চাই না।' তার মানে, সে প্রেসিডেন্ট-এর মতের বিরোধিতা করল না, অথচ নিজে যা ঠিক বলে মনে করে, সেইমত কাজ করে গেল।

ক্লারাকে বললে, 'আজ তিরিশ বছর ধরে আমি শ্রমিকদের মজুরি বাড়াবার আর কাজের সময় কমাবার জন্যে জোর করে এসেছি, এতে কি প্রেসিডেন্ট-এর বিরোধিতা করা হল?'

'নিজে যা ন্যায়সঙ্গত বলে মনে কর, তা আঁকড়ে ধরে থাকবার সাহস তোমার আছে, এতে আমি খুব খুশি; কিন্তু দেশময় যখন তোমার নামে যা-তা সব রটে, তখন আর সত্যিই স্থির থাকতে পারি না। এতে কিন্তু তোমার শত্রুরা তোমার গায়ে বেশি করে কালি ছিটোবার সুযোগ পাবে।'

কাঁধ উঁচু করে অবজ্ঞাভরে হেনরি বললে, 'বয়ে গেল, রটানো

কথায় আমার কিছু যায় আসে না। ও-সব বিশ্বনিন্দুকদের আবোল-তাবোল কথায় তুমি কান দাও কেন বুঝি না।'

এবারও দেখা গেল, সাধারণ লোকের মতামত হেনরি গ্রাহ্য করে না। কিছুদিন পরে সুপ্রীম কোর্ট এই বিধি-ব্যবস্থা বে-আইনি বলে ঘোষণা করল, আর হেনরির প্রতিপক্ষরা হতবাক হল। ঠিক রাস্তাটি বেছে নিতে হেনরির কখনও ভুল হয় না।

আটাশ

একদিন সকালে ক্লারা হেনরিকে বললে, 'কত তাড়াতাড়ি দিন কেটে যাচ্ছে! ১৯৩৯ সাল হল, কত বছর রুজ প্ল্যাণ্ট-এ যাইনি। নতুন কী সব হল, দেখতে ইচ্ছে করে। আজ আমার কোনও কাজ নেই—খুব কি ব্যস্ত আছ, আমায় নিয়ে যেতে পারবে?'

ক্লারার এখন দিন-ভর দাতব্য প্রতিষ্ঠান আর উদ্যান সমিতির পরিষদ-সভার কাজ।

'তোমাকে নিয়ে যাবার সময় পাব না, এমন ব্যস্ত আমি কখনও থাকতে পারি না। টুপি পরে নাও, তারপর চল বেরিয়ে পড়ি। হ্যাঁ, ভাল কথা, ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট আর তাঁর স্ত্রী ইংল্যাণ্ডের রাজা আর রানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে আগামী বৃহস্পতিবার আমাদের দু-জনকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন, কিন্তু আমার মনে পড়ে গেল, সেদিন তো বাড়িতে তোমাদের উদ্যান-সমিতির সভা বসছে।'

ক্লারা শুধু বললে, 'ক্লাবের মহিলারা নিরাশ হয়ে ফিরে যাবেন, এ আমি ভাবতেই পারি না।' আর কোনও মন্তব্য করলে না, আর এই নিমন্ত্রণের ব্যাপারটায় তেমন বিশেষ কিছু গুরুত্বও দিলে না,—ডিয়ারবর্ন-এর মেয়রের বাড়িতে ডিনার-এর নিমন্ত্রণও যা, এ-ও তাই।

শোফার গাড়ি চালিয়ে রুজ-এ নিয়ে চলল। জমির মধ্যে দিয়ে অ্যাসেম্‌ব্লি লাইনের দিকে যেতে যেতে ক্লারা বললে, 'এখনও সেই পাকা গিন্নিটি! জানলার কাঁচে একটু দাগ নেই, কোথাও জঞ্জাল জড় করা নেই।'

হেনরি একটু রসিকতা করে বললে, 'আগে মা আমায় পরিচ্ছন্নতা আর শৃঙ্খলা শেখালেন, আর তারপর বিয়ে হল ক্লারা ব্র্যায়াণ্ট-এর সঙ্গে,—সে আবার বড্ড খুঁৎখুতে।'

ক্লারাও ফিরতি জবাব দিলে, 'একটা জিনিস কিন্তু আমাদের কেউই তোমাকে শিখিয়ে উঠতে পারি নি, সেটি হল সময়মত খেতে আসা।' তারপর ঘুরতে ঘুরতে বললে, 'বাব্বা, পুরোনো আরামের জুতো-জোড়া পরে এসে খুব ভাল করেছি। যখন একশো বত্রিশ মাইল কনভেয়ার বেল্ট-এর কথা বলেছিলে, আমি তো কল্পনাই করতে পারি নি, এত সব কলকব্জা এইরকম করে চলতে থাকে।'

'এই দেখ, এখানে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্‌ট্ আর ভাল্‌ভ্ গড়ে তোলা হয়। টুকরোগুলো চলতে থাকে, আর সঙ্গে সঙ্গে একটার সঙ্গে একটা লাগিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়।'

'কী কাণ্ড, সমস্ত কিছু চলে চলে যাচ্ছে, এমনকি ওপর থেকে ঝুলছে যে ভাল্‌ভ্‌গুলো, সেগুলো পর্যন্ত চলছে,—দেখবার মত ব্যাপার!' হেনরি যখন প্রথম পেট্রল-ইঞ্জিন তৈরি করে, তখন থেকে তার সঙ্গে কাজ করে করে সব কল-কব্জা ক্লারার চেনা। কল-কব্জা নিয়ে হেনরির যত কিছু সমস্যা হয়েছে, সে সব সে বরাবর মন দিয়ে শুনেছে।

মোটরের কলকব্জা সম্পূর্ণ তৈরি হওয়া দেখে তারা গাড়ির খোল বা বডিটা কী করে জুড়ে জুড়ে তৈরি হয়, তাই লক্ষ্য করে দেখতে লাগল। মাথার ওপর দিয়ে স্টিয়ারিং হুইল-এর কনভেয়ার চলেছে।

ক্লারা জিজ্ঞাসা করলে, 'বৈদ্যুতিক সরঞ্জামও সব এইরকম ভাবে চলতে থাকে?'

'ঠিক তাই। পেছনের চাকা ঘোরাবার অ্যাক্সেল বসাতে মাত্র কুড়ি মিনিট সময় লাগে।'

'দেখ, ওপরের কনভেয়ার থেকে মোটরটা দিব্যি আরামে নিচে নেমে আসছে।'

হেনরি বুঝিয়ে দিলে, 'এর ওপর যখন খোলটা চাপানো হয়, তখনই গাড়ির চেহারা আসে।'

কনভেয়ার থেকে গাড়ির বডিটা নামিয়ে দেওয়া হলে, তাতে চাকা আর টায়ার লাগানো হল—ক্লারা একমনে এইসব দেখে। গাড়িতে পেট্রল দেওয়া হল,—এইবার বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে দেখবেন।

জলের পরীক্ষাটা ভারি মজার ব্যাপার। মিনিটে চারশো গ্যালন জল পিচকিরির মত গাড়ির ওপর ফেলা হয়,—ভীষণ জল-ঝড়ে গাড়ির কী অবস্থা হবে, তারই পরীক্ষা।

ক্লারা দম নিয়ে বললে, 'বাবা! এ যে জল-ঝড়ের বাড়া!'

'এখান থেকে গাড়ি যাবে রাস্তা-চলার পরীক্ষায়। এইসব পরীক্ষা যদি সন্তোষজনক হয়, তখন গাড়িতে ছাড়পত্র লাগানো হবে, তারপর চালান দেবার জন্যে তৈরি রাখা হবে।'

আমিও এখন গাড়ি চড়বার জন্যে তৈরি, একেবারে দম বেরিয়ে গেছে। আমি সত্যি আর তোমার সঙ্গে তাল রাখতে পারছি না, হেনরি, অথচ তোমাকে তো ফুলের মত তাজা দেখাচ্ছে।'

হেনরির কৃতিত্বের কথা মনে করলে জয়ের গর্বে ক্লারার বুক ভরে ওঠে,—তার পরিকল্পনাকে দুনিয়ার সামনে তুলে ধরতে কত দীর্ঘ সময় আর কী কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়েছে, সে-কথা তার চেয়ে ভাল আর কে জানে!

রুজ প্ল্যান্ট-এর কাছে হেনরি সূর্যমুখী ফুল থেকে সয়া বীন পর্যন্ত সব কিছুর আবাদ করেছে। সয়া বীনের দিকে হেনরির সতর্ক নজর।

মোটর গাড়ি তৈরির ব্যাপারে কোনও কাজে লাগিয়ে কী করে এই কৃষিজ পণ্যের ব্যবসার বাজার তৈরি করা যায়, তাই দেখবার জন্যে ল্যাবরেটরিতে অনেক রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করালে।

ফোর্ড গাড়িতে নতুন ধরনের এনামেলের রঙ চড়ল,—সয়া বীনের তেল থেকে তৈরি। ঠাণ্ডায় জমে যাক, তাপে ঝলসে যাক, অযত্ন হোক, কিন্তু জেল্লা নষ্ট হয় না। খুব টেঁকসই, শুধু জল দিয়ে পরিষ্কার করলেই চকচক করবে। রঙ-এর বিশেষজ্ঞকে হেনরি বললে, 'আরও পরীক্ষা চালিয়ে যাও, যাতে আরও বেশি দিন থাকে, আরও চকচকে হয়।' সব জিনিস হেনরি নিখুঁত করে তুলতে চায়।

অনেক ধরনের অঞ্চলেই সয়া বীনের চাষ হতে পারে, আর তাতে জমির উর্বরতা তো কমেই না, বরং বাড়ে। ল্যাবরেটরিতে পেট্রল থেকে তৈরি একরকম দ্রাবকের সাহায্যে সয়া বীন দ্রবীভূত করে তা থেকে তেল বার করে নেওয়া হল। দেখা গেল শাঁস আর তেল থেকে অনেক কিছু হতে পারে, যেমন—গ্লিসারিন, বিস্ফোরক, জল নিরোধক জিনিস, সাবান, ছাপার কালি, গিয়ারের হাতলের মুণ্ডি, হর্ন টেপবার বোতাম, অ্যাক্সিলারেটরের পেডাল আর পরীক্ষা-মূলক ভাবে দরজার পাল্লা বা কাপড়-চোপড় তৈরির কাজেও লাগতে পারে।

হেনরি লোকজন ডেকে সয়া বীনের তৈরি ষোল রকমের পদ দিয়ে নেমন্তন্ন খাওয়ালে।

সয়া বীনের বিষয়ে ঢালাও ভবিষ্যদ্বাণী করলে, 'মোটর গাড়ির বেশিরভাগটাই এবার মাটি থেকে গড়ে তুলব।' ডেট্রয়েট-এর এক খবরের কাগজে একটা গল্প বেরোলো: 'ফোর্ডের পরিকল্পনা— জমি থেকে গাড়ির ফসল।'

এই গল্প যখন বেরোয়, ডিয়ারবর্ন-এ তখন প্রথম ন্যাশনাল ফার্ম কেমার্জিক কাউন্সিল-এর সভা বসেছে। হেনরি অনেক আগ্রহ নিয়ে

কাউন্সিলে যোগ দিলে। কৃষিজ পণ্যের ব্যবহারিক প্রয়োগ নিয়ে তখনও সে সন্ধান চালাচ্ছে। কাউন্সিলে যাবার আরও একটা কারণ হল, এমন একজনের সঙ্গে সেখানে দেখা করতে হবে, যাঁর বিষয়ে অনেক কিছু সে শুনেছে।

হেনরির সন্ধানী চোখের দৃষ্টি ঘরের এদিক থেকে ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল, তারপর একজন লম্বা, একটু কুঁজো মত নিগ্রো ভদ্রলোকের ওপর নিবদ্ধ হল তার চোখ। তাঁর পরনে পুরোনো কালো স্যুট। কোটরগত চোখ, মহান ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার মত সেই চোখ সম্ভাবনার স্বপ্নে উদ্ভাসিত।

তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে হেনরি বললে, 'জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার! আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার আশায় আমি কতদিন অপেক্ষা করে আছি!'

হেনরির কথাও জর্জ ওয়াশিংটন অনেক শুনেছেন, তিনিও এই প্রতিভাধর শিল্পপতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে সমান খুশি।

দুজনের চোখের দৃষ্টিতে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা আর প্রশংসার আভাস। বয়সে দুজনেই প্রায় সমান, চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য এবং মনোবৃত্তির দিক থেকেও দুজনের মধ্যে অনেক মিল। দুজনেই কাজের মূল্য বোঝেন,—শুধু কাজ আর কাজ। সময়ের হিসেব গ্রাহ্য না করে তাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করেছেন। অধ্যবসায়ের ওপর দুজনেরই শ্রদ্ধা—প্রথমেই যদি সাফল্য না আসে, যতক্ষণ না কৃতকার্য হওয়া যায়, চেষ্টা চালিয়ে যাও। দুজনের কেউই এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করেন নি। দুজনেই চাষ আবাদ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন কপর্দকহীন অবস্থায়, সঙ্গে ছিল শুধু লক্ষ্য-সাধনের ঐকান্তিক বাসনা। দুজনকেই অনেক ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ সহ্য করতে হয়েছে।

দুজনে হাতে হাত মেলালেন, আর সেই হল তাঁদের মধ্যে গভীর অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের সূত্রপাত। কার্ভার বললেন, 'সৃষ্টিকর্তা গোড়ায়

তিন রকমের ঐশ্বর্য আমাদের দিয়েছিলেন—পশু, উদ্ভিদ আর খনিজ পদার্থ। এখন আরও একটি নতুন জিনিস দিয়েছেন,—মানুষের হাতে গড়া সংশ্লেষিত পদার্থ। সয়া বীন নিয়ে কী কী করেছেন বলুন। আপনার পরীক্ষার কথা আমি পড়েছি।'

সয়া বীনের শাঁস আর তেলের যত রকম ব্যবহার বার করা গেছে, হেনরি বললে ; নিগ্রো ভদ্রলোক মন দিয়ে সব শুনলেন। উৎসাহের ভঙ্গীতে বললেন, 'আমি দক্ষিণ অঞ্চলে ফিরে যাচ্ছি, গিয়ে আমার কয়েকটা পরীক্ষায় মটরদানার বদলে সয়া বীন ব্যবহার করে দেখব।'

কার্ভারকে দেখে অবধি আমেরিকার দক্ষিণ অঞ্চল সম্বন্ধে হেনরির ঝোঁক হল। জর্জিয়া রাষ্ট্রের সাভানার কাছাকাছি বেশ খানিকটা জমি কিনলে। গরিব শ্বেতকায় এবং নিগ্রোদের নগণ্য কুঁড়েঘর তুলে দিয়ে সেখানে চাষ-আবাদের ব্যবস্থা করলে, জায়গাটা পরীক্ষার ক্ষেত্র হয়ে উঠল। দুটো স্কুল বসালে, নিগ্রো ছেলেমেয়েদের স্কুলটির নাম হল, 'কার্ভার স্কুল।' নতুন নতুন ঘর-বাড়ি তৈরি করলে, আর চাষীদের সাজ-সরঞ্জাম দিলে। কাজের পরিকল্পনা তৈরি করা, গরিব চাষীদের প্রতিটি খুঁটিনাটি জিনিসের প্রয়োগ-কৌশল দেখিয়ে-শুনিয়ে দেওয়া,—এসব কাজে হেনরি আর অন্য লোকেদের সঙ্গে কার্ভারও সমানে খাটলেন।

টাস্কেগিতে জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন, হেনরি মাঝে মাঝেই যেত সেখানে। হেনরি যেত তার নিজস্ব রেলগাড়িতে, তারপর সেখানে কার্ভারের ঘরে বসে দুজনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিত। এক এক সময়ে কথাবার্তায় এমন জমে যেত, যে খাবার ঘর পর্যন্ত যাবার সময়টুকুও নষ্ট করতে চাইত না, ওখানেই খাবার পাঠিয়ে দিতে হত। দুজনেই সাদাসিধে খাবার পছন্দ করে। আবহাওয়া ভাল থাকলে দুজনে জঙ্গলে বেড়াতে বেড়াতে গল্প করত, হাসত, বিজ্ঞানের নতুন নতুন অবদানের কথা নিয়ে আলোচনা করত।

হেনরির ইচ্ছে, তার এই নিগ্রো বন্ধুটির জন্যে একটা সুন্দর দেখে বড় বাড়ি করে দেয়, কিন্তু কার্ভার অসম্মতি জানিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, 'ছোট্ট কাঠের বাড়িই আমার যথেষ্ট।'

গ্রীনফীল্ড ভিলেজ-এ 'কার্ভার হাউস' তৈরি হল। তাঁর এই ছোট্ট কাঠের বাড়িটি দেখে কার্ভার ভারি খুশি। কৃষিজাত জিনিস নতুন কী ব্যবহারে লাগানো যেতে পারে, অধীর আগ্রহে সেই গবেষণার কাজ তিনি মাঝে মাঝে এখানে এসে করে যেতেন।

উনত্রিশ

বেশ কয়েক বছর কেটে গেল। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস, রবিবারের ম্লান অপরাহ্ণ। হেনরি আর ক্লারা রেডিওতে বাজনা শুনছিল। হেনরির বয়স এখন আটাত্তর। চলার গতি সামান্য একটু মন্থর, চুলের রুপোলি রঙ পরিবর্তিত হয়েছে সাদায়। ক্লারার চুল এখনও হাল্কা বাদামি, এখানে ওখানে সাদার আভাস। বেশ শোভন ছাঁদের কালো সিল্কের পোশাক পরেছে, গলায় সুন্দর মুক্তোর মালা, কানে মানানসই দুল। স্বামী-স্ত্রী দু-জনকারই চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ।

হঠাৎ রেডিওর অনুষ্ঠান থেমে গেল। ঘোষক জানালে, 'পার্ল হারবারে জাপানিদের প্রলয়ঙ্কর বোমা বর্ষণের খবর দেবার জন্যে এই অনুষ্ঠান বন্ধ রাখা হল।' ক্লারা আর হেনরি বিষণ্ণ দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকাল, তারপর চেয়ার টেনে রেডিওর কাছে ঘেঁসে এল। ওদের বুঝতে বাকি নেই, এই হল চরম অবস্থা, আমেরিকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নামতে এবার বাধ্য হবে।

হেনরি বললে, 'বিভিন্ন রাষ্ট্র যদি লোভ না ছাড়তে পারে, পৃথিবীর এই ছোট্ট জায়গাটুকুর মধ্যে মানুষ যদি মিলে মিশে থাকতে

না শেখে, তাহলে আরও বিভীষিকাময় যুদ্ধ শুরু হবে,—এ তো কেবল তার মহলা!'

যুদ্ধকে হেনরি ঘৃণা করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হেনরি এও দেখলে, যে তাড়াতাড়ি যুদ্ধ-শান্তি করতে হলে উৎপাদন বাড়ানো দরকার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফোর্ড মোটর কম্পানি যুদ্ধের উৎপাদনে সেরাদের মধ্যে পরিগণিত হল।

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় হেনরির প্রথম কাজ হল বোমারু বিমান তৈরির কারখানা—উইলো রান বম্বার প্ল্যান্ট, আর তার সংলগ্ন বিমান-ক্ষেত্র তৈরি করা। ভারি বোমারু বিমান তৈরিতেও সে অজস্র উৎপাদনের নীতি প্রয়োগ করলে। যন্ত্রপাতির এমন পরিপাটি ব্যবস্থা পৃথিবীর আর কোনও উড়োজাহাজ তৈরির কারখানায় ছিল না।

হেনরির শান্তির পক্ষে,—তার এই বিরাট যুদ্ধ-প্রচেষ্টার জন্যে নির্মম সমালোচনার সম্মুখীন হতে হল। কিন্তু, তার বিশাল উৎপাদন-সম্ভার সরকারি কাজে লাগিয়ে যুদ্ধজয়ে যদি সে সহায়তা না করত, তখন লোকে কী বলত তাকে? হেনরির ঐশ্বর্য আর ক্ষমতা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে, যা-ই কেন সে করুক না, বিরূপ সমালোচনাও হয়, আর প্রশংসাও রটে। কিন্তু, লোকে তাকে কী ভাবে, বা তার সম্বন্ধে কী বলে, হেনরির তাতে কিছুই যায় আসে না।

হেনরি যখন যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সহায়তা করে চলেছে, সেই সময়ে শ্রমিক মালিক সম্পর্ক নিয়েও গুরুতর সমস্যা দেখা দিল। হেনরি ভেবেছিল ভাল মাইনে আর কাজকর্মের ভাল ব্যবস্থা করে দিয়ে কর্মীদের সন্তুষ্ট করা গেছে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শ্রমিক আন্দোলনের ঝড় ফোর্ড কারখানাতেও ঢেউ তুলল। শ্রমিকদের দাবি যেন লাফ দিয়ে বেড়ে উঠেছে। বিশেষ বিশেষ সময়ে কারখানার কাজ বন্ধ রাখা এবং চাকরির অনিশ্চয়তা সম্পর্কে তারা প্রতিবাদ জানালো। ১৯৩৮ সালের ভেতর, এক ফোর্ড ছাড়া, মোটর কারখানার সমস্ত শ্রমিকরা সার্থকভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠল।

একমাত্র হেনরিই এখনও ইচ্ছে করলে নির্বিবাদে মজুরি কমাতে পারে বা কর্মী ছাটাই করতে পারে।

১৯৪১ সালে হেনরির কর্মচারীরা কংগ্রেস অব্ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অর্গ্যানাইজেশন্‌স্ নামে এক শ্রমিক সঙ্ঘে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে। হেনরির পক্ষে এটা একটা মারাত্মক আঘাত,—তার বিশ্বাস, বরাবর যা মজুরি সে দিয়ে আসছে বা কাজের সময় যত কম করে দিয়েছে, কোনও শ্রমিক সঙ্ঘ, যুক্তি দিয়ে বিচার করে, তার চেয়ে বেশি কিছু দাবি করবার কথা কল্পনাও করতে পারে না। দেশের শাসন-ব্যবস্থায় যেমন তাদের অধিকার আছে, তেমনি শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রেও তারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করে নেবার সুযোগ চাইছে,—এই হল আসল কারণ। শ্রমিকরা শিল্পের ক্ষেত্রে গণতন্ত্র চায়। তারা চায় তাদের সঙ্ঘের স্বীকৃতি।

হেনরি বলে, 'শ্রমিক সঙ্ঘ ভাল জিনিস ; কিন্তু সদস্য হিসেবে যারা সঙ্ঘকে গড়ে তোলে, সঙ্ঘের পদস্থ পরিচালকরা যদি সব অগণিত সাধারণ লোকের মতই দৃঢ়চিত্ত, তাদেরই মত ভদ্র, তাদেরই মত সৎ আর তাদেরই মত সরল বিবেচনার অধিকারী হয়, তবেই না! ওরা অনেকেই কেবল বিরোধ বাধাবার চেষ্টায় থাকে—বলে, 'দিনে ১২ ডলার মজুরি যদি পাও, ওতেই চুপ করে যেও না ; ১৪ ডলারের জন্যে আন্দোলন কর। দৈনিক কাজের সময় যদি আট ঘণ্টা হয়, বোকার মত সন্তুষ্ট হয়ো না, ছ-ঘণ্টার জন্যে লড়। যা হোক কিছু একটা শুরু করে দাও। যখনই পারবে কিছু একটা লাগিয়ে দেবে।'

আবার এদিকে হেনরি মনে করত, যে সব মালিকরা চাপে না পড়লে কর্মচারীদের কোনও ভাল করে না, তাদের জন্যে শ্রমিক সঙ্ঘ থাকা দরকার। এমন অনেক মালিক আছে যারা চিৎকার করে, 'শ্রমিকদের পিষে ফেলতে হলে এই-ই উপযুক্ত সময়, এবার ওদের বাগে পাওয়া গেছে!'

১৯৩৫ সালে ওয়াগনার লেবার রিলেশন্‌স্ অ্যাক্ট নামে একটি আইন পাশ হল,—সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকদের সবচেয়ে বড় সাফল্য। এই আইনে বেশ খোলাখুলিভাবে শ্রমিকদের য়ুনিয়ন বা সঙ্ঘ গড়ার অধিকার স্বীকার করা হল। এই আইন অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তির জন্যে শ্রমিক এবং মালিক পক্ষের একসঙ্গে বসে আলাপ আলোচনা করতে হবে;—এ-ব্যবস্থায় বহু মালিক, এবং শ্রমিক পক্ষের কেউ-কেউ আপত্তি করেছিলেন। আইনটি কার্যকরী করবার জন্যে একটি সংস্থা গঠন করা হল,—ন্যাশনাল লেবার রিলেশন্‌স্ বোর্ড।

১৯৪১ সালে হেনরি কংগ্রেস অব্ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অর্গ্যানাইজেশন্‌স্-এর অন্তর্গত য়ুনাইটেড অটোমোবাইল ওয়ার্কার্‌স্-এর সঙ্গে চুক্তি করতে রাজি হল; তাতে অন্য যে-কোনও কম্পানির য়ুনিয়নেরই অনেক দিক দিয়ে লাভ হল বেশি। ফোর্ড মোটর কম্পানি যথেচ্ছ-ভাবে বাইরে থেকে কর্মচারী নিয়োগের প্রথা উঠিয়ে দিতে রাজি তো হলই, তার ওপর এই ব্যবস্থাও স্বীকার করে নিলে, যে কেবল য়ুনিয়নের শ্রমিকদেরই কাজ দেওয়া হবে, আর, শ্রমিকদের কাছ থেকে য়ুনিয়নের প্রাপ্য অর্থ তাদের মজুরি থেকে কেটে রাখার পর য়ুনিয়ন তা সংগ্রহ করে নেবে।

অবশ্য হেনরি যেমন আশা করেছিল, এইসব সুবিধে সত্ত্বেও শ্রমশিল্পে সে শান্তি দেখা দিল না। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সালের ভেতর ফোর্ড মোটর কম্পানিতে ৭৭৩ বার বেআইনি ধর্মঘট হল,—এসব ধর্মঘট রাষ্ট্রীয় বিধান বা চুক্তির পরিপন্থী। যেসব সুযোগ সুবিধে পাওয়া গেল তাতে য়ুনিয়নের সদস্য-সংখ্যা বাড়ল, আর্থিক অবস্থা পাকা হয়ে উঠল; কিন্তু এই শক্তিবৃদ্ধির ফলেই য়ুনিয়নের উচ্চ পদগুলো উচ্চাভিলাষী সদস্যদের কাছে অত্যন্ত লোভনীয় হয়ে উঠল; তারা সবাই যে নেতা হবার ক্ষমতা রাখে তা নয়, কাজেই য়ুনিয়নের মধ্যেই দেখা দিল রাজনৈতিক দলাদলি।

ধনী দরিদ্র সব মানুষের মতই হেনরিও দুঃখ-শোকের হাত

থেকে রেহাই পায় নি। ১৯৪৩ সালের ২৬শে মে এডসেল মারা গেল। তার বয়স হয়েছিল উনপঞ্চাশ বছর। ষোল মাস আগে পাকস্থলীর অসুখের জন্যে অস্ত্রোপচার হয়েছিল, সেরে উঠতে পারলে না।

উইলো রান-এর ব্যবস্থাপনার কাজেই এডসেলের অনেকখানি সময় যেত। ব্যক্তিগত জীবনে শিল্পচর্চা, খেলাধুলো—নানান দিকে তার উৎসাহ ছিল। T মডেলের গাড়ির পর থেকে যেসব ফোর্ড গাড়ি বেরিয়েছে, তাদের পরিকল্পনাতেও এডসেলের অবদান কম নয়। তারাও তার অভাব বোধ করবে।

হেনরি আবার তার কম্পানির প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার তুলে নিলে। আশি বছরের বৃদ্ধের পক্ষে কাজের চাপ বড় বেশি। হেনরির অর্ধেক বয়স যাদের, তারাও ভেঙে পড়বে। সকাল সাড়ে পাঁচটায় ওঠে, নিজের জমি জায়গার এধার ওধার জোর কদমে খানিকটা হেঁটে এসে প্রাতরাশ করে। তারপর উইলো রান-এর দিকে বেরিয়ে পড়ে। পরামর্শ-সভায় যোগ দেয়, কোনও রদবদল অনুমোদন করে, কোনওটা বা বাতিল করে। বেশ কয়েক মাইল হেঁটে বিভিন্ন কারখানা ঘরে ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক বিভাগের কাজ লক্ষ্য করে। তারপর যায় রুজ কারখানার অন্যান্য বিভাগে। নিজের অফিসে একসঙ্গে কয়েক মিনিটের বেশি বসে থাকার অভ্যাস তার কখনও হল না। তার সারা জীবনটা কঠিন পরিশ্রম, অদম্য সাহস আর নির্মল জীবন-যাত্রার দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

যুদ্ধ শেষ হবার পর যখন যুদ্ধকালীন ফরমায়েশ-এর চুক্তি বাতিল হল, কারখানায় আবার স্বাভাবিক কাজ-কর্ম শুরু করার সুযোগ পাওয়া গেল, তখন হেনরি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে। যুদ্ধোপকরণ তৈরি করা তার কাছে অপচয়ের সামিল। সবই তো ধ্বংসের কাজে লেগেছে।

কম্পানি আবার যখন গাড়ি, ট্রাক আর ট্র্যাকটর তৈরি শুরু

করলে, হেনরি একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার স্থির করে ফেললে। আর খুব বেশিদিন সে বাঁচবে না হেনরি জানে, তাই বেঁচে থাকতে থাকতে ফোর্ড মোটর কম্পানিকে নতুন কর্তার হাতে দেখে যেতে চায়। বড় নাতি দ্বিতীয় হেনরির আটাশ বছর বয়স, তাকেই নতুন প্রেসিডেন্ট করলে।

ব্যবসায়ের হালটি নাতির হাতে ধরে দেবার সময়ে হেনরি বুঝতে পারলে, শ্রমশিল্পে এক এক যুগে এক এক রকমের সমস্যা এবং তার সমাধান। হেনরি জানে, শ্রমিক মালিক সম্পর্কের যে-সমস্যা ক্রমশই দুরূহ হয়ে উঠে সারা দেশকে আলোড়িত করে তুলছে, তরুণ হেনরিকে নতুন নীতি উদ্ভাবন করে তার সমাধান খুঁজে বার করতে হবে।

ত্রিশ

নাতি কাজে লাগল, হেনরি সাগ্রহে লক্ষ্য রাখলে। ছেলেবেলায় ইঞ্জিন তৈরির ব্যাপারে উৎসাহ না দেখলেও, নাতির দক্ষতার ওপর হেনরির বিশ্বাস আছে। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময়ে সে ছাত্রদলের নেতৃত্ব করেছে, দাদুর মত তারও রেস ভাল লাগে। হেনরির আশা, শেভ্রলের সঙ্গে প্রতিযোগিতাতেও প্রতিপক্ষের কতখানি ক্ষমতা ভাল করে দেখে নেবে। মোটরগাড়ি তৈরির ব্যাপারে ফোর্ড অগ্রণী হোক,—এর চেয়ে বড় কামনা জীবনে তার আর কিছু নেই।

১৯২৬ সালে আমেরিকায় যত গাড়ি তৈরি হয়, তার শতকরা ৪১ ভাগ বিক্রি করেছিল ফোর্ড কম্পানি। ১৯৪১ সালের মধ্যে সেটা কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল শতকরা ১৬ ভাগে। হেনরি লক্ষ্য করলে, ১৯৪৬ সালে ছোট হেনরি শতকরা ২২ ভাগ পর্যন্ত বাড়িয়ে তুললে।

হেনরি বড় খুশি। গর্ব করে ক্লারাকে বললে, 'ছেলেটা চালাতে পারবে!'

ক্লারা কৌতুক করে বললে, 'কিন্তু তুমি যেভাবে কাজ করতে, ও তো সেভাবে করে না!'

হেনরি বললে, 'কী বাজে কথা বল, ক্লারা! ব্যবসায়ের এখন নতুন দিনকাল পড়েছে। আমার চিন্তাধারাও কিছু-কিছু পেয়েছে, ওর কখনও ভুল হবে না। যাতে আরও বেশি লোকে কম দামে কিনতে পারে, সেইজন্যে ও অন্য সমব্যবসায়ীদের তুলনায় অনেক কম খরচে ভাল গাড়ি তৈরি করতে চায়। জনসেবার নেশা ওরও আছে। দাঁড়াও না, ওর নতুন মডেলের গাড়ি বেরোক, লোকে কী বলে দেখ। ততদিন বাঁচব আশা করি।'

কিন্তু সে-বাঁচা আর হল না।

যুদ্ধ শেষ হবার এক বছর পরে, ১৯৪৬ সালের জুন মাসে ডেট্রয়েট-এ এক শুভ অনুষ্ঠানের আয়োজন হল, মোটর-শিল্পের স্বর্ণ-জয়ন্তী,—মোটরগাড়ি তৈরির পঞ্চাশ বছর। মোটরগাড়ি উদ্ভাবনে যাঁরা পথিকৃৎ, অর্ধ শতাব্দী আগে যাঁরা এই অভিনব পরিবহন-ব্যবস্থার পত্তন করেছিলেন, দশ দিনের উৎসবে তাঁদের শ্রদ্ধা জানানো হল। এই নতুন পরিবহন-ব্যবস্থা আমেরিকার জীবনযাত্রার ধারাই পাল্টে দিয়েছে, সারা পৃথিবী ছেয়ে ফেলেছে।

উৎসবে নানান ধরনের অনুষ্ঠান,—বিরাট স্মৃতি-সৌধ প্রতিষ্ঠা, শোভাযাত্রা, জয়ন্তী-উৎসব, নতুন আর পুরোনো মডেলের গাড়ির তুলনামূলক প্রদর্শনী, পথে-ঘাটে সাধারণের উৎসব, তা ছাড়া বারো জন পথিকৃৎ-এর সম্মানে ভোজ-সভা।

ডেট্রয়েট-এর বড় রাস্তাগুলো ঝকমকে করে সাজানো হল। বাজি ফাটানো হল। দোকান-পাট, কলকারখানা সব বন্ধ। প্রায় দশ লক্ষ লোক চার ঘণ্টা ধরে মোটরগাড়ির শোভাযাত্রা দাঁড়িয়ে দেখলে,—মোটরগাড়ির ক্রমবিবর্তনের ধারাবাহিক ইতিহাস যেন মূর্ত

হয়ে উঠেছে। সেই আদি যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিভিন্ন আকৃতি এবং প্রকৃতির সব রকম গাড়ি ছিল সেই শোভাযাত্রায়, আর প্রত্যেকটি গাড়ির চালক এবং আরোহীর সাজসজ্জাও ঠিক গাড়ির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো। কয়েকটা পুরোনো মডেলের গাড়ি পথের মাঝে বিকল হয়ে পড়ল, তখন তাদের ঠেলে নিয়ে যেতে হল।

মোটরগাড়ির প্রথম যুগের পথিকৃৎদের জন্যে যে ভোজসভার ব্যবস্থা হয়েছিল, হেনরির সেখানে বিশিষ্ট স্থান। তাকে মোটরগাড়ি তৈরির অ্যাসেম্‌ব্লি লাইন ব্যবস্থার জনক বলে উল্লেখ করা হল, তার ভাল লাগল। হেনরি কাছেই বসে ছিল।

ওল্ডস্‌মোবাইল গাড়ির জন্যে বিখ্যাত আর. ই. ওল্ড্‌স্‌, রেসের গাড়ির বিখ্যাত চালক বার্নি ওল্ডফীল্ড, ন্যাশ কেলভিনেটর কর্পোরেশনের চার্ল্‌স্‌. ই. ন্যাশ, জে. ফ্র্যাঙ্ক ডুরায়া—১৮৯৩ সালে প্রথম পেট্রল-চালিত গাড়ি-তৈরির ব্যাপারে তাঁর ভাই চার্ল্‌স্‌-কে সাহায্য করেছিলেন, আর প্রথম যুগে অ্যাক্সেল এবং ব্রেক-এর পরিকল্পনা করেছিলেন যিনি, সেই এডগার এল. অ্যাপার্সন—এঁরা সবাই জীবদ্দশায় দেখে গেলেন, মোটরগাড়ির ব্যবসায় পৃথিবীর বৃহত্তম শিল্পের মধ্যে পরিগণিত হয়েছে।

১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে জর্জিয়া থেকে ক্লারা আর হেনরি যখন ফিরে এল, দেখা গেল রুজ নদী একেবারে ক্ষেপে উঠেছে। জলোচ্ছ্বাসের ফলে নদীর জল উত্তাল হয়ে দু-কূল ছাপিয়ে উঠেছে। নিজের বিশাল জমির চারদিকে হেনরি যে-সব বেড়া বা আড়াল দিয়েছিল, জলের প্রবল বেগ সে-বাধা মানলে না। ইলেকট্রিক আলোর থাম হেলে পড়ে গেল, তারে জল লেগে আলো গেল বন্ধ হয়ে। হেনরির প্রাসাদে চাকরেরা উত্তাপের জন্যে আগুন জ্বালাবার জায়গায় কাঠ স্তূপাকার করতে লাগল। সামান্য একটু আলো পাবার আশায় কেরোসিনের ল্যাম্প আর মোমবাতি জ্বাললে।

সাত তারিখের সকাল বেলায় হেনরি ড্রাইভারকে দিয়ে চালিয়ে

রুজ প্ল্যাণ্ট-এ দেখতে গেল বন্যায় কী ক্ষতি হয়েছে। রুজ নদীর এই প্রমত্ত বেগশক্তিকে আয়ত্তে আনবার রোখ চেপে উঠল হেনরির মনে,—বৃদ্ধের বিচক্ষণ অথচ ঝাপসা চোখদুটো ধক-ধক করে জ্বলে উঠল। বয়স তখন তিরাশি, তবু শরীর মনে হল ভালই আছে। পরের দিন সকালে আবার এসে পর্যবেক্ষণ চালাবে, সেইরকম ব্যবস্থা-পত্র করলে।

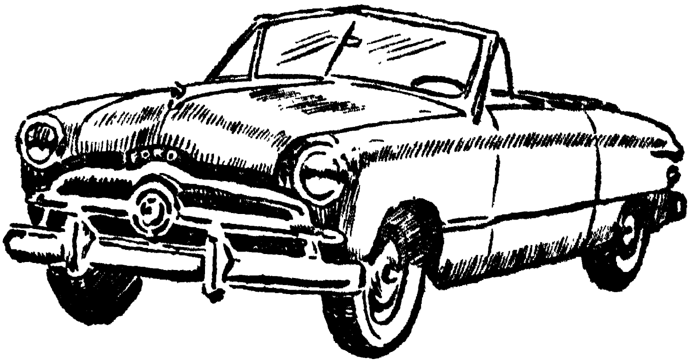
বরাবরের মত রাত নটার সময়ে শুতে গেল, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। দু-ঘণ্টা বাদে ঘুম ভেঙে গেল। 'ক্লারা,' বলে ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ক্লারা তার পাশটিতে এসে গেছে,—আজ ঊনপঞ্চাশ বছর ধরে যেমন ঠিক তেমনি।

হেনরি বললে, 'শরীরটা খারাপ লাগছে। ভয়ানক মাথার যন্ত্রণা। একটু জল খাব।'

ক্লারা এক গ্লাস জল এনে দিলে। বন্যার জন্যে বাড়ির টেলিফোন অকেজো হয়ে গেছে, তাই ডাক্তারকে ডেট্রয়েট-এ টেলিফোন করবার জন্যে শোফারকে আধ মাইল দূরে ফোর্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাবরেটরিতে পাঠালে।

ডাক্তার যখন এসে পৌঁছলেন, হেনরি তখন আর নেই। খুব শান্তভাবে মৃত্যু ঘটেছে ; ক্লারা তার হাত ধরে ছিল।

দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে বরাবর ক্লারা হেনরির পাশে-পাশে থেকেছে। তাকে কখনও সে চোখের আড়াল করতে চাইত না। এই দীর্ঘকাল তারা নম্রভাবে, নববিবাহিত দম্পতির মত অনুরাগ নিয়ে দিন কাটিয়েছে, পরস্পরের সান্নিধ্যে আনন্দ পেয়েছে, স্বস্তি পেয়েছে।



একত্রিশ

তরুণ হেনরি রুজ প্ল্যাণ্টে শুধু-শুধু টেবিল-চেয়ার দখল করে কর্তা হয়ে বসে নি। দাদুর মত ইঞ্জিনের দিকে উগ্র টান না থাকলেও কলকব্জার দিয়ে তার ভয়ানক ঝোঁক।

১৯৪১ সালে সে নৌবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল, কিন্তু তার বাবা মারা যেতে শিক্ষা সম্পূর্ণ হবার আগেই ফিরে আসতে হল রুজ প্ল্যাণ্ট-এ। নৌবাহিনীতে সে নিয়মানুবর্তিতা শিখেছে, প্রয়োজনের সময়ে বিনা দ্বিধায় কর্তব্য পালন করতে শিখেছে।

দাদু যতদিন বেঁচে ছিলেন, হাল ধরে ছিলেন, তরুণ হেনরির প্রেসিডেণ্ট হওয়া নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামায় নি। কিন্তু তিনি মারা যাবার পর সারা দুনিয়া উৎসুক হয়ে রইল, তরুণ হেনরি এই বিরাট কারবার কী ভাবে চালায়।

বিপুল উদ্যমে তরুণ হেনরি তার দায়িত্বের কাজে ঝাঁপ দিলে। ক-বছর আগেও ধীর, শান্তিপ্রিয় ছেলে ছিল সে। এখনও তার চুলে সেই নৌবাহিনীর ছাঁট, মুখে ছেলেমানুষি হাসি। লম্বা দশাসই চেহারা। গোপনতা ভালবাসে না, লম্বা-চওড়া কথা বলে না।

ফোর্ড মোটর কম্পানির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানবার জন্যে পত্র-পত্রিকার তরফ থেকে লোক পাঠানো হল। আমেরিকার

লোকেরা বরাবরই হেনরি ফোর্ড আর তার সর্বজনীন গাড়ির বিষয়ে উৎসুক—সেই সর্বজনীন গাড়ির এবার কী হবে?

তরুণ হেনরির সামনে অনেক সমস্যা—শিল্পোন্নয়ন, যুদ্ধের পরবর্তী সংগঠনের কাজ, কর্মচারীদের সঙ্গে সম্পর্ক—প্রথম মহাযুদ্ধের পর তার দাদু যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, এসব তার থেকে অনেক আলাদা।

সে বুঝলে, এতদিন তার দাদুই ছিলেন কারবারের সব কিছু, তিনি একাই ছিলেন সর্বেসর্বা। সে জানে দাদুর মত ব্যবসায়-প্রতিভা তার নেই, আর, কোনও কারবার শুধু একজনের মতে চলবে, এটাও সে বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে না। কয়েকজন মিলে একটা পরিচালক-মণ্ডলী গড়তে চাইলে; কম্পানির কাজ তারাই চালাবে, ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালী স্থির করবে।

তাই, কম্পানি থেকে এবং বাইরে থেকেও বেছে বেছে দশজন উপযুক্ত লোক নিয়ে তৈরি হল পরিচালক-মণ্ডলী,—পলিসি কমিটি। ছোট ভাই বেনসন ফোর্ড ১৯৪৬ সালে ব্যবসায়ে যোগ দিয়েছিল, সেও এই পলিসি কমিটির সদস্য হল। ১৯৪৮ সালে বেনসন কম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট আর লিঙ্কন-মার্কারি ডিভিসনের পরিচালক নির্বাচিত হল। ১৯৩৮ সালে মার্কারি গাড়ি তৈরি করা হয় নিম্ন-মধ্যবিত্ত ক্রেতাদের জন্যে। নামটা এডসেলের দেওয়া।

তার প্রথম লক্ষ্য কম-দামি গাড়ির ক্ষেত্রে শেভ্রলে-কে হারিয়ে দেওয়া। তার দাদু আর বাবার আমলে এক সময়ে আমেরিকার বাজারে মোট বিক্রির শতকরা ৪৫ থেকে ৫০ ভাগ ছিল ফোর্ড গাড়ি, পরে অনেক কমে গিয়েছিল। তার দ্বিতীয় লক্ষ্য হল আবার সেই অবস্থা ফিরিয়ে আনা।

পলিসি কমিটি তৈরি করেই তরুণ হেনরি বসে রইল না। সে চায় ফোর্ড কম্পানির ১,৪০,০০০ কর্মীর প্রত্যেকেই পরিচালনার কাজে অংশ গ্রহণ করুক। সে চায় প্রত্যেক কর্মী জানুক তাদের

সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা হচ্ছে, কেন হচ্ছে, আর তাতে তাদের ক্ষতি-বৃদ্ধিই বা কী। আর এই সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবার সময়ে, যখনই সম্ভব, এদের প্রত্যেককেই মতামত জানাবার সুযোগ দিতে হবে। তার বিশ্বাস, এতে শিল্প-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের প্রসার হবে। সে বলে, 'এটা দরকারি ব্যাপার, কারণ শুধু কল থেকে উৎপাদন হয় না। উৎপাদন সম্ভব হয় কল আর মানুষ, এই দুয়ের মিলিত শক্তিতে।'

এমন সব ব্যবস্থা সে করলে, যাতে কর্মীরা তাদের মতামত খোলাখুলিভাবে জানাতে পারে। কাজ-কর্মের অবস্থা, কম্পানির কার্যপ্রণালী ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে ছাপা কাগজ পাঠানো হল প্রত্যেক কর্মীর কাছে ; তাদের উত্তর থেকে বোঝা গেল, ব্যবসায় পরিচালনার কাজে এইভাবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারায় তারাও যথেষ্ট উৎসাহ পেয়েছে।

কর্মীদের মতামত জানাবার পাকাপাকি বন্দোবস্ত হল। আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা আরও ব্যাপক করে তোলা হল। ফোর্ড কারখানায় বা অফিসে ধূমপানের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হল।

কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, এই সব ব্যবস্থাই শ্রম উৎপাদনে ফলপ্রসূ হয়েছে।

সমস্ত পৃথিবীর লোক তরুণ হেনরির এই নতুন ব্যবস্থার কথা আগ্রহভরে শুনলে ; কিন্তু আসল যেটা তারা জানতে চায়, সেটা হল : সর্বজনীন গাড়ির কী রদবদল হবে। সে খবর কিন্তু একেবারে গোপন রাখা হল।

১৯৪৮ সালের ১লা জুন নতুন ফোর্ড গাড়ি যখন বাজারে ছাড়বার জন্যে তৈরি, তরুণ হেনরির মনে হল, ফোর্ড কম্পানির কর্মীদেরই এই নতুন মডেল সবচেয়ে আগে দেখতে পাওয়া উচিত। কম্পানির প্রত্যেকটি পুরুষ এবং মহিলার কাছে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠানো হল।

নির্দিষ্ট দিনে কাতারে কাতারে সবাই সপরিবারে আসতে লাগল নতুন গাড়ি দেখতে : ফোর্ড কম্পানির প্রতিটি বিভাগের কর্মী, এই

গাড়ি তৈরির ব্যাপারে তাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু হাত আছে। অ্যাসেম্‌ব্লি লাইনের কর্মীরা ছাড়া আর সবাই তাদের পরিশ্রমের পরিণত রূপটি এই প্রথম প্রত্যক্ষ করলে,—ঝকঝকে নতুন ফোর্ড গাড়ি।

ফোর্ড কম্পানির পঁয়তাল্লিশ বছরের ইতিহাসে এই নিয়ে চতুর্থবার মডেল বদল করতে হল, তৈরি হল মডেল B-A ; শেভ্রলে আর প্লিমাথ-এর প্রাধান্য খর্ব করবে নতুন মডেল।

B-A মডেল তাক লাগিয়ে দেয়! বিলাসের আধুনিকতম ব্যবস্থা, একদম হাল আমলের যন্ত্রপাতি। আগেকার গাড়ির সঙ্গে কোনও মিল নেই, শুধু ইঞ্জিনের ধরনটা অনেকটা আগের V-8-এর মত।

অল্প দামের গাড়িতে লোকে কী চায়, হেনরি সে-খবর নিয়েছে। লোকে অনেকখানি বসবার জায়গা চায় ;—B-A মডেলে তার অভাব নেই।

লোকে নিরাপত্তা চায় ;—B-A মডেলের কাঠামো দৃঢ়, ব্রেক-এর কার্যকারিতা অসাধারণ।

লোকে আরাম চায় ;—B-A মডেলের গাড়ির বসবার আসন এমনভাবে বসানো, যাতে রাস্তার ঝাঁকুনি এসে লাগে খুব কম। স্প্রিং-এর ব্যবস্থাও অভিনব।

লোকে চায় সাশ্রয় ;—B-A মডেলে তেলের অপচয় নেই বললেই চলে।

লোকে চায় বাহার ;—একটানা মসৃণ, নিচু, ঝকঝকে, মনোরম B-A মডেলের চেহারা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

B-A মডেল আগাগোড়া অভিনবত্বে ভরা। বাহার, আরাম, কার্যকারিতা আর নিরাপত্তার দিক দিয়ে B-A অল্প দামের গাড়ির ক্ষেত্রে নতুন আদর্শ সৃষ্টি করল।

তরুণ হেনরি ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছে, শ্রমিক আর মালিক-পক্ষের মধ্যে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে তোলবার কোনও বাঁধাধরা

নিয়ম নেই। অবশ্য এ-কথা সে মানে, যে খানিকটা অন্তত শান্তির আবহাওয়া তৈরি করতে হলে দু-পক্ষেরই কয়েকটা মূল নীতি মেনে চলা দরকার।

তরুণ হেনরি যে লক্ষ্য নিজের সামনে তুলে ধরেছে, সে লক্ষ্যে পৌঁছতে এখনও অনেক সময় লাগবে, তবে, আরম্ভ হয়েছে শুভ। শুধু মাথা-গুনতি সংখ্যায় কর্মীদের আসল পরিচয় নয়, মানুষ হিসেবে তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, প্রতিটি কাজের দাম আছে, —এ-কথা যেদিন প্রমাণ করতে পারবে, সেদিন এ-কথাও প্রমাণিত হবে যে যত বড় ব্যবসায়ই হোক না কেন, তাতে মানবিকতার জায়গা আছে। তখন আর ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায় করবার জন্যে মানুষকে বাধ্য হয়ে ধর্মঘটের আশ্রয় নিতে হবে না।

তরুণ হেনরির ডেস্কের ওপর তার দাদুর ছবি—হেনরি ফোর্ড, আমেরিকা দেশটাকে যে চাকায় চড়িয়ে দিতে পেরেছিল। ছোট্ট চালাঘরে এক শিল্প-ব্যবসায়ের জন্ম হল, তারপর বাড়তে লাগল —বাড়তে লাগল,—এখনও বেড়ে চলেছে। তরুণ হেনরি তার দাদুর কৃতিত্ব আর চিন্তাধারার কথা মাঝে মাঝেই ভেবে দেখে। নতুন যুগে, নতুন ধারা নিয়ে তরুণ হেনরি নতুন কিছু দেবার জন্যে প্রস্তুত।

